চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 112 Friday, 22 March, 2024 ✻ ২৯ বর্ষ, ১১২ সংখ্যা ✻ ৮ চৈত্র, ১৪৩০, শুক্রবার, ২২ মার্চ, ২০২৪ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

সংঃদেশখালির বেড়মজুরে পঞ্চায়েতের প্রধান-হাজী সিদ্দিক মোল্লার বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সন্দেশখালিতে। ফের আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। ...বিস্তারিত পাতা ৩

ইস্কন মায়াপুরের উদ্যোগে মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হলো শান্তিপুর অদ্বৈত পাঠে ঈশ্বর পুরিপাদের তিরোধান উৎসব। উপস্থিত দেশ বিদেশের অসংখ্য ভক্ত। ...বিস্তারিত পাতা ৫

কোচবিহার লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। বৃহস্পতিবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৭

এবারের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব করবেন না ধোনি। তাঁর পরিবর্তে সিএসকের নয়া অধিনায়ক হলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। ...বিস্তারিত পাতা ৮

মতুয়া মহাসঙ্ঘ কার?

মামলায় হাইকোর্টে স্বস্তি শান্তনু ঠাকুরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ মতুয়া মহাসঙ্ঘের দায়িত্বে আসলে কে থাকবে? তা নিয়েই মামলা হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সেই মামলায় আপাতত স্বস্তি পেলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কঠোর পদক্ষেপ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মতুয়া মহাসঙ্ঘ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। সেই মামলাতেই পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গাইঘাটার ঠাকুরনগরে রয়েছে 'অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘ' নামে দুটি সংগঠন। একটির সঙ্ঘাধিপতি মমতাবালা, আর অন্যটির শান্তনু। মমতাবালার দাবি করেছেন, শান্তনু ঠাকুরের সংগঠনটি আসল নয়। আসল মহাসঙ্ঘ রয়েছে তাঁরই দায়িত্বে তিনিই। সম্প্রতি তিনি দাবি করেছেন, মহাসঙ্ঘের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন শান্তনু ঠাকুর। এই অভিযোগই দায়ের করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, প্রায় ১ কোটি ৪৫ হাজার টাকা অবৈধ ভাবে জমা করা হয়েছে। মমতাবালা চান, পুলিশ ওই টাকার সূত্র খুঁজে বের করুক। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হন শান্তনু ঠাকুর। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের একক বেঞ্চে ছিল মামলার শুনানি। বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ইনকাম ট্যাক্সকে মামলায় যুক্ত করতে হবে। তবে আদালত মনে করছে প্যান কার্ডের অপব্যবহার করা হয়েছে। তাই সেই ক্ষেত্রে পুলিশ তদন্ত করবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। আগামী ১ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে আধার কার্ড! কেন্দ্রের কাছে হলফনামা তলব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ আধার কার্ড নিয়ে জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাইকোর্টে। অভিযোগ, বহু মানুষের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে। কোনও সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। সেই মামলাতেই এবার কেন্দ্রের কাছে জবাব তলব করলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। হাইকোর্টে করা আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় এক হাজারের উপর আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। কেন এভাবে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জনস্বার্থ মামলাটি করেছে, জয়েন্ট ফোরাম আগেন্সট এনআরসি অ্যান্ড এএনআর। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হীরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে বৃহস্পতিবার ছিল সেই মামলার শুনানি। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, কেন্দ্র থেকে এই আধার কার্ড নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে এটা আসলে নিষ্ক্রিয় করা হচ্ছে না, এটা আসলে কোনও ভুল না 'এরর'। মামলাকারীর আর্জি, যাদের কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়েছে তাদের অবিলম্বে বিষয়টি জানানো হোক। উল্লেখ করা হয়েছে যে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দফতরে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে এই বিষয়ে। আবেদন শুনে কেন্দ্র এদিন দাবি করে, এই মামলার কোনও গুরুত্ব নেই। সলিসিটর জেনারেল জানান, যারা বিদেশের নাগরিক তাদের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। এ কথা শুনে কেন্দ্রকে হলফনামা দিতে বলে ডিভিশন বেঞ্চ। কী কারণে এমনটা হচ্ছে, তার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। আগামী ২৪ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি। তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে কেন্দ্রকে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বহু মানুষের আধার কার্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় রাজ্যে। মুখ্যমন্ত্রী মমতাও এই নিয়ে সরব হয়েছেন একাধিকবার। তবে বিজেপি দাবি করেছে, প্রযুক্তিগত কোনও সমস্যা হয়ে থাকতে পারে, চিন্তার কোনও কারণ নেই।

'সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে', নির্বাচনী বন্ড নিয়ে কমিশনকে 'সব' তথ্য সিবিআই-র

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ নির্বাচন কমিশনের কাছে নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য জমা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের কাছে হলফনামা দাখিল করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (এসবিআই) চেয়ারম্যান দীনেশকুমার খাড়া দাবি করেছেন যে প্রাথমিকভাবে সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি, কারণ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টের সুরক্ষা ব্যাহত হতে পারে। সেইসঙ্গে যাঁরা নির্বাচনী বন্ড কিনেছেন, সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে তাঁদেরও কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। তাছাড়া এসবিআইয়ের সিস্টেমে সেই সংক্রান্ত তথ্যও ছিল না বলে দাবি করেছেন ভারতের সর্ববৃহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান। সেইসঙ্গে এসবিআইয়ের তরফে দাবি করা হয়েছে, সেই তথ্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য সেটা প্রয়োজনীয় নয়। সুপ্রিম কোর্টের নতুন করে ভর্ৎসিত হওয়ার পরে বৃহস্পতিবার হলফনামা পেশ করে এসবিআইয়ের তরফ জানানো হয়েছে যে নির্বাচনী বন্ড নিয়ে ভারতের সর্ববৃহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের হাতে যা যা তথ্য ছিল, তা ২১ মার্চ নির্বাচন কমিশনকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া বাকি সব তথ্য প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে এসবিআই।

ভারতের সর্ববৃহ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের তরফে দাবি করা হয়েছে যে সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণেই ওই তথ্য প্রকাশ করতে পারছে না এসবিআই। গত সোমবার সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছিল যে বেছে-বেছে তথ্য প্রকাশের প্রবণতা ছাড়তে হবে। নির্বাচনী বন্ড সংক্রান্ত যা যা তথ্য আছে, তা ২১ মার্চের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য এসবিআইকে নির্দেশ দিয়েছিল ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ। সেইসঙ্গে ইউনিক বন্ড নম্বর জমা দিতে হবে বলে কড়া ভাষায় জানিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। যা নির্বাচনী বন্ডের ক্রেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের (যে দল নির্বাচনী বন্ড পেয়েছে) তথ্য মেলাতে পারবে।

নির্বাচনের আগেই চার জেলাশাসককে সরাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চঃ কয়েকদিন আগেই রাজ্য পুলিশে হয়েছে বড় রদবদল। ডিজি পদ থেকে সরানো হয়েছে আইপিএস রাজীব কুমারকে। এবার লোকসভা নির্বাচনের মুখে ফের এক বড় সিদ্ধান্ত কমিশনের। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে দেশের বেশ কয়েকটি জেলার জেলাশাসককে বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলা। আগামী মাসেই শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। এ রাজ্যে ৭ দফায় হবে ভোট। তার আগে কমিশনের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। শুধুমাত্র জেলাশাসক নয়, বেশ কয়েকজন পুলিশ সুপারকেও বদলি করা হয়েছে। গুজরাট, পঞ্জাব, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে সেই তালিকায়। আইএএস ও আইপিএস হিসেবে যাঁরা পুলিশ সুপার বা জেলাশাসক হয়েছেন, তাঁদেরই ওই পদে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। কমিশনে সম্প্রতি একটি বৈঠক হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও সুখবীর সিং সান্ধু। তারপরই এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের চার জেলার জেলাশাসককে সরানো হয়েছে। চারটি জেলা হল- পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম। এছাড়া ওড়িশার ধেনকানালের জেলাশাসক, কটক ও দেওগড়ের পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে। পঞ্জাবের পাঠানকোট, ফাজিলকা, জলন্ধর ও

মালেরকোটলার পুলিশ সুপারকে বদলির নির্দেশ দেওয়া হল। এছাড়া গুজরাটের ছোটা উদয়পুর ও আমেদাবাদ (গ্রামীণ)-এর পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে বদলির সিদ্ধান্ত একেবারেই গাইডলাইন মেনে নিয়েছে কমিশন। ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বৈঠক সেরেছে ফুল বেঞ্চ। তারপরই বেশ কিছু বিধিনিষেধ তৈরি করে দিয়েছিল কমিশন। গাইডলাইনে জানানো হয়েছিল, যারা সরাসরি আইএএস হিসেবে ডিএম বা এসপি পদে এসেছেন, তাঁদেরই ভোটের কাজে অংশ নিতে দেওয়া হবে। যাঁরা ডব্লুবিসিএস থেকে পদোন্নতি হয়ে ডিএম হয়েছেন, তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর করা হয়েছে।

'কী করে হয়েছে আমি কী ভাবে জানব?' বললেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ কলকাতার গার্ডেনরিচে নির্মিয়মান বেআইনি ভবন ভেঙে ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে দিকে দিকে। এমনকী শাকদলের নেতাদের একাংশও পুরসভার ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছে। ঘটনার পর ৪ দিন কাটলেও এখনও একজনের দেহ উদ্ধার সম্ভব হয়নি। ওদিকে আদালতেও ভর্ৎসনার মুখে পড়েছে পুরসভা। চার দিক থেকে সমালোচনার পরেও গার্ডেনরিচ বিপর্যয়ের কোনও দায় নিতে নারাজ রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি বলেন, ''কী ভাবে হল আমি কী করে জানব?'' এদিন সাংবাদিকরা ফিরহাদকে প্রশ্ন করেন, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষও এই বিপর্যয়ের জন্য পুরসভাকে দায়ী করেছেন। শুনেই ফিরহাদ বলেন, ''যে যা বলে বলুক এটা নিয়ে আমি এখন আর কিছু বলব না। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে মানুষের পাশে সেদিন রাত্তির থেকে আমি ছিলাম। আর মানুষের পাশে থাকতে হবে। এটাই মূল কাজ।'' এর পরই গার্ডেনরিচের আজাহার মোল্লা বাগানে ভাইরাল হওয়া বহুতল কী ভাবে তৈরি হল তা নিয়ে প্রশ্ন করে সাংবাদিকরা। তার জবাবে ফিরহাদ বলেন, ''আমি কী করে জানব? আমি এখন উদ্ধারকাজে আছি। সেইটাই করব। আইন হাতে নিয়ে বসে নেই যে সব আমার কাছে আছে।'' এর আগে গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণকে সামাজিক ব্যধি বলে মন্তব্য করেছিলেন ফিরহাদ। তিনি বলেছিলেন, ''গার্ডেনরিচে কেন এরকম হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। এটা হচ্ছিল আমি জানতে পারিনি। আগে এটা অজুহাত দেওয়া হত তার পরেও এটা হচ্ছে। এটা একটা সামাজিক ব্যধি হয়ে গিয়েছে। কাউন্সিলর নয়, এটা দেখার কথা বিল্ডিং বিভাগের। কাউন্সিলরকে আমি ছেড়েই দিলাম। বিল্ডিং বিভাগের যারা আধিকারিক, যারা মাইনে পায় তাদের দেখার কথা। ২১ সাল ২৩ সাল থেকে আমি বারবার সাবধান করেছি, বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করুন। কিন্তু সব তো সম্ভব হয় না। ভিত তৈরির সময়ই বন্ধ করুন। আমি মেয়র থাকাকালীন ৮০০র বেশি বাড়ি ভাঙা হয়েছে। গার্ডেনরিচেই ২৫টার বেশি বাড়ি ভাঙা হয়েছে। এটা একটা এমন সামাজিক ব্যধি যেটা আমি দূর করতে পারছি না। কিন্তু চেষ্টা করে যাব।'' মেয়রের মন্তব্যের সমালোচনা করে রাজ্যসভার সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''মেয়র একথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ মেয়র যে কথা বলতে পারছেন না যে, বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল নেতা ও কাউন্সিলরদের প্ররোচনায় বেআইনি নির্মাণ হয়।''

তৃণমূলকে জেতালেই মিলবে আবাস যোজনার টাকা, পার্থ ভৌমিকের আশ্বাসকে 'টোপ' বলছেন বিরোধীরা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ মার্চঃ যে পঞ্চায়েত তৃণমূলকে বেশি ভোটে জেতাবে সেখানকার বাসিন্দাদের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবাস যোজনার টাকা দেওয়া হবে। নৈহাটিতে ঘোষণা করলেন পার্থ ভৌমিক। কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনায় রাজ্যের প্রাপ্য টাকা না দিচ্ছে না, এই অভিযোগ বারবার করছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। বারবার এই নিয়ে দিল্লিতে দরবার করেছেন এ রাজ্যের সাংসদরা। কিন্তু ফল না মেলায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, যদি কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনার টাকা না দেয়, তাহলে রাজ্য সরকার প্রাপকদের আবাস যোজনার টাকা দেবে। নৈহাটির এক দলীয় কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পার্থ ভৌমিক হঠাৎই নাটকীয়ভাবে বলে ওঠেন, ''চারটে পঞ্চায়েতের জন্য একটা ঘোষণা আছে। আজকেই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এটা আমাদের ঘোষিত নীতি, যে পঞ্চায়েত লোকসভায় তৃণমূলকে জেতাবে, তাদের আবাস যোজনার টাকা ডিসেম্বরের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে দেবেন।'' সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন উড়ে আসে, আর পুরসভা? পার্থবাবু তখনই উত্তর দেন পুরসভার ক্ষেত্রেও একই পদক্ষেপ করা হবে। এর আগে আমডাঙায় প্রচারে গিয়ে ভোটে জেতালেই পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন পার্থবাবু। এবার নৈহাটিতেও তিনি ভোটারদের টোপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন। রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শীলভদ্র দত্ত বলেন, ''আসলে পার্থ ভৌমিক বুঝতে পেরেছেন তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে না। সেই কারণে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। এতে নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি জানানো হবে।''

ভোট ঘোষণার পরও কেন গার্ডেনরিচে ক্ষতিপূরণ, কমিশনে কী ব্যাখ্যা রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ গার্ডেনরিচ বিল্ডিং বিপর্যয়ের ঘটনার আগেই লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। গোটা দেশজুড়ে কার্যকর হয়ে গিয়েছে আদর্শ আচরণবিধি। যখন আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর রয়েছে, তখন গার্ডেনরিচ বিল্ডিং বিপর্যয়ের ঘটনায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠছিল। নির্বাচন কমিশনও জানতে চেয়েছিল, কেন নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হয়েছে? এবার সেই ক্ষতিপূরণ ঘোষণার কারণ ব্যাখ্যা করে জবাব দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা। বৃহস্পতিবারই রাজ্যের শীর্ষ আমলা এদিন কমিশনকে রাজ্য সরকারের তরফে যুক্তি জানিয়েছেন। কমিশনকে দেওয়া ব্যাখ্যায় কী জানালেন রাজ্যের মুখ্যসচিব? নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরও কেন ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে? সূত্র

মারফত জানা যাচ্ছে, কমিশনকে দেওয়া জবাবে রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা জানিয়েছেন, কোনও বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়। রাজ্যের শীর্ষ আমলার সেই জবাব ইতিমধ্যেই রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। রবিবার গভীর রাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়েছিল গার্ডেনরিচের এক নির্মীয়মাণ বহুতল। বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছিল ওই বহুতলটি। দুর্ঘটনার পর পরই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় উদ্ধারকাজ। কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী একযোগে উদ্ধার অভিযান চালায় গার্ডেনরিচে ভেঙে পড়া কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপের তলায়। রবিবার গভীর রাতের ওই দুর্ঘটনায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে এই মর্মান্তিক বিল্ডিং বিপর্যয়ের পর রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছিলেন। পাঁচ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছিল। আর এরপরই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিল, কীভাবে ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে। সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে কমিশনও রাজ্যের থেকে জবাব তলব করেছিল। এবার তার ব্যাখ্যা দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব।

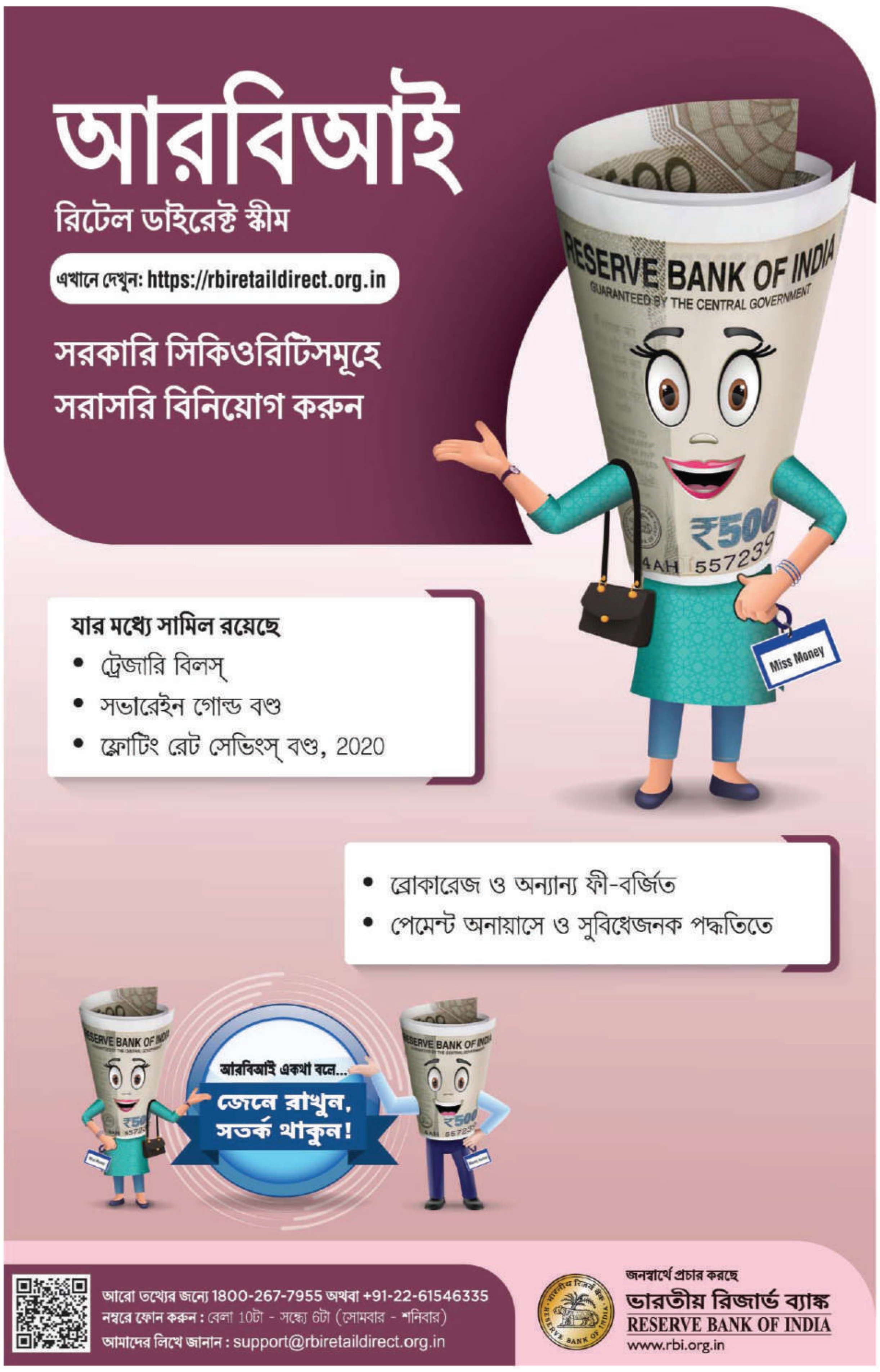

২২ মার্চ আইপিএল-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মঞ্চ মাতাবেন একঝাঁক তারকারা

মুম্বই, ২১ মার্চ ঃবিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ আইপিএল শুরু হচ্ছে শুক্রবার, ২২ মার্চ। আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে। প্রতিবারই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকে একটা চমক। এ বারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও কি থাকছে সেই চমক। বোর্ডের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ বার আইপিএলের ওপেনিং সেরেমনি মাতাবেন জনপ্রিয় ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক, গায়ক ও সঙ্গীত প্রযোজক এ আর রহমান। তার সঙ্গে থাকবেন জনপ্রিয় প্লেব্যাক কিংবদন্তি সোনু নিগমও। সুরের জাদুতে তিনি আইপিএলের মঞ্চ মাতাবেন। এই দুই তারকার গানের পাশাপাশি ডান্সফ্লোর মাতাতে দেখা যাবে বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার ও টাইগার শ্রফকে।কবে, কোথায় এবং কখন অনুষ্ঠিত হবে আইপিএল-২০২৪ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান? ২২ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে এ বারের আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে। উদ্বোধনী দিনেই রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের ম্যাচ। ম্যাচ শুরু হবে রাত ৮টা থেকে।

মহারাষ্ট্রের থানে-তে বাতিল সামগ্রীর দোকানে ভয়াবহ আগুন, দমকলের প্রয়াসে এল আয়ত্তে

থানে, ২১ মার্চ ঃ মহারাষ্ট্রের থানে জেলায় ভয়াবহ আগুন লাগল বাতিল সামগ্রীর একটি দোকানে। বুধবার গভীর রাতে থানের ডোম্বিভিলি পূর্ব এলাকায় একটি বাতিল সামগ্রীর দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। তবে, আগুনের লেলিহান শিখায় ওই দোকানের প্রায় সব কিছুই পুড়ে গিয়েছে।পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, বুধবার গভীর রাতে থানের ডোম্বিভিলি পূর্ব এলাকায় একটি বাতিল সামগ্রীর দোকানে ভয়াবহ আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। চারিদিক কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়, দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টার পর বৃহস্পতিবার ভোররাতে আগুন আয়ত্তে এসেছে। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেখছেন দমকল কর্মীরা।

মমতাবালাকে ফের সতর্ক করলেন তথাগত

কলকাতা, ২১ মার্চ, ঃ মমতাবালা ঠাকুরকে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে ফের সতর্ক করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।তথাগতবাবু লিখেছেন, শ্রীমতী মমতাবালা ঠাকুর আমার নাম গাইঘাটা থানায.একটা নালিশ করেছেন, যার মাথামুন্ডু আমি কিছুই বুঝি নি। সে যাই হোক, আমি ওঁকে বিনীত অনুরোধ করেছিলাম, আমার প্রস্তাবে মতুয়া সমাজের কি ক্ষতি হচ্ছে আমাকে জানান। চব্বিশ ঘন্টা কেটে গেছে কিন্তু উনি কিছু জানান নি। অতএব আমিই জানাচ্ছি, আমার প্রস্তাবে মতুযাদের লাভ বই ক্ষতি নেই।আপনি বযস্কা মহিলা, মতুয়া সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুরের পরিবারের বধূ। আপনাকে বিনীত অনুরোধ, আপনারা আশপাশের তৃণমূলের ক্যাওড়াদের কথায.নাচবেন না। যেখানে সেখানে সই করবেন না। করলে বিপদে পড়বেন।এর আগে তথাগতবাবু তাঁর বিরুদ্ধে থানায. নালিশের লিখিত চিঠি যুক্ত করে এক্স হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, সাধারণের জ্ঞাতার্থে জানাই, শ্রীমতী মমতাবালা ঠাকুর আমার নাম গাইঘাটা থানায় একটা নালিশ করেছেন। ইংরেজি ভাষায়। সেটার মানে বুঝবার বা বোঝাবার চেষ্টা না করে এখানে পোস্ট করে দিচ্ছি।আমি ওঁকে প্রশ্ন করেছি, আমার প্রস্তাবে মতুযাদের স্বার্থ কিভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে একটু দযা. করে জানান।চব্বিশ ঘন্টা অপেক্ষা করব। এর মধ্যে না জানালে যা কর্তব্য তই করব।

রাজস্থানের জয়পুরে সিলিন্ডার ফেটে আগুন

জয়পুর, ২১ মার্চ ঃ রাজস্থানের জয়পুরে বাড়ির ভিতরে থাকা সিলিন্ডার ফেটে আগুন পুড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৫ জন সদস্যের। মৃত্যু হয়েছে স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের ৩ সন্তানের। নিহতদের বাড়ি বিহারে। যে সময় সিলিন্ডার ফেটে আগুন ধরে যায়, তখন সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা এই বিয়োগান্তক ঘটনায় দু ঃখপ্রকাশ

পতঞ্জলির 'বিভ্রান্তিকর' বিজ্ঞাপনঃসুপ্রিম-তলবের পরেই ক্ষমা চাইলেন আচার্য বালকৃষ্ণ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃপতঞ্জলির 'বিজ্ঞাপন' নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে 'ক্ষমা' চাইলেন পতঞ্জলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) তথা যোগগুরু বাবা রামদেবের সহযোগী আচার্য বালকৃষ্ণ। গত মঙ্গলবারই পতঞ্জলির এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মামলায় রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে তলব করেছিল শীর্ষ আদালত। তার পর হলফনামা দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন রামদেব-সহযোগী বালকৃষ্ণ। আদালতে জমা দেওয়া ছোট হলফনামায় বালকৃষ্ণ লিখেছেন, সংস্থার বিজ্ঞাপনে আপত্তিকর বাক্য থাকার জন্য তিনি দু ঃখিত।আচার্য বালকৃষ্ণ, সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামায.জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের বিজ্ঞাপন জারি করা না হয় তা তিনি নিশ্চিত করবেন। উল্লেখ্য, আদালত অবমাননা সংক্রান্ত একটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে রামদেবের সংস্থা পতঞ্জলিকে নোটিস দিয়ে কৈফিয়ত তলব করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সেই নোটিসের কোনও জবাব না মেলায় ক্ষুব্ধ হয় শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লার বেঞ্চ রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে আদালতে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। জানায় যে ২ এপ্রিল আদালতে হাজিরা দিতে হবে রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে। তার আগেই হলফনামা দিয়ে ক্ষমা চাইলেন বালকৃষ্ণ।অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে অ্যাক্সেসিবিলিটি হেল্প ডেস্কের উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণেই মিডিয়া এনক্লোজারেরও সূচনা করেছেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। অ্যাক্সেসিবিলিটি হেল্প ডেস্কের উদ্বোধন করার পর প্রধান বিচারপতি বলেছেন, আমরা অ্যাক্সেসিবিলিটি হেল্প ডেস্ক খুলেছি, এটি আমাদের মিশনের ধারাবাহিকতায় যা বিচারপতি রবীন্দ্র ভাটের সভাপতিত্বে কমিটির দ্বারা আমাদের রিপোর্ট জমা দিয়ে শুরু হয়েছিল। কমিটি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে প্রবেশযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছে, শুধু ভিন্নভাবে অক্ষম নয়। কিন্তু প্রবীণ নাগরিক, গর্ভবতী মহিলা এবং বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন এমন সকল ব্যক্তিদের জন্য। এখন আমাদের একটি ওয়ান-স্টপ সুবিধা রয়েছে যেখানে সমস্ত পরিষেবা পাওয়া যাবে। এটি কেবল শুরু, আমরা বিশেষজ্ঞ এবং স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন করছি।মিডিয়া এনক্লোজারের সূচনা করার পর প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় বলেছেন, আমি আশা করছি এটি মিডিয়ার জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় সুবিধা হবে। আমাদের কাছে মিডিয়ার একটি বড় টিম রয়েছে, যা জনস্বার্থের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের কার্যধারার রিপোর্ট করে। আমি সবসময় এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলাম যে ক্যামেরাপার্সনদের বসার কোনও জায়গা নেই। আমি আশা করছি, এটি একটি বিশেষ সুবিধা হবে, যেখানে আপনারা সবাই বসতে পারবেন এবং গ্রীষ্মের তাপ অথবা বৃষ্টির সংস্পর্শে না গিয়ে কাজ করতে পারবেন।অন্যদিকে দেশে ৪৫ শতাংশের বেশি স্টার্ট-আপের নেতৃত্বে রয়েছে নারী শক্তি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের ৪৫ শতাংশের বেশি স্টার্ট-আপগুলির নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহিলারা। আমাদের মেয়েরা আধুনিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে স্টার্ট আপ ক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তম প্রদর্শনী - স্টার্ট আপ মহাকুম্ভ।এই স্টার্ট আপ মহাকুম্ভে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, স্টার্টআপ ইন্ডিযা উদ্যোগ উদ্ভাবনী ধারণাগুলির জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করেছে এবং সেই ধারণাগুলিকে অর্থায়নের উৎসগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এখন আমরা গর্ব করে বলতে পারি, আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমটি মেগাসিটিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে, ছোট শহরের যুবকরা স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে বিপ্লবের পথপ্রদর্শক। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় যুবকদের সামর্থ্যের উপর আস্থা রেখে, আমরা তাঁদের আকাঙ্খাকে উজ্জীবিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন করেছি চাকরিপ্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে তরুণরা এখন চাকরিদাতা হতে আগ্রহী।অন্যদিকে মোদীজি হলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি ওবিসিদের সাংবিধানিক অধিকার প্রদান করেছেন। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস কখনই অনগ্রসর শ্রেণির কথা চিন্তা করেনি। কংগ্রেস তিন দশকেরও বেশি সময.ধরে কাকা কালেলকর কমিশনের রিপোর্টে মনোযোগ দেযনি। বুধবার একটি টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানে অংশ নেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।সেই অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, এবার লক্ষ্যমাত্রা ৪০০ পার, পদ্ম প্রতীকে আমরা ৩৭০টির বেশি আসনে জযলাভ করব। এই লক্ষ্য অর্জন করা হবে, কারণ প্রথমবারের মতো একজন প্রধানমন্ত্রী ভারতের জনগণের আশা, আকাঙ্খা ও স্বপ্ন পূরণ করেছেন। বিগত ১০ বছরে দেশে কী কী উন্নতি হয়েছে তাও তুলে ধরেন অমিত শাহ। তিনি আরও বলেছেন, ইউসিসি এখন থেকে নয়, ১৯৫০ সাল থেকে একটি ইস্যু। আমাদের দল এ জন্য আন্দোলন করেছে, আমরা তা থেকে বিচ্যুত হতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সবার জন্য একই আইন থাকা উচিত। ইউসিসি হল দেশের মানুষের কাছে বিজেপির প্রতিশ্রুতি।

'হয় আপনি চোর, না হয় অপদার্থ, আপনার ভুলেই এত মানুষের প্রাণ গেল!' পুর-আধিকারিককেই ধমক ফিরহাদের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ গার্ডেনরিচের ঘটনায় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু মেয়র ফিরহাদ হাকিম তাঁর পাশে দাঁ।ান। মেয়রের বক্তব্য ছিল, বাড়ি বানানো একজন কাউন্সিলরের দেখার দাযিত্ব নয়, ইঞ্জিনিযারের দেখার দাযিত্ব। বুধবার কলকাতা পুরসভায় ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বৈঠকেই কা। ধমক দিলেন ফিরহাদ হাকিম। ন্ডএখানেই থেমে থাকেননি তিনি। পুরসভার বিল্ডিং দফতরের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারকে এ দিন বৈঠকে ডেকে মেয়রকে বলতে শোনা যায়, ' বিকিয়ে গিয়েছেন। বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কাউকে রেওয়াত করা হবে না।'' দরকারে ডিজি (বিল্ডিং)-এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথাও বলেন ববি।ন্ডবেআইনি নির্মাণ, তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া বহুতলের নীচে চাপা পড়ে দশ জনের মৃত্যু - এ সবের দায় রাজনৈতিক নেতাদের নয়। সমস্ত দায়ই পুরসভার অফিসারদের। গার্ডেনরিচের ঘটনার পরে প্রথম থেকেই ববিকে এ ভাবেই দায় ঝেড়ে ফেলতে শোনা গিয়েছিল। যার খানিকটা প্রতিবাদ করে পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ বলেছিলেন, সব দায় এ ভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না পুরসভার রাজনৈতিক প্রশাসকেরা। কিন্তু, ববি যে তাঁর জায়গায় অনড়, তা বুধবারের বৈঠকে আবারও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।মেয়রের আচরণে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিল্ডিং দফতরের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার। তাঁদের অভিযোগ, ' নির্মাণের বিষয়ে স্থানীয় পুরপ্রতিনিধিরাই নাক গলান। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কিছু করার থাকে না। অথচ বৈঠকে বেআইনি নির্মাণের জন্য মেয়র শুধু আমাদেরই আক্রমণ করে গেলেন।''গার্ডেনরিচের ঘটনার পরে তিন দিন কেটে গেলেও এখনও উদ্ধারকাজ শেষ হয়নি। শেরু নামে স্থানীয় তৃণমূল নেতা এখনও নিখোঁজ বলে স্থানীয়দের দাবি। তাঁর খোঁজে এ দিন সকাল থেকে দফায় দফায় উদ্ধারকাজ চালায় পুরসভা এবং জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তবে বৃষ্টিতে তা ব্যাহত হয়। বড় আর্থ-মুভার নিয়ে যাওয়া হলেও তা দিয়ে ধ্বংসাবশেষ সরানো শুরু করা যায়নি। আশপাশের বড় বড় বহুতলের ক্ষতির আশঙ্কায় ভরসা রাখতে হয়েছে ছোট ছোট যন্ত্রেই। রাস্তা সরু হওয়ায় ধ্বংসাবশেষ সরাতেও বেগ হচ্ছে। এ দিন ঘটনাস্থলে যান পুর-কমিশনার ধবল জৈন। তবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি তিনি।লালবাজার সূত্রে খবর, এ দিনই গার্ডেনরিচ এবং মেটিয়াবুরুজ থানার দুই ওসির সঙ্গে বৈঠক করেন কলকাতা পুলিশের নগরপাল। ছিলেন বন্দরের ডেপুটি কমিশনারও। হোমিসাইড শাখা ইতিমধ্যেই গার্ডেনরিচ থানার থেকে ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে।প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, নির্মীয়মাণ বহুতলটি যে জমিতে তৈরি হয়েছিল, তা দু'টি প্লটে বিভক্ত। তিন জন মালিক। একটি প্লটের মালিক মহম্মদ সরফরাজকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মঙ্গলবার। এ দিন আলিপুর কোর্টে তার আরও ১৩ দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ হয়। লালবাজার বুধবার জানিয়েছে, বাকি দুই মালিকের খোঁজ চলছে। অভিযোগ, এর মধ্যে এক মালিকের চাপেই নীচের তিনতলা বাদ দিয়ে পঞ্চম তলায় ইটের গাঁথনি শুরু হয়েছিল। পুলিশের অনুমান, ওই ভার সহ্য করতে না পেরেই বহুতলটি ভেঙে পড়ে রবিবার রাতে।এসএসকেএম হাসপাতাল এবং গার্ডেনরিচের বেসরকারি হাসপাতালে আহতদের কয়েক জনের সঙ্গে এ দিন তদন্তকারীরা কথা বলেন। তদন্তে কলকাতা পুরসভার কর্তাদেরও ডাকা হতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে।বিকেলে পুরসভার অধিবেশন কক্ষে বিল্ডিং দফতরের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টার বৈঠকে মেয়রের নির্দেশ, বেআইনি নির্মাণ খুঁজতে এলাকায় ঘুরুন। ইঞ্জিনিয়ারেরা ঠিক মতো এলাকা পরিদর্শন করছেন কি না, তা জানতে পুরসভা শীঘ্রই অ্যাপ চালু করবে বলে জানা গিয়েছে। এ দিন মেয়রকে বলতে শোনা যায়, কোনও বেআইনি নির্মাণ বা অবৈধ কাজে কোনও নেতা, জনপ্রতিনিধি বাধা দিলে তাঁদেরকে বলুন, আপনি লিখিত দিন। এক ইঞ্জিনিয়ারের প্রশ্ন, কোনও নেতাকে আমি কি লেখার কথা বলতে পারব? না কি উনি লিখে দেবেন? জানা গিয়েছে, গার্ডেনরিচ-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই শোকজের মুখে পড়া পুর কর্মীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তও হতে পারে।

কংগ্রেসকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা চলছেঃসোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত তহবিল জব্দ করা হচ্ছে এবং আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে জোরপূর্বক টাকা হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যাইহোক, এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও আমরা নিজেদের নির্বাচনী প্রচার বজায় রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।নির্বাচনী বন্ড

গার্ডেনরিচে বহুতল ভাঙার ঘটনায় আরটিআই করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আরটিআই করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১৭ মার্চ, রবিবার মাঝরাতে গার্ডেনরিচে নির্মীয়মান পাঁচতলা বাড়ি ভেঙে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছিল। এই ঘটনায় তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন জানালেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু। তাঁর সরাসরি অভিযোগ মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং তাঁর 'ঘনিষ্ঠ' স্থানীয় কাউন্সিলর শাম ইকবালকে নিয়ে। এক কথায় বলা যায়, কলকাতা পুরনিগমের অস্বস্তি আরও বাড়ালেন তিনি। দুর্ঘটনার দিনই বা।স। টুইট করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। দাবি করেছিলেন, গার্ডেনরিচ এলাকায় অন্তত ৮০০ বহুতল বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রশাসন জানত না, এটা হতে পারে না। তাঁর দাবি ছিল, গোটা ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় কাউন্সিলর, প্রোমোটার, এলাকার পুলিশের যোগসাজস রয়েছে। এবার এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই আরটিআই করলেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০১০ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কোথায় কতগুলি বাড়ি তৈরির প্ল্যানে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কতগুলি বাতিল করা হয়েছে, সব তথ্য তিনি জানতে চেয়েছেন।শুভেন্দু টুইট করে বলেন, ''গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনার পর কলকাতা পুরসভার ব্যর্থতা সকলের সামনে এসে গেছে। বিরোধী দলনেতার কর্তব্য হিসেবে আমি তথ্য জোগা। করার চেষ্টা শুরু করেছি। এই তথ্য হাতে চলে এলে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অনেক বেশি সজাগ হওয়া যাবে। সেই কারণেই আমি আরটিআই করলাম।'' ১ জানুয়ারি ২০১০ সাল থেকে ১৮ মার্চ ২০২৪ সাল পর্যন্ত নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চেয়েছেন তিনি। মোট সাত দফা প্রশ্ন তুলে ধরেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ন্ডসোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেয়র ফিরহাদ হাকিম কার্যত বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ মেনে নেন। প্রথমে বাম আমলের ওপর এর দায় চাপালেও পরে কিছুটা ভিন্ন সুর ছিল ফিরহাদের। বুধবার অবশ্য বিল্ডিং বিভাগের সব আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিযারদের নিয়ে.উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মেজাজ হারান মেয়র। বিল্ডিং বিভাগের শোকজ হওযা আধিকারিকদের মধ্যে এক সাব অ্যাসিস্ট্যান্টট ইঞ্জিনিয়ারকে বৈঠকের মাঝেই তিনি কার্যত ধমক দেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ''হয় আপনি অপদার্থ, নয়তো চোর। আপনার গাফিলতিতেই এত মৃত্যু!''

কংগ্রেসে যাচ্ছেন না সদানন্দ গৌড়া, বললেন মোদীজির ফের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত

বেঙ্গালুরু, ২১ মার্চ ঃ কংগ্রেসে যাচ্ছেন না কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডি ভি সদানঃদ গৌড়া। তিনি বিজেপিতেই থাকছেন। একইসঙ্গে বলেছেন, মোদীজির ফের প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত। সদানঃদ গৌড়া এটাও জানিয়েছেন যে, কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বেঙ্গালুরু উত্তর লোকসভা আসনের টিকিট পাননি সদানন্দ গৌড়া, এরপরই গুঞ্জন শুরু হয়, বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন তিনি।কিন্তু, বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি নেতা এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডি ভি সদানন্দ গৌড়া বলেছেন, আমার জায়গায় অন্য কাউকে নির্বাচনী টিকিট (বেঙ্গালুরু উত্তর আসন থেকে) দেওয়ায় আমি হতাশ। হ্যাঁ, আমাকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু আমি কংগ্রেসে যোগ দেব না। নরেন্দ্র মোদীর আবার প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত।উল্লেখ্য, বেঙ্গালুরু উত্তরের দু'বারের সাংসদ সদানন্দকে এ বার টিকিট দেয়নি বিজেপি। সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে আর এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পার ঘনিষ্ঠ নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শোভা করান্দলাজেকে। তার পরেই সোমবার বিজেপি ছাড়ার ' দিয়েছিলেন ৭১ বছরের নেতা। কিন্তু, বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়ে দিলেন, বিজেপি ছাড়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

ভারতে এখন কোনও গণতন্ত্র নেই, অ্যাকাডন্ট ফ্রিজ প্রসঙ্গে মন্তব্য রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃভারতে এখন কোনও গণতন্ত্র নেই, কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ প্রসঙ্গে মন্তব্য কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন, এই সাংবাদিক সম্মেলনে রাহুল বলেছেন, আমাদের সমস্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাডন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। যাতে আমরা কোনও প্রচারকাজ করতে না পারি, আমরা আমাদের কর্মীদের সমর্থন করতে না পারি, আমরা আমাদের প্রার্থীদের সমর্থন করতে না পারি। নির্বাচনী প্রচারের দুই মাস আগে এমনটা করা হয়েছে। রাহুল গান্ধী বলেছেন, এটা কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক অ্যাকাডন্ট জব্দ করা নয়, ভারতীয় গণতন্ত্রকে জব্দ করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় বিরোধী দল হিসেবে আমরা কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছি না - আমরা বিজ্ঞাপন বুক করতে পারি না, অথবা আমাদের নেতাদের কোথাও পাঠাতে পারি না। এটা গণতন্ত্রের ওপর হামলা।লোকসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার বিষয়ে, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেছেন, এটি কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে একটি অপরাধমূলক পদক্ষেপ, প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারা করা একটি অপরাধমূলক পদক্ষেপ। ভারতে এখন কোনও গণতন্ত্র নেই। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এই ধারণাটি একটি মিথ্যা। সম্পূর্ণ মিথ্যা। রাহুল বলেছেন, ২০ শতাংশ ভারত আমাদের ভোট দেয় এবং আমরা কোনও কিছুর জন্য ২ টাকা পর্যন্ত দিতে পারছি না।

নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হোক, তা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্যঃমল্লিকার্জুন খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হোক, তা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খা।গে বলেছেন, লোকসভা নির্বাচন ঘোষিত হযেছে। নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হোক এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলকে যাতে সমান খেলার মাঠের সুযোগ দেওয়া হয, তা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। ইডি, আইটি এবং অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির দ্বারা নিযন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। গত কয়েকদিনে, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর, নির্বাচনী বন্ড সম্পর্কে যে তথ্য বেরিয়ে এসেছে তা দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।মল্লিকার্জুন খা।গে বলেছেন, নির্বাচনী বন্ডকে বেআইনি ও অসাংবিধানিক বলে অভিহিত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই প্রকল্পের অধীনে বর্তমান ক্ষমতাসীন দল হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে নিজেদের খাতা পূরণ করেছে। অন্যদিকে ষড়যন্ত্রের আওতায় প্রধান বিরোধী দলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে। যাতে তহবিলের অভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড না থাকে। এটি ক্ষমতাসীন দলের একটি বিপজ্জনক খেলা যা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। এদেশে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হলে সমান খেলার মাঠ থাকতে হবে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী, কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ইডি বিজেপির রাজনৈতিক হাতিযারে পরিণত হয়েছে ঃঅতিশী, কটাক্ষ গোপালেরও

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (ইডি)-র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। তাঁর মতে, ইডি বিজেপির রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। রক্ষাকবচ চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নতুন আবেদন প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার দিল্লির মন্ত্রী এবং এএপি নেত্রী অতিশী বলেছেন, এটা খুবই স্পষ্ট যে, ইডি এখন আর স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা নয়। ইডি হল বিজেপির একটি রাজনৈতিক হাতিযার। এখন বিরোধীদের শেষ করতে ইডি-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। তদন্তের অংশ হতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইডি তলব করছে না, বরং তাঁকে গ্রেফতার করতে - যাতে তিনি নির্বাচনে প্রচার করতে না পারেন।এদিকে, ইডি-র সমালোচনা করেছেন দিল্লির মন্ত্রী গোপাল রাইও। গোপাল বলেছেন, প্রথম দিন থেকেই এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, ইডি জিজ্ঞাসাবাদ নিয়ে মাথা ঘামায় না। গত দুই বছর ধরে প্রশ্ন করা হচ্ছে, হাজার হাজার জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। বারবার সমন পাঠানো হচ্ছে, যাতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে কোনও না কোনও উপায়ে গ্রেফতার করা যেতে পারে। কোনও জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওযার জন্য আদালতে একটি আবেদন করা হয়েছে। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তদন্তে যোগ দিতেও ইচ্ছুক ছিলাম।

গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল রাজ পরিবারও, রাজনীতিতে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির 'রানিমা' ঘোষণার আগেই বিজেপি -তে যোগদান

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ জল্পনা আগে থেকেই ছিল। সেই জল্পনা সত্যি করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের বর্তমান রানি অমৃতা রায়। একইসঙ্গে কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর সহ আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন গেরুয়া শিবিরে।ন্ডলোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের ভোট অঙ্ক রীতিমতো জমজমাট। সেখানে তৃণমূল প্রার্থী করেছে মহুয়া মৈত্রকে। তাঁর বিপরীতে কাকে প্রার্থী করবে বিজেপি? তা নিয়ে রীতিমতো চর্চা তুঙ্গে উঠেছিল। নাম উঠে এসেছিল রানিমা অমৃতাদেবীর।মঙ্গলবারই তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা কালীমন্দিরে পুজো দেন। রাজনীতিতে যোগদানের আগে রানিমা বলেছিলেন, 'আমি রাজনীতির কিছু না বুঝলেও বাংলাকে তুলে ধরার ইচ্ছে রয়েছে।' বিজেপির প্রার্থী হওয়া প্রসঙ্গে অবশ্য কোনও মন্তব্য তিনি করেননি। বলেছিলেন, 'আগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হোক। তারপর এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত মন্তব্য করব।'ন্ডপ্রার্থী নিয়ে এই জল্পনার মধ্যেই তাঁর বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেওয়া আগামীর রূপরেখা অনেকটাই স্পষ্ট করে দিয়েছে বলে মতামত ওয়াকিবহাল মহলের। ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগরে সভা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। যদিও সেই সভা থেকে একবারও মহুয়া মৈত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি তিনি। তাঁর আগে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের কণ্ঠে অবশ্য শোনা গিয়েছিল আক্রমণের সুর।ন্ডমহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে রানিমাকে প্রার্থী করতে চলেছে বিজেপি, তা একপ্রকার দিনের আলোর মতো স্পষ্ট বলে দাবি স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের। যদিও এখনও দিল্লি থেকে বিজেপির তৃতীয় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়নি। গুঞ্জন, বৃহস্পতিবার তা প্রকাশ করা হতে পারে। এখন দেখার সেখানে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রের প্রার্থী কাকে করা হয়।ন্ডপ্রাথমিকভাবে কৃষ্ণনগর থেকে প্রয়াত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় ওরফে জলুবাবুর ছেলে সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী করার কথা ভাবা হচ্ছিল গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে। সূত্রের খবর, তিনি পরবর্তীতে প্রার্থী হতে চাননি। এরপরেই কৃষ্ণনগর রাজবধূর সঙ্গে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব বেশ কয়েকদফা আলোচনা করে। এরপর রাজবধূ প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে জানিয়েছিলেন।ন্ডযদিও এখনও বঙ্গে ২২টি কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি। সেই তালিকায় রয়েছে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রও। মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে কাকে প্রার্থী করে লোকসভার ভোট বৈতরণী পার হতে চায়ছে বিজেপি? এখন তাই দেখার।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২২মার্চ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২২মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৮চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৮চৈত্র মাস মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ৮চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১০মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ৩০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃনিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা হবে
বৃষভ রাশিঃআজকের বিনোদনের মধ্যে খেলাধুলো সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ এবং বাইরের অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।
মিথুন রাশিঃআপনি দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। আপনি যদি বেড়াতে
কর্কট রাশিঃআপনি আপনার শারীরিক সক্ষমতা বজায.রাখতে কিছু ক্রীড়া কার্যকলাপ উপভোগ করতে পারেন। আপনার অফিসের সহকর্মী আজ আপনার মূল্যবান
সিংহরাশিঃকর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিযোগে করে থাকেন
কন্যারাশিঃআপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। বিশেষ জাত আছে এমন
তুলারাশিঃমেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় গর্ভবতী মায়েদের বিশেষ যত্ন অবলম্বন করা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী বকেয়া হয়েছে।
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে
ধনু রাশিঃ আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন হতে পারে আজ
মকর রাশিঃআপনার স্বযত্নলালিত স্বপ্ন সত্যে পরিণত হবে। কিন্তু আপনার উত্তেজনা নিযন্ত্রণের
কুম্ভ রাশিঃবন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ।
মীন রাশিঃস্বাস্হ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন। তবে আপনাকে এটি নিয়ে চিন্তা

উত্তরপাড়ার বি কে স্ট্রিটের মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া, ২১ মার্চ ঃ গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর উত্তরপাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে আতঙ্কে বি কে স্ট্রিটের সাধারণ মানুষ। দুই তলা বাড়ি এক বছরের মধ্যে হয়ে গেছে ৭ তলা! তার পরই বাড়িতে ধরেছে ফটল। জনবহুল এলাকায় বাড়ি ভেঙে পড়ার আশঙ্কায় আতঙ্কে স্থানীয় মানুষরা। সেই বাড়ি ভাঙার নির্দেশ দিয়েছে পৌরসভা। গার্ডেনরিচ কাণ্ডে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে একাধিক মানুষের মৃত্যুর পর রাস্তায় নেমে উত্তরপাড়ার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বি কে স্ট্রিটের বাড়ির মহিলারা প্রতিবাদ জানালেন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ এক বছর আগে একতলা বাড়ি থেকে বর্তমানে সাত তলা নির্মাণ করেছে,পুরসভার বৈধ অনুমতি ছাড়া, ইতিমধ্যেই স্থানীয় মানুষ পুরসভা ,চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট সহ বিভিন্ন দফতরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও এই বিষয় উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব জানান, তারা ইতিমধ্যেই ওই বাড়িটির বেআইনি নির্মাণ এর অংশ ভেঙে ফেলার নির্দেশ জারি করেছেন এবং পুরসভায় একটি হিয়ারিংও ডাকা হয়।এখন মানুষের প্রশ্ন গার্ডেনরিচ ঘটনার পর কি আদৌঘুম ভাঙবে প্রশাসনের? নাকি কয়েকটা প্রাণ চলে যাবার পর তপর হবে প্রশাসন তা শুধুই সময়ের অপেক্ষা!

কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ রায়দীঘিতে

দুরন্ত বার্তা,রায়দীঘি, ২১ মার্চ ঃ মৃথুরাপুর লোকসভা আসনে ভোট হবে আগামী ১লা জুন অর্থাৎ শনিবার। আর তার আগে বৃহস্পতিবার সকালে রায়দিঘী থানার বকুলতলা শখের হাটে রুটমার্চ করলো কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সাধারণ ভোটারদের মনোবল বাড়াতে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঠেকাতে কাজ করছেন এই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এই দিন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে দেখা গেল রায়দিঘী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবর্ষি সিনহা,এস আই প্রশান্ত দাস সহ রায়দিঘী থানার পুলিশ আধিকারিকগণ। রায়দিঘীতে আসা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা জানান এর আগেও পশ্চিমবঙ্গের ভোটে তাদের বহাল করা হয়েছিল, বাংলা ভাষা না জানলেও তারা বুঝতে পারেন। তাই, কাজ করতে ভাষা তাদের কাছে বাধা হবে না। রায়দিঘীর বকুলতলায় এদিন রুটমার্চে থাকা এক বিএসএফের জওয়ান বলেন, ভোটের সময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমাদের মূল কাজ। তাছাড়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যা নির্দেশ দেবেন সেটা আমরা পালন করব।

এনআরসির 'আতঙ্কে আত্মহত্যা' কলকাতার যুবকের, মোদীকে নিশানা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ গোটা দেশজুড়ে লাগু হয়েছে সিএএ। তবে তৃণমূল প্রথম থেকেই এনিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছিল। সিএএর প্রতিবাদে নানা কর্মসূচিও করেছে তৃণমূল। এবার সেই সর্বভারতীয় তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হচ্ছে এনআরসি হলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এই আশঙ্কায় কলকাতার বাসিন্দা এক যুবক আত্মহত্যা করেন। এক্স হ্যান্ডেলে এনিয়ে দাবি করছে তৃণমূল। ওই ব্যক্তির এক মাসির ভিডিয়ো তৃণমূলের পক্ষ থেকে পোস্ট করা হয়েছে। তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ওই ব্যক্তির নাম দেবাশিস সেনগুপ্ত। বারুইপুর পুলিশ জেলার সোনারপুর থানা এলাকার বাসিন্দা তিনি। তার বয়স ছিল ৩৭ বছর। তিনি নেতাজিনগর এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তৃণমূলের পোস্ট করা ওই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, তার এক আত্মীয়া বলছেন, আমার দাদা একা থাকতেন। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতেই ছিল। ফাঁকা বাড়ি। সুইসাইড করেছে। এনআরসি হলে বাংলাদেশে যদি তাড়িয়ে দেয়। সেই ভয়ে থাকত।

চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে জন্ম। প্যানিক অ্যাটাক। ইউটিউবের খবর না দেখার জন্য বলতাম। সব ফেক। কিন্তু শুনত না। তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তীর কাছে গিয়েছিলেন পরিবারের লোকজন। তৃণমূল এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছে, মোদী সরকারের সিদ্ধান্তে বিরাট বিপর্যয়। দেবাশিস সেনগুপ্ত নামে নেতাজিনগরের এক বাসিন্দা আত্মহত্যা করেছেন। সোনারপুর রুরাল হাসপাতালে তাকে মৃত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল। সিএএ আর এনআরসির ফলে তার নাগরিকত্ব চলে যেতে এই আতঙ্কে তার বার বার প্যানিক অ্যাটক হত। তার জেরে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। তৃণমূল লিখেছে, মোদীজি দেখুন ফলাফল কী হল! সিএএ লাগু হয়েছে। একদিকে দেশজুড়ে খুশির জোয়ার। আর অন্যদিকে অনেকেই নানা দোলাচলে ভুগছেন। সিএএ হলে কি তার পরেই এনআরসি হবে? এনিয়ে তাদের মধ্যে নানা অনিশ্চয়তা। ওই যুবকের মাসি জানিয়েছেন, সিএএ যবে থেকে হয়েছে ও বলত মাসি যদি আমায় পাঠিয়ে দেয় বাংলাদেশে। আমার বার্থ সার্টিফিকেট নেই। আমার বাবা যে বাংলাদেশ থেকে এসেছিল আবার যদি সেখানে পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু আমি তো বলতাম তোর তো সব কাগজপত্র রয়েছে। তোকে কেউ তাড়াবে না। তারপরেও সে শুনত না। এদিকে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায়। এদিকে সিএএ নিয়ে ইতিমধ্যেই কার্যত দ্বিধাবিভক্ত গোটা দেশ। আর এই ঘটনা যেন নতুন করে শোরগোল ফেলে দিল।

গার্ডেনরিচে বহুতল, রাজ্যের রিপোর্ট চাইল হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ

গার্ডেনরিচের নির্মীয়মাণ বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, রাজ্য সরকারের কাছ থেকে তার রিপোর্টও চেয়েছে আদালত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে হলফনামা দিয়ে ওই বিষয়ে খুঁটিনাটি জানাতে হবে। বৃহস্পতিবার হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি ছিল। তাতে কলকাতা হাই কোর্ট মন্তব্য করে পাঁচ তলা বহুতল প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গড়ে উঠেছে বলে মনে হয় না। বৃহস্পতিবার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, 'শুনলাম বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর উদ্ধারকার্য বন্ধ করে দিয়েছে। ধ্বংসস্তূপে আর কেউ আটকে থাকলে কী হবে? প্রতিটি পঞ্চায়েত, পুরসভার একটি করে নজরদারি কমিটি থাকা দরকার। ওই এলাকায় এমন আরও প্রায় ৫০টি বেআইনি নির্মাণ রয়েছে। এই বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চান মামলাকারী। বিচারপতি বলেন, 'বেআইনি নির্মাণ আটকাতে আইন থাকলেই হবে না, তা বলব করার মতো পরিকাঠামোও থাকতে হবে। গুলি ছাড়া বন্দুক দিয়ে সৈন্যদের সীমান্তে যুদ্ধে পাঠিয়ে কী লাভ?'' পাশাপাশি এই মামলায় প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, তারা যখন স্কুটার বা জিপে করে কোনও এলাকা পরিদর্শনে যায়, তাদের মারধর করা হয়। পরিকাঠামো না থাকলে তারা কী করবে? মনে করুন, আপনি প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে অর্ধেক লরি ভর্তি বালি, এক লরি ভর্তি ইট নিয়ে এসে নির্মাণস্থলের সামনে রাখলেন। কিছু ক্ষণের মধ্যে কাউন্সিলরের গুপ্তচর চলে আসবেন। আর অনুমতি না থাকলে অনেক সময় কেউ আসেও না।'' উচ্চ আদালত জানিয়েছে, গার্ডেনরিচে বহুতল ভেঙে পড়ায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের পুনর্বাসন নিয়ে সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, হলফনামার আকারে তা জানাতে হবে আদালতকে। সরকারের উদ্দেশে আদালতের পরামর্শ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ছাড়াও আপাতত কয়েক দিন খাবার সরবরাহ, রেশন সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা বা।ি হারিয়েছেন, তাঁদের জন্য তাঁবুর বন্দোবস্ত করতে বলেছে আদালত। আগামী ৪ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।গার্ডেনরিচ এলাকায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেন বিজেপি নেতা রাকেশ সিংহ। মামলাকারীর বক্তব্য ছিল, গার্ডেনরিচে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

হাওড়ার সাঁকরাইলে প্রচারে বাম প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ হাওড়ার সাঁকরাইলে প্রচারে বাম প্রার্থী। বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া লোকসভা কেন্দের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী আইনজীবী সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাওনার সাঁকরাইলে মৌড়িগ্রাম এলাকায .প্রচার করেন। তিনি পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন। ভোট প্রার্থনা করেন। প্রচারে বামেদের দাবি, দেশের সরকার বদলের এই ভোটে বিজেপির বিকল্প বামেরাই। সংসদে মানুষের কথা বলার লোক চাই। মানুষের কাছে সেই বার্তা তুলে ধরা হচ্ছে। অন্যদিকে, এদিন এর পাশাপাশি প্রয়াত ছাত্রনেতা স্বপন কোলের গ্রামে যান সব্যসাচীবাবু। স্বপন কোলের আঃদুলের প্রভু জগদ্বন্ধু কলেজের শহীদ বেদী জল দিযে.ধুযে.পরিস্কার করে মাল্যদান করেন তিনি।

হাওড়ায় দশ চাকার লরিতে হঠাই আগুন, ব্যাপক যানজট

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দশ চাকার মোবিল ড্রাম বোঝাই লরিতে হঠাই আগুন লেগে বিপত্তি। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার ১৬নং জাতীয় সড়কে জঙ্গলপাড়ার কাছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ছুটে আসে। প্রায় ঘন্টা চারেক বাদে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে। দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে কি ভাবে আগুন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আগুনের জেরে বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড। দমকল সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোর ৪-৩৫ নাগাদ ওই আগুন লাগে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। সকালে সোয়া আটটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। ওই দশ চাকার লরিতে প্রায় ৮০ হাজার লিটার মোবিল ড্রাম ছিল। অনুমান, ওই ড্রাম ফেটে প্রবল বিস্ফোরণে আগুন ধরে যায়। জ্বলতে থাকে লরিটি। ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে আদালতে সাজা ঘোষণা হল এক ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে আদালতে সাজা ঘোষণা হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার দোষী লক্ষ্মীকান্ত মাইতি ওরফে লোকোকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ১ বছরের সাজা ঘোষণা করেন হাওড়া দেওয়ানী, ফৌজদারি ও দায়েরা আদালতের পকসো কোর্টের স্পেশাল বিচারক সৌরভ ভট্টাচার্য। এই মামলায় সরকারি আইনজীবী ছিলেন মুখ্য সরকারী আইনজীবী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটে গত ২০১৫ সালের ২২ জুন। ওইদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ প্রায় ৫ বছরের এক নাবালিকা তার বাবাকে ডাকার জন্য বাইরে গিয়েছিল। তখন লোকো ওই নাবালিকাকে বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসে। বাড়িতে নিয়ে এসে লোকো ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে। এদিকে দীর্ঘক্ষণ মেয়ে বাড়িতে না আসায় মেয়ের খোঁজে বের হন নাবালিকার মা। খুঁজতে খুঁজতে তাকে দোষীর বাড়িতে মেয়ের খোঁজ পান। সেখান থেকে মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসেন। পরে এই ব্যাপারে সাঁকরাইল থানায় অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে লোকোকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর মামলা চলে মামলায় মোট ৮ জন সাক্ষ্য দেন। অভিযুক্তকে পকসো মামলার ৬ ধারায় মামলা করা হয়। দীর্ঘ ৮ বছর মামলা চলার পর বৃহস্পতিবার অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করেন বিচারক।

লোকসভার ভোটে অশান্তি রুখতে জোরকদমে নাকা চেকিং

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২১ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারির পাশাপাশি নববারাকপুর থানার উদ্যোগে চলছে সর্বত্র নাকা চেকিং পয়েন্ট। নববারাকপুরের শহরে ঢোকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সাজিরহাট মোড়ে এবং বিএড কলেজ মোড়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জোরকদমে চলছে নাকা চেকিং পয়েন্ট। নববারাকপুর থানার পুলিশ সর্বত্র নজরদারি চালাচ্ছে। যানবাহন গাড়ির চেকিং এর পাশাপাশি সন্দেহজনক মানুষদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন থানার কর্তব্যরত পুলিশরা। থানার ওসি সুমিত কুমার বৈদ্য জানান ভোটে কোনও অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না, অশান্তি রুখতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার তার সবটাই নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান দের দিয়ে ও এলাকায় রুট মার্চ করানো হচ্ছে। ভোটে যাতে কোনও অশান্তির ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে থানার পুলিশ।

রাজনৈতিক দলের কাছে ৬টি প্রস্তাব নেতাজি চেতনা মঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ বিজেপি, কংগ্রেস তথা দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে এক বিশেষ অনুরোধ জানাল 'নেতাজি চেতনা মঞ্চ' নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন। ওই সংগঠনের পক্ষ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তেহারে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কিত ৬টি প্রস্তাব উত্থাপনের আবেদন জানানো হয়েছে।

৬টি প্রস্তাবের একেবারে শুরুতেই রয়েছে, ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনটি যেন জাতীয় ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয়ত, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দের শহিদদের যথাযথ মূল্যায়ন ও ন্যায়বিচারের জন্য প্রচেষ্টা করা, পাশাপাশি বিষয়টিকে একাডেমিক পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। তৃতীয়ত, বিচারপতি মুখার্জি কমিশনের রিপোর্টটি জাতীয .ও আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞদের দ্বারা সম্পন্ন করা হোক। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নেতাজির গোপনীয. ফাইলগুলি থেকে এখন এটা এখন স্পষ্ট যে, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইওয়ানে কোনও বিমান দুর্ঘটনা ঘটেনি এবং সুভাষ চন্দ্র বসু কোনও বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাননি। নেতাজি তদন্তের বিচারপতি মুখার্জি কমিশন

(ভারত সরকার কর্তৃক) নিজস্ব রিপোর্টে একই বিষয়টি লিখেছেন। আমরা দাবি করছি, উক্ত রিপোর্টটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনজ্ঞদের দ্বারা সম্পন্ন করা হোক।

চতুর্থত, প্রকাশ্যে আসা নেতাজি ফাইল থেকে এটি পাওয়া গিয়েছে যে, সুভাষ চন্দ্র বসুর তথাকথিত স্ত্রী এমিলি এবং কন্যা অনিতা পাফ সুভাষ চন্দ্র বসুর সঙ্গে আইনগত ভাবে যুক্ত নয়। তাই সমস্ত সরকারি স্তরে স্ত্রী ও কন্যার নাম মুছে ফেলা নিশ্চিত করা হোক। পঞ্চমত, নেতাজির উপর সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, সুভাষ চন্দ্র বসু সম্পর্কিত সমস্ত ফাইলকে প্রকাশ করতে হবে। ষষ্ঠ, আজাদ হিন্দ সরকারের আসল আইএনএ স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিলিপি স্থাপনের প্রস্তাব। প্রতি বছর ২১ অক্টোবর দিনটি আইএনএ দিবস হিসেবে পালন।

হুগলিতে তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে পাল্টা অ্যাটাক মোডে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম প্রধান মহিলা মুখ লকেট

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২১ মার্চ ঃ এককালে দু'জনে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। কিন্তু এখন সেসব অতীত। লোকসভা ভোটের রণাঙ্গনে এখন

যুযুধান দুই পক্ষ। একজন হুগলির বিদায়ি সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। অন্যজন ভোট রাজনীতিতে নবাগতা ছোট পর্দার 'দিদি নম্বর ওয়ান' রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট ময়দানে কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ দুই ফুলের প্রার্থী কেউই। রচনা যেমন ভোটের প্রচারে বেরিয়ে একেবারে অল আউট অ্যাটাক শানিয়েছেন লকেটের দিকে। বিদায়ি সাংসদ নাকি পাঁচ বছরে এলাকায় কিছুই করেননি, শুধু ভোটের সময় প্রচারে দেখা যাচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলতে দেখা গিয়েছে রচনাকে। আর তা শুনেই পাল্টা অ্যাটাক মোডে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম প্রধান মহিলা মুখ লকেটও। রচনার খোঁচায় লকেটের পাল্টা জবাব, 'কি কাজ করেছি, তা আমি জানি। যে আমার কাছে চাইবেন, তাঁর কাছে রিপোর্ট কার্ড দেখিয়ে দেব।' উল্টে বাংলায় তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ১৩ বছরে কী কী কাজ হয়েছে, তার একটি রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল লকেট চট্টোপাধ্যায়। বিদায়ি সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থীর খোঁচা, ' কিছু জানেন না, নতুন এসেছেন রাজনীতিতে।' বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য, রচনাকে যা শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তিনি সেরকমভাবেই কথা বলছেন। লকেট বলেন, 'এটা কোনও রিয়েলিটি শো নয়। এটা প্র্যাক্টিক্যাল। মানুষের সমস্যার কথা শুনতে হবে।' প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফায় অর্থা ২০ মে ভোট রয়েছে হুগলিতে। সেখানে মুখোমুখি লড়াই বিজেপির লকেট চট্টোপাধ্যায় বনাম তৃণমূলের রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

বেআইনি বহুতল নির্মাণ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সব্যসাচী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পরেই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন সব্যসাচী দত্ত। বিধাননগরের মেয়রের বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দেগেছেন তিনি। বিধাননগর দুটো ওয়ার্ড মিলিয়ে তিনশোর উপর বেআইনি বাড়ি! অভিযোগ করলেন বিধাননগরের পুরসভার চেয়ারম্যান। সম্প্রতি গার্ডেনরিচে বেআইনি বহুতল ভেঙে প্রাণ হারিয়েছেন দশজন। ঘটনায় বোরোর ইঞ্জিনিয়ারদের আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ফিরহাদ। তার মধ্যেই এবার বেআইনি বহুতল নির্মাণ নিয়েবিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সব্যসাচী দত্ত। জানালেন, বিধাননগরে মাত্র দু'টি ওয়ার্ডে তিনশোর বেশি বেআইনি বাড়ি রয়েছে। যা হয়েছে বর্তমান মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীর আমলে। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন কৃষ্ণা। জানিয়ে দিয়েছেন,

তাঁর আমলে কোনও বেআইনি বাড়ি হয়নি। মিথ্যে অভিযোগ করছেন সব্যসাচী। যদিও প্রাক্তন এবং বর্তমান মেয়রের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ ঘিরে রীতিমতো সরগরম বিধাননগরের রাজনীতিও। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, সব যে আইন মেনে হয়েছে তেমনটা নয়। বেআইনি বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করতে যিনিই পদে থাকুন তাঁকে আরও কড়া হতে হবে। প্রসঙ্গত, গার্ডেনরিচের বহুতল বিপর্যয় নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। প্রাণ গিয়েছে ১০ জনের। প্রশ্নের মুখে পুরসভার ভূমিকা। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেআইনি নির্মাণের খবর আসছে। সেই বিতর্কে ঘি ঢালল সব্যসাচীর এহেন মন্তব্য, মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ই-সিগারেট বা ইলেকট্রনিক সিগারেট জাতীয় নেশাজাত সামগ্রীর উপরে নিষেধাজ্ঞা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ই-সিগারেট বা ইলেকট্রনিক সিগারেট জাতীয় নেশাজাত সামগ্রী ব্যবহারের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই ধরনের সামগ্রী যারা ব্যবহার করছেন তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় থাকা কোন স্টেশনারি দোকানে এই ধরনের উত্তেজনামূলক নেশার সামগ্রী বিক্রী বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

শেড থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ মার্চ ঃ শেডে কাজ করার সময় পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত শ্রমিকের নাম মোহম্মদ মোস্তফা ওরফে কালু (৫২)। তিনি বাঁকড়া নিউ মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার তিনি ডোমজুড় থানা এলাকার জ্বালান কমপ্লেক্সের তিন নম্বর গেটের কারখানার শেডে কাজ করছিলেন। তিনি ড্রিলের কাজ করছিলেন। কাজ চলাকালীন অসাবধানতা বশত হঠাই তিনি ওপর থেকে নিচে পড়ে যান। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

আইপিএস আধিকারিক দেবাশিষ ধর ইস্তফা দিয়েছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ কম্পালসরি ওয়েটিং এ থাকা আইপিএস আধিকারিক দেবাশিষ ধর তার দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার কাছে তিনি আজ ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। তিনি ব্যাক্তিগত কারনেই পদত্যাগ করেছেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য আয়ের বিরুদ্ধে সামনজস্যহীন সম্পত্তির মামলায় তদন্ত করছিল সিআইডি।

বাসন্তীতে পথ দূর্ঘটনা, মৃত ১

দুরন্ত বার্তা,সুন্দরবন,২১ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার সকালে পথ দূর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটলো এক মোটর সাইকেল আরোহীর সুন্দরবনে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, বৃহস্পতিবার সকালে সু ন্দরবনের বাসন্তীর আমঝাড়া এলাকায় বোলেরো গাড়ির ধাক্কায় নিহত হলেন এক মোটরসাইকেল আরোহী। আহত একজনের অবস্থা গুরুতর। তাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা এলাকায় বাসন্তী হাইওয়ের উপরে। নিহত ও আহতরা একটি মোটর সাইকেলে করে সরবেড়িয়া থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসছিল। অন্যদিকে, বোলেরো গাড়িটি সরবেড়িয়ার দিকে যাচ্ছিল।

'কোনও ছাত্রীর সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট থাকলে তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে'

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২১ মার্চ ঃ সামাজিক মাধ্যমে কোনও ছাত্রীর অ্যাকাউন্ট থাকলে তাকে স্কুল থেকে বার করে দেওয়া হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নিল বারাসতের কালীকৃষ্ণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী সেনগুপ্ত পড়ুয়াদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানান, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও এক্স হ্যান্ডেল-সহ তিন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ছাত্রীর কোনও অ্যাকাউন্ট থাকবে না। এই কথা অমান্য করলে বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীকে বের করে দেওয়া হবে। প্রধান শিক্ষিকার এই নির্দেশ জানার পরেই আলোড়ন পড়ে যায়। ছাত্রীদের একটা বড় অংশই অবশ্য এই ব্যাপারে প্রধান শিক্ষিকার পাশে দাঁড়িয়েছে। হোয়াটস-অ্যাপ গ্রুপে প্রধান শিক্ষিকার এই নির্দেশ পাওয়ার পরেই যাদের অ্যাকাউন্ট ছিল, তারা তড়িঘড়ি অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে। তবে বড়দির পদক্ষেপে তারা যে কেউ অখুশি নয়, সেটাও জানিয়ে দেয়। ক্লাস নাইনের এক ছাত্রী বলে, ঠিক কাজ করেছেন বড়দি। আমাদের মতো ছোট বয়সে কারও সামাজিক মাধ্যমে অ্যাকাউন্ট থাকা উচি নয়। তবে তার কেন অ্যাকাউন্ট ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে ওই ছাত্রী বলে, কতটা ক্ষতি হতে পারে আমি বুঝতে পারিনি। ছোট ছিলাম।

ভর দুপুরে আগুন দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলিবাগানে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ ভর দুপুরে দক্ষিণ কলকাতার এক রেস্তোরায় অগ্নিকান্ড। এলাকায় হুলুস্থুল কান্ড। কিন্তু আগুন তেমন বড় ছিল না অল্পের জন্য রক্ষা পেলো এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুরে। গাঙ্গুলিবাগানের গোলঘর ক্লাবের পাশে মেন রাস্তার ঘেষা একটা রেস্টুরেন্টে। এর পরেই স্থানীয় মানুষ খবর দেয় দমকলে। তারা এসে আগুন আয়ত্তে আনে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। তবে পুড়ে ছাই হয়ে যায় রেস্টুরেন্টের সবকিছু। দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। হতাহতের কোনো খবর নেই। তবে রেস্তরায় আগুন মানেই গ্যাস সিলিন্ডার থাকার সম্ভবনা। তাই বড়সর কিছু ঘটতেই পারত। এদিকে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এত সহজে পার পাবেন না সাহেব, গার্ডেনরিচ-কাণ্ডে মন্তব্য তথাগতর

কলকাতা, ২১ মার্চ ঃ গার্ডেনরিচ-কাণ্ডে ফের মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, মিনি-পাকিস্তানে বাড়ি ধ্বসে বহু প্রাণহানি হয়েছে, আরো কিছু হবার অপেক্ষায়। এই ব্যাপারে মেয়র সাহেব নিজের সতীর্থ কাউন্সিলারকে (যিনি বহুমূল্য কুন্তাচ-মার্টিন গাড়ি চড়েন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন?) বাঁচাবার জন্য এক বেচারা সাব-এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারকে যাচ্ছেতাই গালাগালি করেছেন। এত সহজে পার পাবেন না, সাহেব ! পিকচার অভি বাকি হ্যায়। প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে গার্ডেনরিচের আজহার মোল্লা বাগানে এলাকায় ঝুপড়ির উপর ভেঙে পড়েছিল নির্মীয়মাণ বহুতলের একাংশ। ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকে পড়েছিলেন বহু মানুষ। সেদিন রাত থেকে উদ্ধার কাজে নামে এনডিআরএফ। এরপর একে একে উদ্ধার হয়েছে ১০ মৃতদেহ। উদ্ধারকারী ধ্বংসস্তুপ থেকে শেষ মৃতদেহটি বের করে এনেছিলেন মঙ্গলবার রাতে। বুধবার সন্ধ্যায় গোটা এলাকাটি কলকাতা পুরসভার হাতে তুলে দিয়েছে এনডিআরএফ।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election-2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Banshihari-PS" NIQ No: DDED/NIQ-55 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election-2024--- Electrical works --- For 1 Accommodation Centre under Balurghat-PS." NIQ No: DDED/NIQ-56 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১১২ সংখ্যা, শুক্রবার, ৮ চৈত্র, ১৪৩০

বিএনপি'র ভারত বিরাধিতা

যে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়তে ভারতীয় সেনারা পূর্ব পাকিস্তান অধিকার করে বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পথকে সুগম করে দিয়েছিল সেই স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেতা এখন ভারতীয় পণ্য বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল হিসাবে সবার কাছে পরিচিত বিএনপি দল। তার সঙ্গে আরও ভোট বড় বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল রয়েছে জোটবদ্ধ হয়ে। তারা এবারে ভারত বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপি ভারত বিরোধিতা করে ভারতীয় পণ্য বর্জনের জিগির তুলতে শুরু করে দিল। পিএনপি দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিরোধী দল বিএনপি এবারে ভারতের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে। তিনি ভারত বিরোধিতা করে বলেছেন বাংলাদেশকে স্যাটেলাইট রাষ্ট্রে পরিণত করেছে ভারত। ভারতের জনগণ যেন আজকে ডিজিটাল ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের বর্তমান সরকারী দল বাংলাদেশকে স্যালেটাইট দেশে পরিণত করার চেষ্টা করছে। আওয়ামি লিগের দুই নেতা এবং মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং হাছান মাহমুদ সম্প্রতি স্বীকার করেছেন যে তাঁরা বারে বারে ক্ষমতায় এসেছে অবৈধভাবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ উপেক্ষা করে বারে বারে বাংলাদেশের ওপরে হস্তক্ষেপ করেছে ভারত। সেই জন্য বাংলাদেশের মানুষ ভারতের ওপরে ক্ষিপ্ত। বাংলাদেশকে ভারত বিরোধী করে তোলার পিছনে পাকিস্তান এবং চিন কৌশল কাজ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। চিন অতীতেও নেপাল, শ্রীলঙ্কা এবং মলদ্বীপে ভারত বিরোধী কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। এখানেও চিন সেই চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত বিরোধী বাংলাদেশ গড়া হলে ভারত যে নিরাপত্তা দিক দিয়ে অভাব বোধ করবে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে চিন এবং পাকিস্তানের কাছে। সেই কারণে চিন এখন ধীরে ধীরে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের মধ্যে চিন তাদের ব্যবসাকে প্রসারিত করার চেষ্টা করছে। ভারতীয় পণ্য যে বাজার এতকাল ধরে রেখে দিয়েছিল সেই বাজারে চিন এখন তাদের পণ্য বেচার প্রচেষ্টা করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশকে আর্থিক এবং প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে চিন সরকার। তার ফলে বাংলাদেশ বেশ খানিকটা চিনের দিখে ঝুঁকে পড়েছে। যদিও ভারতকে এখন অস্বীকার করতে পারেনি। ভারত বরাবরবরই বাংলাদেশের বিপদের সময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। যা বিশ্বের কোনও রাষ্ট্র এখন বাংলাদেশের জন্য এতটা করেনি। বিএনপি সহ এবারে ৬৩টি দল বাংলাদেশের নির্বাচনকে বয়কট করেছিল। তার ফলে একাই আওয়ামি লিগ দল জয় হয়ে সরকার গঠন করে। এদিকে রিজভির কাণ্ডে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। দিন কয়েক আগে বাংলাদেশের বিরোধী দলের নেতা এবং নীতি নির্দ্ধারক কমিটির সদস্য আব্দুল মইন খান ভারতের কাছে আবেদন রেখেছিলেন বাংলাদশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে যেন ভারত পাশে এসে দাঁড়ায়। একাত্তরের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে ভারত যেভাবে বাংলাদেশের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে ভারতের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার লড়াইকে সফল করতে ভারতের সহযোগিতা চেয়েছিলেন তিনি। এদিকে বিএনপি দলের সদস্যরা বলেছেন ভারত বিরোধিতা করে কোনও সভা ডাকা হয়নি।।

নজরদারি বৃদ্ধি পাচ্ছে

লোকসভার নির্বাচন সমানেই। নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার নাম করে যেভাবে সর্বত্র নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে একটি অবিশ্বাসের একটি বাতারণ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। বিশ্বাস বলে একটি শব্দ চালু ছিল। তা অচিরেই লোপ পেতে শুরু করে দিয়েছে। সভ্যতা যত এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ততই অবিশ্বাস ক্রমশ মনের মধ্যে দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে সিসি ক্যামেরা ল্যগানো রয়েছে। এটা অবিশ্বাস থেকেই এই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করার ওপরে ক্রমশ মানুষ ঝোঁক দিতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ বা সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাবস্থা গ্রহণ করার মধ্যে যুক্তি সংগত কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তারপরে যেভাবে গেপাস্যাসের মধ্যে নজরাদির প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল যা নিয়ে সরকার এখনও চুপ করে বসে রয়েছে। এখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধরন পাল্টাতে শুরু করে দিয়েছে। প্রযুক্তি সাহায্যে এই ধরনের কাজ সহজ হতে শুরু করেছে। সেই জন্য নজরদারি ব্যবস্থা বিস্তৃতহতে শুরু করেছে। সরকারে প্রতিটা পদক্ষেপ আইন মাফিক করা হচ্ছে। ভারতে বর্তমান যেসব আইন রয়েছে সুরক্ষার নামে তা কিন্তু আসলে ঔপনিবেশিক আইন। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পরও এই সব আইন পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল না? আজকে ভারববাসীরা আতঙ্কিত হতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারত ক্রমশ নজরদারি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে। তার শিকড় বোপন করা হয়েছিল স্বাধীনতা লাভ করার কয়েক বছর পড়ে। সেটা এখন আরও বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করেছে। স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কী লেখা হচ্ছে তার দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করা হয়েছে। মানুষ কী খচ্ছে,. কী পড়ছে, কীভাবে চলছে কার সঙ্গে কথা বলছে তার নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে । রাষ্ট্রকে সুরক্ষিথ রাখতে চলছে সর্বত্র নজরদারি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

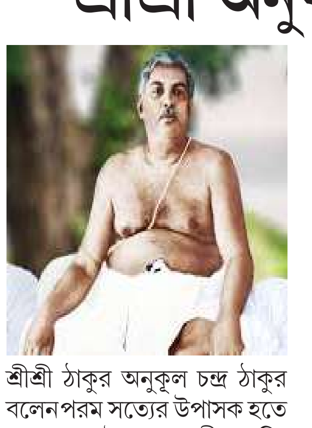

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেনপরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই মা ভবানীর শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সভ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেঅ অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

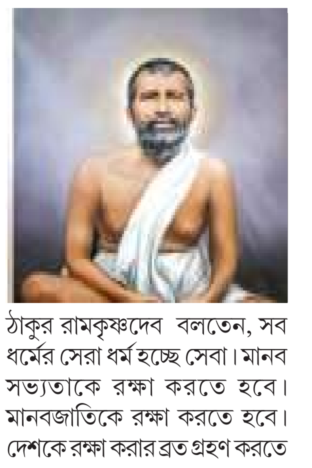

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। ধর্ম করলে চলবে না। ধর্ম থেকে আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। শুধু পুজো করলে চলবে না। পুজোর মধ্যে দিয়ে মানব সেবাকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানুষ মহান হতে পারবে। মানুষ নিজের জীবনটাকে শ্রেষ্ঠ করতে পারবে। ধর্ম কর্ম করলে মনটা শুদ্ধ থাকে। পবিত্র থাকে। মনটাকে পবিত্র করতে হবে। শুদ্ধ করতে হবে। জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি।

আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ কি সমাধানের পথে?

রবীন্দ্র কুমার শীল

এদিকে ভারতের লোকসভার নির্বাচন। প্রধানমন্ত্রী মোদি বেনারস কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। ইতিমধ্যে ভারতের লোকসভার নির্বাচন নিয়ে প্রস্তুতি যখন শুরু হয়ে গিয়েছে তখনই রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। তারপরেই ফোন এসে উপস্থিত হল ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বারবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে কিভতে আমন্ত্রণ করেছেন। লোকসভার নির্বাচন মিটে যাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ইউক্রেন সফর করার ব্যাপারে আবেদন করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন মোদির সঙ্গে কথা বলে ক্রেমলিন তাঁর সফর করার ওপরে জোর দিয়েছেন। রাশিয়া এবং ইউক্রেন এখন ভারতের মধ্যস্থতা করার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যুদ্ধের মধ্যেই দক্ষিণ এবং পূর্ব ইউক্রেনের রাশিয়া ভোট করে নিয়েছে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে সেখানকার বাসিন্দারা রাশিয়ার অধীনে থাকার পক্ষে মত দিয়েছে। রাশিয়কে সমর্থন দিয়েছে তারা। যাক ফলে নেটো এখন পর্যন্ত কোনও রকমভাবে সেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। ইউক্রেন ভাগাভাগিকে মেনে নিতে নারাজ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি বারবার বলতে শুরু করেছেন একটি সময়ে আবার ইউক্রেন সেনারা রাশিয়ার অধিকৃত তাদের অংশকে দখল করে নেবে। অখণ্ড ইউক্রেন আবার সংগঠিত হবে এবং ঐক্যবদ্ধ হবে। জোর করে রুশ সমর্থন আদায় করতে শুরু করে দিয়েছে ক্রেমলিন। এই রকম পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ফলে দুই রাষ্ট্র প্রধান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করেছেন। তাঁরা বলতে শুরু করেছেন যে ভারত রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শান্তির দূত হিসাবে ভারত এগিয়ে এসে যুদ্ধ থামাতে পারে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বিপদে পড়ে গিয়েছেন। তিনি আগেই ইউক্রেনের যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। তার ফলে রাশিয়া এখন নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হওয়ায় বহু প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। সেখানে ভারতের সাহায্য পাওয়া দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। এদিকে মার্কিন সংবাদপত্র প্রকাশ করে দিয়েছে যে ভারতের প্রধানমনন্ত্রী পুতিনকে অনুরোধ করেছিলেন পরমানু অস্ত্র ব্যবহার না করতে। তারপরে সেই খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে রাশিয়ার পুতিন গর্জে উঠলেন যে রাশিয়া কোনও সময়ে বলেনি যে পরামনু অস্ত্র ব্যবহার করবে না। প্রয়োজন হলে রাশিয়া পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করতে পিছু পা হবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছিলেন পুতিনকে একবারই একটি কথা। সেই কথাটা হচ্ছে এখন যুদ্ধের সময় নয়। সেই কথায় কেউই কর্ণপাত করছে না। যদিও চিন বেশ খানিকটা সংযত হয়েছে। তারা তো তাইওয়ান আক্রমণ করতে প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিল। কিন্তু চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং তাইওয়ান আক্রমণ করতে এখন রাজি নন। তার ফলে শুধু মাত্র ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করেই সেখানেই চিন ক্ষান্ত হয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে চিনের লড়াই করিয়ে দেওয়ার জন্য পাকিস্তনের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই কম চেষ্টা করেনি। ভারত চিন সমান্তে সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করার পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হাত ছিল। এমনকী দিল্লির সীমান্তে কৃষক জমায়েতের ব্যাপারে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে সেখানেও পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা এবং খলিস্থানপন্থীরা সক্রিয়ভাবে ভারত বিরোধী কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিল। যার ফলে দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিঘ্নিত হতে পারে মত দেওয়ার পরে কৃষক আন্দোলনের ফলে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তিন কৃষি বিল প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সামনে লোকসভার নির্বাচন সেই কারণে প্রধানমমন্ত্রী মোদি এখনই আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারছেন না। তবে লোকসভাব . নির্বাচন পর্ব মিটলে গেলে নয়া

সরকার প্রতিষ্ঠা হলে তখন প্রধানমন্ত্রী মোদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে একত্রীকরণ করা যায় কিনা। বিবাদমান দুই রাষ্ট্রপ্রধানকে এক টেবিলে বসিয়ে সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী মোদি। ইউক্রেন বারবার ভারতের হস্তক্ষেপকে বেশি করে গুরুত্ব দিতে শুরু করে দিয়েছিল। জাপানে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির কথাও হয়েছিল। সেখানে মোদি একটি কথাই বারবার বলেছেন আগে যুদ্ধ থামাতে হবে। অস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। তার পরে শান্তির কথা ভাবতে হবে। রাাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের সঙ্গে হামাস ইজরায়েল যুদ্ধকে মিলিয়ে দিলে চলবে না। ইজরায়েল যুদ্ধ করছে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে। ইজরয়েল যুদ্ধ করছে না প্যালেস্টাইনদের বিরুদ্ধে। প্যালেস্টাইরা হামাসকে আশ্রয় দিয়েছে। গাজায় সুড়ঙ্গ তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছে। ইজরায়েল ধ্বংস করার ছক কষতে শুরু করে দিয়েছিল হামাসরা। সেখানে প্যালেস্টাইনরা কোনও প্রতিবাদ করেনি। তারা হামাসের ব্যাপারে চুপ করেছিল। আজকে যখন ইজরায়েল হামাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে তখন প্যালেস্টাইনীদের মানব ঢাল করে হামাস জঙ্গিরা আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করছে। এটা ইজরায়েল মেনে নেবে না। সেই কারণে ভারত ইজরায়েল হামাস যুদ্ধে ব্যাপারে ইজরায়েলকে সমর্থন করতে শুরু করেছে আবার প্যালেস্টাইন নাগরিকদের জীবন রক্ষা করতে ভারত মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছে। তার ফলে এটা পরিস্কার হয়ে গেল ভারত জঙ্গি আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে যেসব রাষ্ট্রগুলি সক্রিয় থাকবে তাকেই সমর্থন করবে। এদিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে আবার জয়ী হওয়ার ফলে পুতিনকে প্রধানমন্ত্রী অভিনন্দন জানান। তখনই পুতিন ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার আবার নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করার কথা উঠে। ভবিষ্যতে এক জোট হয়ে কাজ করার ওপরে জোর দেওয়ার অঙ্গীকার করেন পুতিন এহং মোদি। ভারতের লোকসভার নির্বাচনের পর এদিকে জেলেনস্কিও প্রধানমন্ত্রী মোদিকে কিভে আমন্ত্রণ করেছেন।

এই মূহূর্তে অতর্জাতিক রাজনীতি থেকে শুরু করে কূটনীতিতে ভারত বেশ মর্যাদাপুর্ণ স্থানে অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে রাষ্ট্রপঞ্জে ভারত এখন দাবি করতে শুরু করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জকে ঢেলে সাজাতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদের সেই গতানুগতিক পদ্ধতি আর চলবে না। যুগের পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। তার আগে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে 'লিগ অব নেশন' তৈরি হয়। কিন্তু সেই 'লিগ অব নেশন' ভেঙে গিয়েছিল শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি এই সংস্থার কথাকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে। তার ফলে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ দেখা দিয়েছিল। এবারে যেভাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবগুলোর ওপরে ভেটো দিতে শুরু করেছে স্থায়ী নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা তাতে মনে হচ্ছে রাষ্ট্রপুঞ্জ শুধু নামেই চলছে। তার কোনও কার্যকলাপকে গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। শক্তিশালী বা ধন শালী রাষ্ট্রগুলোর বিরদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারছে না। যার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে ইউক্রেন দেশটাকে দুটো ভাগে ভিক্ত করে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে যে রকমভাবে জার্মানকে দুটি ভাগে ভারত করে রাশিয়া এবং আমেরিকার অধিকারে রেখে দিয়েছিল ঠিক সেই রকম পরিস্থিতি এখন ইউক্রেনের লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে পূর্ব জার্মান রাশিয়ার দখলে চলে যায়। তার সঙ্গে যুগোস্লাভাকিয়া, রুমানিয়া, পোলাণ্ড এবং চেকোশ্লাভাকিয়া রুশ দখলে ছিল। আর আমেরিকার দখলে ছিল পশ্চিম জার্মান। বার্লিননের দেওয়াল তখন পূর্ব এবং পশ্টিম জার্মানদের ভাগ করার পাঁচিল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। জার্মানরা এই ভাগ মন প্রাণে মেনে নিতে পারেনি। মনের দিক দিয়ে ভাগ হয়নি। পশ্চিম জার্মান এবং পূর্ব জার্মানের নাগরিকেরা অপেক্ষা করতে থাকে সময়ের জন্য। রাশিয়ায় যখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে উপস্থিত হলেন গর্ভাচভ তখন তিনি পরিস্কার করে বুঝতে পারলেন আর ধরে রাখা যাবে না তাদের অধিকৃত দেশগুলিকে। সেই কারণে তিনি তাদের স্বাধীন করে দিলেন। পূর্ব জার্মান তখন পশ্চিম জার্মানের সঙ্গে মিশে একটি জার্মানে পরিণত হল। এই সব ছিল মিত্র শক্তি আর এবং রাশিয়ার খেলা। সেই খেলায় মরতে বসেছিল সাধারণ নাগরিকেরা। আমেরিকার সেহ সময়ে রাশিয়ার হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করতে তৈরি করলো ন্যাটো গোষ্ঠী। এই ন্যাটো গোষ্ঠী আবার ন্যাটো বাহিনী তৈরি করলো রাশিয়ার হাত থেকে গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে রক্ষা করার জন্য। রুশ প্রেসিডেন্ট গর্ভাচভের সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে রাশয়ার অধিকৃত বহু দেশ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে শুরু করেছে। তার ফলে রাশিয়াতে এসে উপস্থিত হল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রথা পদ্ধতি। রাশিয়য়ার কমিউনিস্ট পার্টির পতন ঘটলো। সেখানে সরাসরি নির্বাচনে করার প্রবণতা দেখতে পাওয়া গেল নাগরিকদের মধ্যে। রাশিয়ার অধিনস্থ বেশ কয়েকটি প্রদেশ রুশ প্রভাব থেকে বের হয়ে এলো। যার ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রভাব আন্তর্জাতিক স্তরে কাজ করতে পারে না। এবারে কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আবার সেই ঠান্ডা যুদ্ধকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। তিনি ইউক্রেন আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অপরাধ ইউক্রেন নেটো বুক্ত দেশে পরিণত হতে চায়। রাশিয়া কোনও রকমভাবে পাশের দেশকে নেটোভুক্ত দেশে পরিণত হতে দেবে না। তার কারণ হচ্ছে তাহলে রাশিয়ার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ইউক্রেন এক সময়ে রাশিয়ার মধ্যে ছিল। সেই সূত্র ধরেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেন আক্রমণ করে তার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নিয়েছে। এবারে পাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন সেখানে নির্বাচন সম্পন্ন করেছেন। রাশিয়ার নির্বাচন মিটে গিয়েছে। পুতিন আবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে থাকছেন। তিনি পঞ্চম বারের জন্য প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছেন। একেবারে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং যেভাবে গালওয়ানকে সমানে রেখে প্রেসিডেন্ট পদে জয়লাভ করেছিলেন এবারে রাশিয়া সেই রকমভাবে ইউক্রেনকে সমানে রেখে পুতিন প্রেডিন্টে পদে জয়লাভ করলেন। যার ফলে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ কবে থামবে তা বলা একেবারে অসম্ভব। রাষ্ট্রপুঞ্জও ব্যাপারে কোনও কথা বলছে না। তারা চুপ করে রয়েছে। রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। যার কথা ছিল গোটা বিশ্বকে নিরাপদে রাখার। সেই রাশিয়া আজকে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদকে অবেহাল করতে শুরু করে দিয়েছে। এক সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্র্যাম্পও রাষ্ট্রপুঞ্জের টাকা দেওয়ার বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন রাষ্ট্রপুঞ্জকে যেহেতু আমেরিকার আধিক পরিমানে আর্থিক সহায়তা করে তাই আমেরিকার কথা শুনে রাষ্ট্রপুঞ্জকে চলতে হবে। এদিকে আবার রাশিয়াও রাষ্ট্রপুঞ্জের ওপরে খবরদারি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনও এখন রাষ্ট্রপুঞ্জের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে না। তারাও বলতে গেলে রাষ্ট্রপুঞ্জকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ইজরায়েল পরিস্কার করে বলেই দিয়েছে তারা আক্রান্ত জঙ্গিদের দ্বারা। জঙ্গিদের খতম করাই হচ্ছে ইজারয়েলের কাজ। জঙ্গিদের আশ্রয়, অর্থ, অস্ত্র দিয়েছে তুরস্ক, ইরান, ইরাকসহ বেশ কয়েকটি বিশ্বের ইসলামিক দেশ।

বাঙালি বিজ্ঞানী আনন্দমোহন চক্রবর্তী তেলভক্ষণকারী নতুন কীট আবিস্কার করেন

বিশেষ প্রতিবেদন

কুয়েতের আল-আহমেদি তেল শোধনাগার থেকে এক বিশাল তেলবাহী জাহাজ অশোধিত তেল নিয়ে রওনা হলো ওয়েলস অভিমুখে। সেই আমলে ওটাই ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সুপার-ট্যাঙ্কার, টোরি ক্যানিয়ন। তার গর্ভে সেদিন প্রায় এক লক্ষ আঠারো হাজার লিটার তেল। ঠিক একমাস পর ১৮ মার্চ, সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ পর্যটকদের প্রিয় কর্নিশ উপকূল ধরে এগোনোর সময় ঘটলো এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। আটলান্টিক সমুদ্রের তলায় থাকা ডুবোপাহাড়ের সাথে ধাক্কা লেগে ফেঁসে গেল টোরি ক্যানিয়নের তলদেশ। আঠেরোটি ট্যাঙ্কের মধ্যে চোদ্দোটি ট্যাঙ্ক ফুটো হয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসতে লাগল তেল। কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার লিটার তেল ছড়িয়ে পড়ল কর্নিশ উপকূলে। সমুদ্রের প্রায় এক হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল দশ ইঞ্চি পুরু তেলের স্তর। ব্রিটেন তো বটেই, প্রমাদ গুণল সারা দুনিয়া। এত বড় তেল বিপর্যয় আগে কখনও দেখেনি মানুষ। জলে ভাসমান তেল নষ্ট করতে তখন বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল একটাই প্রযুক্তি, ডিটারজেন্টের ব্যবহার। নৌসেনা বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে প্রায় দশ হাজার টন ডিটারজেন্ট ছড়ানো হল সমুদ্রে ভাসমান তেলের ওপর। কিন্তু তাতেও কি সব তেল নষ্ট করা যায়? নিরুপায় বৃটিশ প্রশাসন ট্যাঙ্কারের অবশিষ্ট তেল পুড়িয়ে শেষ করার জন্য বিমান বাহিনীর সাহায্যে টোরি ক্যানিয়নের ওপর শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করল। ভয়ানক বিস্ফোরণ হলেও আগুন বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না সমুদ্রের জোরালো ঢেউয়ের জন্য। ফলে ধ্বংস হওয়া ট্যাঙ্ক থেকে আরও তেল বেরিয়ে এল। ১৯০ কিলোমিটার কর্নিশ উপকূল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। এক

সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পনেরো হাজার সামুদ্রিক পাখি মারা গেল। সংখ্যাটা পরে প্রায় ৪০ হাজারে পৌঁছোয়। ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র। এমন বিপর্যয় তো ঘটতে পারে আবারও। তখন কী হবে! বিশ্বের তাবড় তাবড় শিল্পসংস্থাগুলো এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজতে বিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হলেন। ওই সময় বিজ্ঞানীদের কাছে কয়েকটি ব্যাকটেরিয়ার কথা জানা ছিল যেগুলি তেলের হাইড্রোকার্বনকে ভক্ষণ করতে সক্ষম। এদের তৈলখাদক বা সোজা বাংলাতে তেলখোর ব্যাকটেরিয়া Oil eating Bacteria বলে। তবে এককভাবে একটি ব্যাকটেরিয়ার ক্ষমতা অনেক কম। আবার তেলখোর ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন স্ট্রেন একসাথে থাকলে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে তেল ভক্ষণের হার আরও কমিয়ে দেয়। তরুণ এক বাঙালি বিজ্ঞানী সেই সময় ঐ ব্যাকটেরিয়াগুলির অন্যতম সিউডোমোনাস পুটিডা নিয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছিলেন। সিউডোমোনাস পুটিডা হল মাটিতে বাসকারী একরকম ব্যাকটেরিয়া, যা মাটির জৈব বস্তুকে ভেঙে সুগার ও অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত করে। তাঁর এই গবেষণাপত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী ডক্টর আরউইন গুনসালাসের নজরে আসলে তিনি ঐ তরুণ গবেষকটিকে চিঠি লিখলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ করার জন্য। দু'চোখে স্বপ্ন মেখে তরুণ ঐ গবেষক কলকাতা থেকে পৌঁছোলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর এখানেই তিনি আবিষ্কার করলেন ব্যাকটেরিয়াটির একটা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। তিনি দেখলেন, কর্পূরকে বিয়োজিত করার জন্য পুরো জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি যে জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা ব্যাকটেরিয়াটির আসল DNA তে নেই, রয়েছে প্লাজমিডে Plasmid। প্লাজমিড হল ব্যাকটেরিয়ায় উপস্থিত অতিরিক্ত একটি অতি ক্ষুদ্রাকার ও চক্রাকার DNA সিউডোমোনাস পুটিডা নিয়ে বাঙালি গবেষকটির গবেষণার অগ্রগতি ছিল ওই পর্যন্তই কারণ এর পর পর তিনি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির ট্যাঙ্ক কেন্দ্রে যোগদান করেন। আর ঠিক সেই সময়তেই ঘটেছিল টোরি ক্যানিয়ন বিপর্যয়! শুনে গবেষক মশাইয়ের মাথায় এলো, যে সব ব্যাকটেরিয়ার তেল ভক্ষণের ক্ষমতা রয়েছে তাদের সেই বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিনকে যদি শনাক্ত করা যায় এবং তা প্লাজমিডে আছে কিনা নির্ণয় করা যায় তবে সেই সব জিনের একত্র সমাবেশের চেষ্টা করে নতুন একপ্রকার ব্যাকটেরিয়া উদ্ভব করা যেতে পারে। ভাবনাটা প্রকাশ করতেই জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা দারুণ তারিফ করলেন এবং তাড়াতাড়ি ওই গবেষণা শুরু করতে বললেন। (ক্রমশ)

লেখক সৈয়দ মজুতবা আলির মতো 'বৈঠকী গল্পকার' বাংলায় কম ছিল বলা যেতেই পারে

বিশেষ প্রতিবেদন

সৈয়দ মুজতবা আলী একদিন বিশ্বভারতীর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তদানীন্তন অধিকর্তা অধ্যাপক ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় কে ডেকে কিছুটা উপদেশের সুরে বললেন, ভাই, দ্যাখ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে কাজ করিস মহাভারতটা খুব ভাল করে পড়বি। আর নীলকণ্ঠের টীকাটাও পড়িস। পরে স্নেহধন্য অনুজকে প্রশ্ন করে মুজতবা আলী জানতে চাইতেন তিনি কতটা পড়েছেন। বলা বাহুল্য পরীক্ষা দেওয়ার ভয়ে সুধাকর, মুজতবা আলীর থেকে পালিয়ে যেতে শুরু করলেন। সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের কথায় তিনি হপকিন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মহাভারত সম্বন্ধীয় গবেষণা পাঠ করেছেন, জলি সাহেবের লেখাও কিছু কিছু পড়েছেন, কিন্তু তাদের চোখে দেখার সৌভাগ্য না হলেও তিনি খুশি সৈয়দ মুজতবা আলীকে চোখে দেখেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রবলতম জনপ্রিয় লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী কেবল বহু ভাষায় পারদর্শী নয়, তিনি অসমান্য পণ্ডিত ছিলেন বললে তাঁর সম্পর্কে অনেকটা কম বলা হয়। মুজতবা আলী, বিশ্বভারতীর প্রথম দিকের ছাত্র। ১৯২১ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানকার ছাত্র ছিলেন। শান্তিনিকেতন মুজতবাকে জ্ঞান ও দীক্ষার এক বহুত্বের দিকে ঠেলে দেয়, তিনি পদে পদে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে লাগলেন। এক এক করে ভাষা শিখতে শুরু করলেন জার্মান, ফরাসি, ইংরেজি ও হিন্দি। রুশ প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত বোগদানোফের কাছে শিখতে লাগলেন আরবি ও ফারসি। সংস্কৃত, সাংখ্য ও বেদান্ত শিখলেন ফরমিকি এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে। ডক্টর মার্ক কলিন্সের কাছে ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান। তুচ্চির কাছে ইটালিয়ান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ কবিতা এবং ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ প্রবন্ধ তাঁর মুখস্থ ছিল। মুজতবার ভক্তকুলের অভাব কোনও দিন ছিল না, তাঁর পাণ্ডিত্য ,রসিকতায় বরাবর গুণমুগ্ধদের প্রাপ্তি যোগ সমৃদ্ধ হয়েছে । সুধাকর চট্টোপাধ্যায় নিজে যথেষ্ট পণ্ডিত মানুষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত প্রচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর গবেষণা ও অভিমত বহু স্বীকৃত। এমন গুণীজন সৈয়দ মুজতবা আলীর স্মৃতিচারণায় কলম ধরেছেন, লিখেছেন ।সৈয়দদাদার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিছু বলা আমার ক্ষমতার বাইরে। যেমন বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ, আধুনিক বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যেও তেমন তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। জার্মান, ফ্রেঞ্চ,আরবী এবং ফার্সী ভাষাতেও তাঁর ছিল সমান অধিকার। একজন জার্মান পণ্ডিত আমাদের কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে মুজতবা সাহেব শুধু জার্মান ভাষাতেই সুপণ্ডিত তা নন, জার্মান হিউমার পর্যন্ত তিনি ভালভাবে জানেন। সৈয়দদা ছিলেন নিজের আনন্দেই নিজে মগ্ন। তাঁকে দেখলে মনে হতো না যে দুঃখ কোনও দিন তাঁকে স্পর্শ করেছে। সৈয়দদার মৃত্যুর পর তাঁর যে শোকসভা হয়,তাতে আমি বলেছিলুম, তিনি ছিলেন সদানন্দ পুরুষ। তাঁর স্মৃতিস্মরণ করতে হবে আনন্দের মধ্য দিয়ে, দুঃখের মধ্য দিয়ে নয়। বাংলার ভাষায় বিভিন্ন বিদেশি শব্দের সমাহার করে বাংলাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। আসলে তাঁর লেখাগুলি বৈঠকী গল্পের মতো। বৈঠকখানায় বসে একের পর এক গল্প করতে শুরু করেছে। সেই সব গল্প সারা বিশ্ব সফর করতে শুরু করেছে। ইস্তাম্বুল থেকে হয়ে আফগানিস্তানের গা ঘেঁষে কোথায় গিয়ে মিশতো তো কেউই ধরতে পারতো না। মনে হতো সত্যিকারের কোনও দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সৈয়দ মুজতবা আলির লেখাগুলিকে রম্য রচনা বলে গ্রহণ করা হয়েছে। আজাকাল যুগের রম্য রচনা তো একেবারে উঠে গিয়েছে। দেখতেই পাওয়া যায় না। সজনীকান্ত দাস নেই। তিনি রম্য রচনা করে পাঠকদের মুগ্ধ করবেন। সৈয়দ মুজতবা আলি 'রামায়ণ' 'মহাভারত' পাঠ করেছেন। তিনি 'গীতা'র বহু শ্লোক মুখস্ত বলে দিতে পারবেন। তিনি ভারতের পুরাণ গ্রন্থ নিয়ে বহু লেখা লিখেছেন। ভারতের সভ্যতার সঙ্গে মিশরের সভ্যতার মিল খুঁজে বের করে তাকে গল্পের মতো করে বলতে থাক্কতেন আলি সাহেব। মনে হবে সত্যিকারের কোনও প্রাচীন দেশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। তাঁর গল্পের ভাষা এতো বেশি জীবন্ত ছিল যে গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রাচীনত্বের প্রকাশ ঘটতো।

ইসকন মায়াপুরের উদ্যোগে মহাসমারহে অনুষ্ঠিত হলো শান্তিপুর অদ্বৈত পাঠে ঈশ্বর পুরিপাদের তিরোধান উৎসব

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ মার্চ ঃ অদ্বৈত আচার্যের গুরুদেব ছিলেন শ্রীম মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজ, ঈশ্বরপুরী পাদ হলেন মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজের প্রথম শিষ্য। ঈশ্বর পরিবারের শিষ্য ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের পরম গুরু ঈশ্বরপুরিপাদদের তিরোধান তিথি উৎসব প্রতিবছরের মতো এবছরও মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে নদীয়ার শান্তিপুর বাবলা অদ্বৈত পাঠ অঙ্গনে। জানা যায়, এই উৎসব প্রথম সূচনা করেছিলেন অদ্বৈত আচার্য, এবং সেই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু। তিনি শান্তিপুরে সেদিনকে অবস্থানও করেছিলেন। তাই তিনি এই উৎসব প্রসঙ্গে বরদান করে বলেছিলেন, এই উৎসবে যে সমস্ত ভক্তরা এসে প্রসাদ গ্রহণ করবে, তারা গোবিন্দ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন। ভাগবত অনুসারে আজকের এই বিশেষ তিথিতে কোন ব্যক্তি অদ্বৈত পাঠে বসে প্রসাদ গ্রহণ করলেই তিনি গোবিন্দ প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন। বর্তমানে এই অনুষ্ঠান পুরোপুরি পরিচালনা করে ইসকন মায়াপুর। মায়াপুর ইসকনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হওয়া এই উৎসবে এদিন সামিল হতে দেখা গেল স্থানীয়দের পাশাপাশি দেশ- বিদেশের অসংখ্য ভক্ত। পাশাপাশি বহু বিদেশি পর্যটক ভক্ত কে এদিন নিজে হাতে প্রসাদ বিতরণ করতেও দেখ গেছে। আর এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকা তথা রাজ্যের বহু প্রান্ত থেকে ভক্তগণের জমায়েত হয়েছে এই অদ্বৈত পাঠে। ইসকন সূত্রে খবর ৫০ হাজার ভক্তের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের ব্যবস্থা করেছে ইসকন। রাত্রির ৮ টা পর্যন্ত চলবে প্রসাদ বিতরণ। তার সাথে চলবে অদ্বৈত আচার্য এবং ঈশ্বর পুরিপাদের বিশেষ পূজা, আরতি এবং ভাগবত পাঠ। এদিন এই অনুষ্ঠানে এসে বিদেশি ভক্তরা জানান, তারা অত্যন্ত খুশি এরকম এক সুন্দর মনোরম পরিবেশে এসে কৃষ্ণ নাম জপ করতে পেরে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের বংশধর (বর্তমান শান্তি পুরের বিধায়ক) ডক্টর ব্রজ কিশোর গোস্বামী। তিনি জানান, এদিনের এই অনুষ্ঠান বহু বছর ধরে হয়ে আসছে। মানুষ এখানে এসে নাম গানে মত্ত হয়ে প্রসাদ গ্রহণ করে। কারণ এখানে প্রসাদ গ্রহণ করলে গোবিন্দ ভাব জাগ্রত হয় মানুষের। আর দোল উৎসবের প্রাক মূহুর্তে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে রানাঘাট পুলিশ জেলার তৎপরতা ছিলো চোখে পড়ার মতো। পুলিশ সূত্রে খবর এই অনুষ্ঠানে কোনরকম অপ্রীতিকর দুর্ঘটনা এড়ানোর জন ৫০০ পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি এদিনের এই অনুষ্ঠানে সরজমিনে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার, এসডিপিও শেলজা দাস, শান্তিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সুব্রত মালাকার এবং শান্তিপুর থানার সিআই সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিকরা।

স্ত্রীকে খুন, স্বামীর যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা নবদ্বীপ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২১ মার্চ ঃ নাবালক পুত্রের সামনে স্ত্রীকে গলার নলি কেটে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত স্বামীকে যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা করল নবদ্বীপ আদালত। বুধবার দোষী সাব্যস্ত করার পর বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত জীবন সরকারকে যাবজ্জীবন সাজা ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা ঘোষণা করেন নবদ্বীপ আদালতের অতিরিক্ত দায়রা এবং জেলা বিচারক দেবব্রত কুণ্ডু। জানা যায়, আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে, চাকদহ শিমুরালির বাসিন্দা জীবন সরকারের বিরুদ্ধে স্ত্রী কামনা সরকারকে খুনের অভিযোগ আনেন নবদ্বীপ স্বরূপগঞ্জের বাসিন্দা তপন হালদার। অভিযোগকারী মৃত কামনা সরকারের দাদা। ৭ অক্টোবর, ২০১৬ নবদ্বীপ থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগে অভিযোগকারী জানিয়ে ছিলেন, ওইদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ তাঁর বোন স্বরূপগঞ্জ পশ্চিমপাড়ায় তাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ধারের ট্যাপ কলে তার ন'বছরের ভাগ্নে বঙ্কিম সরকারকে স্নান করাচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎ জীবন সরকার সেখানে উপস্থিত হয় এবং চুলের মুঠি ধরে তাকে কলতলা থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে নাবালক ছেলের সামনেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করে পালিয়ে যায়। ঘটনায় হতবাক, ছেলের চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে রক্তাক্ত কামনাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ২০১৬ সালের ১০ অক্টোবর পলাতক অভিযুক্ত জীবন সরকারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা যায়, গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে জামিন পাননি অভিযুক্ত। জেল হেফাজতে থেকেই তাঁর বিচারপর্ব সম্পূর্ণ হয়। নবদ্বীপ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি সনৎ কুমার রায় বলেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ আদালতে তা প্রমাণিত হয়েছে। জীবন সরকারকে বিচারক দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শুনিয়েছেন। সনৎবাবু জানান, একজন বাবা নিজের নাবালক সন্তানের চোখের সামনে তার মাকে খুন করেছে। এমন একটি মারাত্মক অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়েছেন মহামান্য বিচারক। অন্যদিকে অভিযুক্তের হয়ে কোনও আইনজীবী নিয়োগ না করায় লিগ্যাল এইডের তরফে ষষ্ঠীভূষণ পালকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাজা ঘোষণায় তিনি জানান, এই মামলার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী ছিল মৃতের নাবালক পুত্র। বাকি সকলেই শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সেকথা আদালতের দৃষ্টিগোচর করেছি। এই মামলায় ১৮ জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছেন আদালতে। পাশাপাশি একাধিক সাক্ষী বিরূপ হয়েছেন। ষষ্ঠী ভূষণ পাল আরও জানান, এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানিয়েছেন অভিযুক্ত।

দুর্গাপুরে শেষে অগ্নিমিত্রার নামে দেওয়াল লিখন, ধমক খেয়ে মুছলেন বিজেপি কর্মীরা, ভোটের মুখে বাড়ল জট

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, দুর্গাপুর, ২১ মার্চ ঃ দল প্রার্থীর নাম ঘোষণাও করেনি। কিন্তু দেওয়ালে অগ্নিমিত্রা পালের নাম লিখে প্রচারে নামল বিজেপির নিচুতলার 'হতাশ' কর্মীরা। পরে 'ধমক' খেয়ে নাম মুছলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। পরিস্থিতি সামল দিতে দ্রুত দেওয়াল মুছে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে জেলা নেতৃত্ব থেকে। সেই মতো 'অগ্নিমিত্রা পালের' নামের উপর সাদা চুনের প্রলেপ পড়লেও, বিজেপির প্রতীক দেওয়া বাকি লেখা রয়েছে দেওয়াল জুড়ে। এমনকী অস্পষ্টভাবে হলেও অগ্নিমিত্রা পালের নাম বোঝা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই তৃণমূলের নেতা উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বাড়ছে বিজেপির অন্দরে। তাই প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে হিমশিম খাচ্ছে বিজেপি নেতৃত্ব। দিল্লিতে গিয়েও রাজ্যের উচ্চ নেতৃত্ব ঠিক করতে পারছেন না প্রার্থীর নাম। ফলে মানুষের কাছে বিভ্রান্ত ছড়াচ্ছেন নিচুতলার কর্মীরা। তবে বিজেপি প্রার্থীর নাম করে লেখা এই দেওয়াল লিখন বিজেপি কর্মীরা করেননি বলে দাবি করেছেন বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, এখনও এরাজ্যের ২৩ টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি। আর এই দেওয়াল বিজেপির কর্মীরা লেখননি। অন্য কেউ উৎসাহিত হয়ে বিজেপিতে আসার জন্য এই কাজ করছে। জনগর্জন মঞ্চ থেকে তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা করছেন দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট যুদ্ধের লড়াই জিততে জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন প্রার্থীরা। এখনও বিজেপির প্রথম দফায় বঙ্গের ৪২টি আসনের মধ্যে ২০টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। এখনও ২২টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে পরবর্তী ধাপে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ধাপে ধাপে প্রার্থী তালিকা প্রকাশের কারণে এই নিচু তলার কর্মীদের মধ্যে হতাশা বেড়ছে। তার থেকেই অগ্নিমিত্রা পালের নাম দেওয়ালে লিখে প্রচার শুরু করেছেন তাঁরা।

পানীয় জলের কল বসলেও জলের দেখা নেই, ভোট বয়কটের ডাক গ্রামবাসীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ মার্চ ঃ জল সমস্যা মেটাতে বসানো হয়েছিল বাড়ি বাড়ি কলের লাইন। কিন্তু কল বসলে কি হবে এখনো যে জলের দেখা নেই। তাই মালদার চাঁচল ১ নং ব্লকের মহানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধঞ্জনা গ্রামে। প্রায় হাজার খানেক মানুষ জলকষ্টে। জানা গেছে, বছর দুয়েক আগে ওই গ্রামে জনস্বার্থ কারিগরি দফতরের (পিএইচই) পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি জলের পাইপ লাইন ও নলকূপ বসানো হয়েছিল। কিন্তু দেড় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত সেই পাইপের নল দিয়ে এক ফোটাও জল পড়ে না। গ্রামের পাশে একটি পানীয় জলাধার সেটিও বর্তমানে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তীব্র গরমে পানীয় জলের সংকটে ভুগছে গোটা গ্রাম। জলের পরিষেবা চালু হোক এই দাবিতে বহুবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর এবং ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত আকারে জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। কিন্তু সমস্যার কথা ব্লক প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনরকম হেলদোল নেই প্রশাসন কিংবা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের। বৃহস্পতিবার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ তুলে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। লোকসভা ভোটের মুখে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা না চালু হলে গ্রামের কোন ভোটার ভোট দিতে যাবেন না বলে সংকল্প নিয়েছেন। পাশাপাশি কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী যদি গ্রামে ভোট ভিক্ষা চাইতে আসে তাহলে তাকে ঝাঁটা মারার নিদান নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এখন পবিত্র রমজান মাস চলছে। তার মাঝেই জলসংকট। প্রশাসনকে জানিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। তাই আমরা ঠিক করেছি আমরা ভোট দিব না, কেউ যদি ভোট চাইতে আসে তাকে ঝাঁটা মেরে গ্রাম থেকে বিদায় করব। যদিও সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন স্থানীয় ওই বুথের পঞ্চায়েত সদস্য এরশাদ আজম।

কুলটি থেকে উদ্ধার তিন ব্যাগ গাঁজা, ধৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ আসানসোলের কুলটিথানার শাকতোড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশের ডিসেরগড় ব্রীজের কাছে ন্যাক্কাতল্লাশি চলার সময় একটি অটো থেকে উদ্ধার হয় তিনটি ব্যাগে গাঁজা। ঘটনায় আটক করা হয় অটো ও চালক সহ মোট চারজনকে। আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসবাদ করে জানতে পারে ওড়িশা থেকে আসানসোলে গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসছিল। উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমান ২৫ কিলো ৫০০গ্রাম বলে জানা যায়।

রাজনীতির আঙিনায় প্রবেশ রাজবধূ অমৃতা রায়ের। মহুয়ার বিরুদ্ধে কি লড়বেন তিনি! নতুন জল্পনা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ মার্চ ঃ কিছুটা হলেও ঘটেছে এক জল্পনা। আর সেই জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ্যে বিজেপিতে যোগ দিলেন কৃষ্ণনগরের রাজ পরিবারের বর্তমানের রানি মা, অমৃতা দেবী রায়।

উল্লেখ থাকে লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণ নগরে তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে বিজেপির তরফে কাকে প্রার্থী করা হবে, চারিদিকে যখন শুরু হয়েছিলো গুঞ্জন, তখন বিভিন্ন মহল থেকে ভেসে আসছিলো একাধিক নাম। তার মধ্যে ছিলো কৃষ্ণনগরের প্রাপ্তন সাংসদ প্রয়াত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় ওরফে জুলু বাবুর ছেলের নামও ছিলো। তবে সম্প্রতি রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সর্বত্রই ভেসে আসছিলো অমৃতা দেবীর নাম। আর দিন যতই এগোচ্ছিলো ততই যেন জল্পনা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো,, এবারে কৃষ্ণ নগরে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে লড়তে পাড়েন অমৃতা দেবী। আর বুধবার সন্ধ্যার পর কার্যত কিছু টা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। বুধবার শুভেন্দু অধিকারী করিমপুরে সভা থেকে ফেরার পথে কৃষ্ণনগরে বিজেপির লোকসভা নির্বাচনী কার্যালয়ে উপস্থিত হয় আর তার হাত ধরেই রানীমা অমৃতা দেবী রায় যোগ দেন বিজেপিতে। এদিন অমৃতা দেবী ছাড়াও যোগ দেয় তৃণমূল ও সংখ্যালঘু সেল থেকে শতাধিক কর্মী সমর্থক। তবে বিজেপির তরফে এখনো তাদের তৃতীয় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি। আর সেই তালিকায় রয়েছে এই কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রটিও। এখন দেখার এই কেন্দ্রে কাকে বিজেপির তরফে প্রার্থী করা হয়। তবে এদিন বিজেপিতে যোগদান করে শুভেন্দু অধিকারীর পাসে বসে তিনি প্রকাশ্যেই মানুষের কাজ করা আর বাংলাকেই তুলে ধরার কথা বলেন, তিনি আরও বলেন যে বাংলা পরে গেছে সেই বাংলাকে তুলে ধরাই হবে মুল লক্ষ্য। সব মিলিয়ে ভোটের ময়দানে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে যদি বিজেপির তরফে অমৃতা দেবী লড়েন, তাহলে কৃষ্ণনগরবাসী তথা এই লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ মানুষ, তাদের রানী মা কে সমর্থন করে, না বিদায়ী সাংসদ মহুয়া মৈত্রকেই পুনরায় সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করে, তা দেখা সময়ের অপেক্ষা।

গোপন অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ মার্চ ঃ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে মালদায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ২ পাচারকারীকে। জানা যায়, কালিয়াচক থানার পুলিশ গভীর রাত্রে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ডাঙ্গা মোড় এলাকায় হানা দেয়। সেখানে হানা দিয়ে পুলিশ রামজান হোসেন এবং রাজিকুল শেখ নামে ২ পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। তাদের দুজনেরই বাড়ি কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকায়। তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় দুটি পাইপ গান এবং এক রাউন্ড কার্তুজ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে উদ্ধার হওয়া পাইপ গানের একটি দৈর্ঘ্য ১২ ইঞ্চি এবং অন্যটি ২৮ ইঞ্চি। জানা গেছে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে তারা এগুলি নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদের গ্রেফতার করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এদিন তাদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

এক মাসের ব্যবধানে আবার বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য নবদ্বীপে

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২১ মার্চ ঃ বুধবার রাতে সোর্স মারফত খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত নবদ্বীপ- কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন গৌরনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকা গাড়ি আটক করে রাজ্য সিআইডি ও পুলিশ। পাশাপাশি ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বেশ কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণে গাঁজা। এদিকে গাঁজা পাচার করার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকেই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। ধৃতদের নাম, রাজীব শেখ ও টিংকু শেখ, প্রথম জনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানা এলাকায় এবং দ্বিতীয় জনের বাড়ি জলঙ্গি থানার কাজীপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর এন ডি পি এস আদালতে পেশ করে সিআইডি। পুলিশ ও সিআইডি সূত্রে জানা যায়, এদিন রাত সোয়া আটটা নাগাদ সোর্স মারফত খবর পেয়ে রাজ্য সিআইডি ও নবদ্বীপ থানার পুলিশের যৌথ অভিযান চালিয়ে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন গৌরনগর এলাকায় নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে। পরে ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা। সিআইডি সূত্রের খবর ধৃত দুই অভিযুক্ত একটি চার চাকার প্রাইভেট গাড়িতে উড়িষ্যা থেকে গাঁজা নিয়ে কৃষ্ণনগরে যাচ্ছিল। তবে কত পরিমানে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। পাশাপাশি কার কাছে এত বিপুল পরিমানে গাঁজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। এক মাসের ব্যবধানে ফের বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধারে তীব্র চাঞ্চল্য নদীয়ায়, বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত নবদ্বীপ- কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন গৌরনগর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে সিআইডি, পাশাপাশি ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণে গাঁজা, এদিকে গাঁজা পাচার করার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকেই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। ধৃতদের নাম, রাজীব শেখ বাড়ি মুশিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানা এলাকায়। অপরজনের নাম টিংকু শেখ, বাড়ি জঙ্গিপুর থানার কাজীপাড়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ ও সিআইডি সূত্রে জানা যায়, বুধবার রাত প্রায় সোয়া আটটা নাগাদ সোর্স মারফত খবর পেয়ে রাজ্য সিআইডি ও নবদ্বীপ থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে গৌরাঙ্গ সেতু সংলগ্ন গৌরনগর এলাকায় নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে একটি চারচাকা গাড়ি আটক করে। পরে ওই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ১১০ কিলো নিষিদ্ধ গাঁজা। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৮ লক্ষ টাকারও বেশি। সিআইডি সূত্রের খবর ধৃত দুই অভিযুক্ত একটি চার চাকার প্রাইভেট গাড়িতে উড়িষ্যা থেকে গাঁজা নিয়ে. কৃষ্ণনগরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। পাশাপাশি এত বিপুল পরিমানে গাঁজা কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে সিআইডি। উল্লেখ্য চলতি বছরের ২২ ফেব্রুয়ারি রাতে গৌরাঙ্গ সেতু রোডে অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক আটক করে রাজ্য এস টি এফ। সেই ট্রাকে চালিয়ে উদ্ধার হয়েছিল ৪৪২ কিলো নিষিদ্ধ গাঁজা। প্রায় এক মাসের ব্যবধানে বিপুল পরিমাণে গাঁজা উদ্ধারে কতটা সক্রিয় মাদক ব্যবসায়ীরা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আবগারী দফতরের অভিযানে আটক বিপুল পরিমাণ মদ, ধৃত ৩

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ হোলির প্রাক্কালে আবগারী দফতরের অভিযানে আটক বিপুল পরিমাণ ভুটান ও দেশি মদ, গ্রেফতার তিন বাজেয়াপ্ত দুটি বাইক। আজ ধৃত তিনজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। গত কয়েক দিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবগারী দফতরের জলপাইগুড়ি জেলা আবগারী দফতরের ময়নাগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে ধূপগুড়ি থানার অধীন অবৈধ মদ কারবারিদের বিরুদ্ধে প্রাক নির্বাচনী অভিযান শুরু করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে বুধবার রাত পর্যন্ত চালানো এমন এক বিশেষ অভিযানে ভুটান এবং দেশি মিলিয়ে ৪০২ বোতল মদ আটক করেছে সংশ্লিষ্ঠ দফতর। এর পাশপাশি জলপাইগুড়ি জেলা ধূপগুড়ি থানার অধীন কাজী পাড়া, খোগেন হাট সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটো বাইক সহ তিন জন অবৈধ মদ কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বুধবার রাতে জানলেন, আবগারী দফতরের ময়নাগুড়ি সার্কেলের ও সি প্রবীর স্যানাল।

বাইসনের তাণ্ডব, আহত চার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ লোকালয়ে তিনটি বাইসনের তাণ্ডব। বাইসনের হামলায় জখম পুরুষ মহিলা সহ মোট চারজন। ঘুম পাড়ানি গুলিতে অবশেষে কাবু একটি বাইসন। বৃহস্পতিবার সকাল সোনাখালি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমার মাগুরমারী ১ নং গ্রাম পঞ্চাযেত্ এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায় তিনটি বাইসন। একটি বাইসন ঘটনাস্থল থেকে চলে গেলেও অপর দুটি বাইসন আশ্রয় নিয়েছিল স্থানীয় একজনের লেবু বাগান এবং গাছ বাগানে। ঘটনাস্থলে আসে বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের বনকর্মী এবং ধূপগুড়ি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এডিএফও নিমা লামু সেরপার নেতৃত্বে আরও তিনটি রেঞ্জের বনকর্মীরা। একটি বাইসনকে ঘুম পাড়ানি গুলিতে কাবু করে নিয়ে যাওয়া হলেও, লেবু বাগানে আশ্রয় নেওয়া বাইসনটিকে কাবু করার চেষ্টা চালাচ্ছেন বন কর্মীরা। জখম চারজনকেই ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় বর্তমানে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছে বনকর্মীরা। যদিও এবিষয়ে এখনো পর্যন্ত মন্তব্য করতে চায়নি এডিএফও। তবে অপর বাইসনটিকে কতক্ষণে কাবু করে নিয়ে যাওয়া হয়, কখন আতঙ্ক মুক্ত হয় গ্রাম সেই অপেক্ষা করছে গ্রামবাসীরা।

গড়িয়ে পড়ছে পাথরের চাঁই, দ্রুত পদক্ষেপ প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ পাহাড় থেকে ক্রমাগত গড়িয়ে পড়ছে পাথর। দুর্ঘটনার আশঙ্কায় তাই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দিল প্রশাসন। আপাতত শিলিগুড়ি থেকে সিকিম ও কালিম্পংগামী যানবাহন গুলোকে লাভা গরুবাথানের রাস্তা দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের লিখুভিরে ছোট - বড় পাথর গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এমনিতেই লিখুভির ধসপ্রবণ এলাকা। পাথর গড়িয়ে পড়ার ফলে যে কোন সময় বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটার আশঙ্কা রয়েছে ফলে বাধ্য হয়ে এই পথ দিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। কালিম্পং পুলিশের তরফে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

জাল প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেটের পর এবার জাল লটারির পর্দাফাঁস, গ্রেপ্তার ৫

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ মার্চ ঃ বিহার থেকে ক্রমশ বাংলায় সক্রিয় হচ্ছে জাল লটারি চক্র। এর আগেই লটারি দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় হযেছে রাজ্য। ডিয়ার লটারি নিয়ে একাধিক অভিযোগ উঠেছে। এবার ডিয়ার লটারির জাল টিকিট বিক্রির অভিযোগ। সেই জাল লটারির প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস করলো আইসি। নতুন আইসি দাযিত্ব পেতেই গ্রেপ্তার ৫। আর এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির অভিযোগ এই রাজ্যে সব কিছুই জাল। পাল্টা তৃণমূলের দাবি পুলিশ সক্রিয় তাই প্রতারকরা গ্রেপ্তার। জাল লটারি টিকিট বিক্রি করার অভিযোগে পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিস। এর আগে প্রতিবন্ধীদের জাল সার্টিফিকেটের প্রতারণা চক্রের পর্দা ফাঁস করেছিলেন বিডিও। এবার পর্দা ফাঁস করলেন নবনিযুক্ত আইসি। পুলিস জানায়, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা ও কুশিদা এলাকায় লটারি টিকিট বিক্রির দোকানে হানা দিয়ে তুলসীহাটা থেকে গোপাল রাম, পুতুল ঢালি ও পবন সাহা এবং কুশিদা এলাকা থেকে মনোজ ঘোষ কে জাল লটারি সহ গ্রেফতার করা হয়। যোগসূত্র সন্দেহে চাঁচল থানার স্বরুপগঞ্জ এলাকা থেকে সুশান্ত কুমার অধিকারী নামে এক ব্যক্তি কে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তরা জাল লটারির টিকিট বিক্রির কথাও স্বীকার করে নিয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার বলেন 'একটি নামি লটারি সংস্থার নামে এই টিকিট বাজারে বিক্রি করা হত।তাদের হাত ধরে ক্রমশই এই জাল টিকিট বিক্রির প্রবণতা বাড়ছিল। জাল টিকিট চক্রের এজেন্টদের হাত ধরে এই টিকিট পৌঁছে যায় সর্বত্র। প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিগুলির থেকে এই টিকিট-এর কমিশন বেশি থাকায় বেশ কিছু দোকানদার এই টিকিট বিক্রি করেন। ধৃত পাঁচ অভিযুক্তকে জেরা করে কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। এই প্রতারণার ব্যবসায় আর কারা কারা জড়িত আছে তদন্ত চলছে।

অকাল বৃষ্টি, মাথায় হাত আলু চাষিদের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান , ২১ মার্চ ঃ অকাল বৃষ্টিতে মাথায় হাত আলু চাষিদের। চৈত্র মাস শুরু হতেই সারা বঙ্গের আকাশ জুড়ে মেঘের ঘনঘাটা। কয়েকদিন ধরে বৃষ্টিও হচ্ছে বেশ ভালই। বর্তমানে কৃষকরা ব্যস্ত আলু তোলার কাজে। আর এই সময়ে অকাল বৃষ্টি শুরু হওয়ার কারণে চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার দক্ষিণ দামোদর এলাকার কৃষকদের। এই সময় মাঠ থেকে নতুন আলু তোলেন কৃষকরা। ফলে বাজারে আলুর দাম অন্যান্য বছর চৈত্র মাসে যথেষ্ট কম থাকে। এবারে আলুর ফলন খুব ভালো হয়নি। দাম মোটামুটি থাকলেও আলু বিক্রি করতে গিয়ে সমস্যায় পরতে হচ্ছে কৃষকদের। বৃহস্পতিবার দুর্যোগের আশঙ্কা দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায়। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। আকাশে মেঘ চিন্তা বাড়াচ্ছে কৃষকদের। প্রবল বৃষ্টি হলে আলু সহ অন্যান্য শাক - সবজি নষ্ট হয়ে যাবে। জমিতে বৃষ্টির জল দাঁড়ালে ক্ষতির মুখে পড়বেন আলু চাষিরা। শিলাবৃষ্টি হলে আলু চাষের দফারফা। আলুর গায়ে দাগ হয়ে যাবে। এই অসময়ে বৃষ্টি হলে কীভাবে আলুকে রক্ষা করবেন? ভেবেই যেনো কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না দক্ষিণ দামোদর এলাকার কৃষকরা। পঞ্চাশ শতাংশ ক্ষয়ক্ষতি হলে তবুও সামলে নেবেন কিন্তু তার বেশি হলে খরচটুকু উঠবে না। তাই আপাতত সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছেন তারা। সরকার যদি কোন সাহায্য করে তবে তারা উপকৃত হবেন। রায়না দুই ব্লকে গোতান অঞ্চলে গোতান মৌজায় শুরু হয়েছে আলু তোলা। তবে ফলন সেই রকম না হওয়াই আর দাম কম থাকায় চাষিদের মুখে হাসি নেই। যারা আলু কেনে সেই সকল ব্যবসাদারদের দেখা নেই জমিতে। মরসুমের শুরু থেকে মাঝেমাঝেই বৃষ্টিতে আলু চাষের বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়েছে। বৃষ্টির কারণে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না দুই ব্লকে গোতান অঞ্চলে অনেক কৃষককেই দু'বার আলু লাগাতে হয়েছে। বেড়েছে চাষের খরচ। কীটনাশক, সারের দাম ও আকাশছোঁয়া। তার ওপর নাবি ধসার প্রকোপ তো রয়েছে। এ বছর বৃষ্টি, ধসা ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জন্যে উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি আলুর মানও ভাল নয়।

ভুটানে ভূমিকম্প

দুরন্ত বার্তা, ২১ মার্চ ঃ ভুটানে ভূমিকম্প , উত্তরের আকাশে কালো মেঘ সহ বৃষ্টি, হাসছে দুটি পাতা একটি কুড়ির গালিচা, বসন্তেও শীতের আমেজ। বুধবার ভারতীয় সময় ৬.০১ মিনিটে ৩.১ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় ভুটান সহ পার্শ্ববর্তী ভারতের কিছু অংশে। যদিও কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। অপরদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জলপাইগুড়ি সহ উত্তরের বিভিন্ন স্থানে চলছে বৃষ্টিপাত। গত দুদিন ধরে চলা বসন্তের এই বর্ষণে নতুন করে শীতের আমেজ ফিরেছে জলপাইগুড়িতে।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election- 2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Harirampur-PS" NIQ No: DDED/NIQ-59 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election-2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Patiram-PS" NIQ No: DDED/NIQ-66 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Construction of temporary sheds / accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom as well as electrification and installation of Electrical Appliances like electric bulb, fans, charging points and water reservoirs and generators etc at the Accommodation centers earmarked for CAPF Coy/SPF coy. in c/w ensuing General Election to Lok Sabha-- 2024 --- Electrical works --- For Accommodation Center under Kaliyaganj PS. " NIQ No: DDED/NIQ- 61 of 2023-24, Bid submission closing date(online): 27.03.2024 up to 14:30 Hrs. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election-2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Kumarganj-PS" NIQ No: DDED/NIQ-64 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আই/সি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল ভাইড ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ অকশনের ক্যাটেগরিঃ পার্সেল স্পেসের (এসএলআর) লিজিং। ই-অকশন ক্যাটালগ নংঃ সি-৩-পিএআরসিএসএন১২০৪। ক্রমিক নং., ট্রেন নং. এবং এসএলআরঃ (১) ১২৩৭৬ জসিডি-তাম্বরম এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (২) ১৩৫০৯ আসানসোল-গোন্ডা এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (৩) ২২৪৬৫ মধুপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল বাবা বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (৪) ২২৩০৬ জসিডি-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (৫) ১২৩৮৪ আসানসোল-শিয়ালদহ সুপারফাস্ট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (৬) ১৭৩২২ জসিডি-ভাস্কো-দ্য-গামা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (৭) ২২৪৫৯ মধুপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল সাপ্তাহিক হামসফর এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (৮) ১১৪২৮ জসিডি-পুণে সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (৯) ১৩৫০৯ আসানসোল-গোন্ডা এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-২ (১০) ১৩৫০৭ আসানসোল-গোরখপুর এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-২ (১১) ১২২৩৫ মধুপুর-আনন্দ বিহার টার্মিনাল সাপ্তাহিক হামসফর এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (১২) ১২৩৪২ আসানসোল-হাওড়া অগ্নিবীণা এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (১৩) ১৯৪৩৬ আসানসোল -আমেদাবাদ সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১ (১৪) ১৩৫০৭ আসানসোল-গোরখপুর এক্সপ্রেস, এফএসএলআর-১। অকশন শুরুর তারিখঃ ২৭.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। প্রদত্ত শিডিউল অনুযায়ী উপরোক্ত ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে এবং সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য সকল সম্ভাব্য বিডদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ASN-247/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আদালতের থেকে রক্ষাকবচ পেলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ লোকসভা ভোটের মুখে ফের চাপের মুখে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ইডি-র পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মিলল না কোনও সুরক্ষা কবচ। কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দিতে অস্বীকার করেছে দিল্লি হাইকোর্ট।

আদালত বৃহস্পতিবার বলেছে, ‘‘আমরা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেফতারির বিষয়ে কোনও অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা দিতে পারি না। এর আগে কেজরিওয়াল আদালতকে বলেছিলেন, যে তিনি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে হাজির হতে প্রস্তুত, তবে তাকে আশ্বস্ত করতে হবে তদন্তকারী সংস্থা তাকে গ্রেফতার করবে না। এই ক্ষেত্রে দিল্লি হাইকোর্টও ইডিকে উত্তর দিতে এবং একটি নতুন অন্তর্বর্তী পিটিশন দায়ের করতে বলেছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ২২ এপ্রিল। উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে ইডি যাতে জোর করে কোনও ব্যবস্থা না নেয়, তার জন্য রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতে নতুন করে আবেদন করেছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লির আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় এখনও পর্যন্ত ইডি অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ৯ বার সমন জারি করেছে। কিন্তু সেই তলবে সাড়া দিয়ে হাজিরা দেননি তিনি। এরপরেই আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। বুধবার দিল্লি হাইকোর্টে এই সম্পর্কিত মামলার শুনানির সময় কেজরিওয়ালের আইনজীবীরা জানিয়েছিলেন, যদি আদালত নিরাপত্তা দেয় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হাজিরা দিতে প্রস্তুত। তবে তাঁদের আশঙ্কা রয়েছে যে তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে ইডি। আবগারি নীতি কেলেঙ্কারি মামলায় ইডির শেষ সমন অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ২১ মার্চ হাজিরা দেওয়ার জন্য ডেকেছিল। ইডির সেই সমনকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এই মামলায় বুধবার হাইকোর্ট কেজরিওয়ালের আবেদনের ভিত্তিতে ইডির প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছে।কেজরিওয়ালের আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি বলেন, আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়া এবং সঞ্জয় সিংকেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা গ্রেফতার করেছে। আমাদের আশঙ্কা যে ইডি কেজরিওয়ালকেও গ্রেফতার করবে। তবে তাঁকে সুরক্ষা দেওয়া হলে তিনি হাজিরা দিতে প্রস্তুত। সেই রক্ষাকবচ দিতে অস্বীকার করলো আদালত।

হোয়াটসঅ্যাপে ‘বিকশিত ভারতে’র মেসেজ পাঠানো যাবে না, মোদী সরকারকে নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মোবাইলে ‘বিকশিত ভারত’ নিয়ে বার্তা পাঠানো অবিলম্বে মোদী সরকারকে বন্ধ করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। আদর্শ আচরণবিধি জারি থাকার সময় হোয়াট্‌সঅ্যাপে এমন বার্তা যাতে আর দেওয়া না হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। এই মর্মে কেন্দ্রীয় তথ্য এবং প্রযুক্তি মন্ত্রককে বৃহস্পতিবার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মোদী সরকারের ওই বার্তা নিয়ে তৃণমূল-সহ কয়েকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল সরব হওয়ার পরেই কমিশনের এই পদক্ষেপ। হোয়াটসঅ্যাপে বিকশিত ভারতের মেসেজ পাঠানো নিয়ে কমিশনের অভিযোগ দায়ের করেছিল তৃণমূল। দলের মতে, সরকারি অর্থে ভোটপ্রচার করেছেন নরেন্দ্র মোদি । গত সপ্তাহে নির্বাচন ঘোষণার প্রাক্কালে মোদি ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষে দেশবাসীর সমর্থন চেয়ে খোলা চিঠি লেখেন। সেই চিঠি সবার কাছে পৌঁছয় ১৬ মার্চ। দেশে আদর্শ আচরণ বিধি জারি হওয়ার পর সরকারি টাকা ব্যবহার করে সরকারি প্রকল্পের প্রচার করে জনগণকে খোলা বার্তা দেওয়া হয়েছে যা নিয়মবিরুদ্ধ। শুধু তৃণমূল নয়, বিকশিত ভারতের হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ নিয়ে আপত্তি তুলে একাধিক অভিযোগ দায়ের হয় নির্বাচন কমিশনে। আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ পেয়েই কমিশন নড়েচড়ে বসে। বৃহস্পতিবার নির্দেশিকা দিয়ে কমিশন জানিয়ে দেয়, এই মেসেজ পাঠানো বন্ধ করতে হবে অবিলম্বে। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে এই নির্দেশিকাও পাঠিয়ে দিয়েছে কমিশন। নির্দেশ কার্যকরের পরে সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে কমিশনের কাছে। তবে কেন্দ্রের তরফেও সাফাই দেওয়া হয়েছে বিকশিত ভারতের মেসেজ নিয়ে। তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার আগেই এই মেসেজ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে সকলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। নির্বাচনের দিনক্ষণ প্রকাশ হওয়ার আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই চিঠি।

Name Change

I, Pradeep Kumar (old name) S/O Sivanachari Kolliapalathu Sankaran Achari, residing at ATRI GREEN APPT, 5E, 5TH, FLOOR KAMALGAZI, RAJPUR SONARPUR, SOUTH 24 PARGAHAS- 700103, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) C S PRADEEPKUMAR (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. C S PRADEEPKUMAR (new name) and Pradeep Kumar (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Preethi Pradeep (old name) W/O C S PRADEERKUMAR, residing at ATRI GREEN APPT, 5E, 5TH, FLOOR KAMALGAZI, RAJPUR SONARPUR, SOUTH 24 PARGAHAS- 700103, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Preethi Bhaskaran (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Preethi Bhaskaran (new name) and Preethi Pradeep (old name) both are same identical person.

Name Change

I RUPENDER SIINGH, S/O -BALBINDAR SINGH, R/O- HARIRAM GALE, NEAR GURUDWAR,PANAGARH DIST, PASCHIM BARDHAMAN, PIN-713148, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUPENDER SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2024, THAT RUPENDER SIINGH AND RUPENDER SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

গার্ডেনরিচে বহুতল ভাঙার ঘটনায় আরটিআই করলেন শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আরটিআই করলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১৭ মার্চ, রবিবার মাঝরাতে গার্ডেনরিচে নির্মীয়মান পাঁচতলা বাড়ি ভেঙে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে । জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হচ্ছিল । এই ঘটনায় তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন জানালেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু । তাঁর সরাসরি অভিযোগ মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ স্থানীয় কাউন্সিলর শাম ইকবালকে নিয়ে। এক কথায় বলা যায়, কলকাতা পুরনিগমের অস্বস্তি আরও বাড়ালেন তিনি। দুর্ঘটনার দিনই বড়সড় টুইট করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। দাবি করেছিলেন, গার্ডেনরিচ এলাকায় অন্তত ৮০০ বহুতল বেআইনিভাবে তৈরি হয়েছে। এই ব্যাপারে প্রশাসন জানত না, এটা হতে পারে না। তাঁর দাবি ছিল, গোটা ঘটনার নেপথ্যে স্থানীয় কাউন্সিলর, প্রোমোটার, এলাকার পুলিশের যোগসাজস রয়েছে। এবার এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই আরটিআই করলেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০১০ সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত কোথায় কতগুলি বাড়ি তৈরির প্ল্যানে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, কতগুলি বাতিল করা হয়েছে, সব তথ্য তিনি জানতে চেয়েছেন। শুভেন্দু টুইট করে বলেন, গার্ডেনরিচের দুর্ঘটনার পর কলকাতা পুরসভার ব্যর্থতা সকলের সামনে এসে গেছে। বিরোধী দলনেতার কর্তব্য হিসেবে আমি তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা শুরু করেছি। এই তথ্য হাতে চলে এলে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে অনেক বেশি সজাগ হওয়া যাবে। সেই কারণেই আমি আরটিআই করলাম। ১ জানুয়ারি ২০১০ সাল থেকে ১৮ মার্চ ২০২৪ সাল পর্যন্ত নির্মাণ

সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য চেয়েছেন তিনি। মোট সাত দফা প্রশ্ন তুলে ধরেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেয়র ফিরহাদ হাকিম কার্যত বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ মেনে নেন। প্রথমে বাম আমলের ওপর এর দায় চাপালেও পরে কিছুটা ভিন্ন সুর ছিল ফিরহাদের। বুধবার অবশ্য বিল্ডিং বিভাগের সব আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মেজাজ হারান মেয়র। বিল্ডিং বিভাগের শোকজ হওয়া আধিকারিকদের মধ্যে এক সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে বৈঠকের মাঝেই তিনি কার্যত ধমক দেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, হয় আপনি অপদার্থ, নয়তো চোর। আপনার গাফিলতিতেই এত মৃত্যু !

খুচরো ২৫ হাজার টাকার জামানত দিলেন মধ্যপ্রদেশের নির্দল প্রার্থী

জব্বলপুর, ২১ মার্চ ঃ নির্বাচনে প্রার্থী হতে জামানতের পুরো ২৫ হাজার টাকাই খুচরো কয়েনে জমা দিলেন মধ্যপ্রদেশের এক নির্দল প্রার্থী। বিনয় চক্রবর্তী নামে ওই প্রার্থী এখন এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরের নির্দল প্রার্থী বিনয় চক্রবর্তী প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়নপত্র তুলেছেন। সেইমত তিনি জামানতের জন্য ব্যাগ ভর্তি টাকা নিয়ে সটান হাজির হন জেলাশাসকের দফতরে। কিন্তু ব্যাগ খুলতেই দেখা যায়, তাঁর ব্যাগ ভরতি খুচরো পয়সা। জামানতের পুরো ২৫ হাজার টাকাই খুচরো ২ টাকা, ৫ টাকা আর ১০ টাকার কয়েনে। সকলে অবাক হলেও জামানতের জন্য নিয়ে আসা ২৫ হাজার টাকাই তিনি জমা দেন জেলাশাসকের দফতরে। জেলাশাসকের দফতর থেকে বিনয়ের এই টাকা গ্রহণ করে রসিদও দেওয়া হয়।

ভোটের জন্য পিছল পরীক্ষা, জানা গেল সিভিল সার্ভিসের নতুন রুটিন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বেজে গিয়েছে লোকসভা নির্বাচনের ডঙ্কা। ভোটের দিনক্ষণ ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রায় আড়াই মাস পিছিয়ে গেল প্রিলিমসের দিনক্ষণ। বুধবার ইউপিএসসির তরফে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে, প্রিলিমস পরীক্ষা আগামী ২৬ মার্চের বদলে হবে ১৬ জুন। এরপর সেপ্টেম্বরের ২০ তারিখ থেকে ৫ দিন ধরে অনুষ্ঠিত হবে ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসের মূল পর্বের লিখিত পরীক্ষা বা ‘মেইনস’। নতুন করে অ্যাডমিট ডাউনলোডের দিনক্ষণও ঘোষণা করেছে ইউপিএসসি। এ বছর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১০৫৬টি শূন্যপদ এবং -এর জন্য ১৫০টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য গত ১৬ মার্চ লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন । মোট ৭ দফায় প্রায় দেড়মাস ধরে চলবে এই ভোটপ্রক্রিয়া। ততদিন পর্যন্ত এই বিজ্ঞাপনগুলি বন্ধ রাখতে হবে। ভোটপ্রক্রিয়া চলবে ৭ জুন পর্যন্ত। সমস্যা হল, এই দীর্ঘ ভোটপ্রক্রিয়া চলাকালীন কোনওরকম সরকারি কাজ হয় না। যে কারণে ইউপিএসসি পরীক্ষাও পিছিয়ে দিতে হল।ইউপিএসসি-র সিভিল সার্ভিস পরীক্ষাকে ভারতের অন্যতম কঠিন পরীক্ষা বলে বিবেচনা করা হয়। আইএএস, আইপিএস এবং আইএফএস হওয়ার জন্য প্রতি বছর কয়েক লাখ চাকরিপ্রার্থী এই পরীক্ষায় বসেন। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই ঠিক হয় আগামী দিনে কাদের হাতে থাকবে ভারতের নীতি নির্ধারণের ভার। আর এ হেন পরীক্ষাই পিছিয়ে গেল লোকসভা ভোটের জন্য।

Name Change

I, Ajit Kumar Pal (old name) son of Atul krishna Pal presently residing at Phool Phutuk Appt.,1st Floor, Flat No.1B, 428, Sahid Hemanta Kumar Bose Sarani, P.S- DumDum, Kolkata-700074, West Bengal, Shall henceforth be known as Ajit Pal (new name) as declared before the Ld Metropolitan Magistrate, Kolkata. That Ajit Kumar Pal (old name) and Ajit Pal (new name) both are same and identical person.

Name Change

I, Koushik Biswas (old name) S/O Kalipada Biswas, residing at Vill-Poaltore, P.O.- Poschim Monoherpur, Raiganj, Pin- 733123, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Koushik Chandra Biswas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Koushik Chandra Biswas (new name) and Koushik Biswas (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Mokalsur S/o Majedar Rahaman Baidya R/o Khayerpur, Swastayan Gachhi, P.O. + P.S.- Polerhat, Dist.- 24 Pgs (S), Pin-700135 shall henceforth be known as Moklesur Baidya. I declare that Moklesur Baidya and Mokalsur is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-03-2024.

Name Change

I, Sk Mahmood Alam (old name) S/O Abdul Hakim, residing at 22/3, Kabitirtha Sarani, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Mahmood (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Sk Mahmood (new name) and Sk Mahmood Alam (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Shobha Lowranc (পুরাতন নাম) স্বামী Ranjeet Lawrance, ঠিকানা- 1D, Kustia Road, P.O.- Tiljala, P.S.- Tiljala, Kolkata- 700039, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 21.03.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shobha Lawrance (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shobha Lawrance (নতুন নাম) এবং Shobha Lowranc (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Sk Mehamud Alam (old name) S/O Abdul Hakim, residing at 22/3, Kabitirtha Sarani, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Mahmood (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Sk Mahmood (new name) and Sk Mehamud Alam (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Arita Sen (পুরাতন নাম) স্বামী Niladri Sen ঠিকানা - 201, Santusthi Co Op Hsg Soc Ltd, Urbashi Phase-III, City Centre, Durgapur-713216, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arita Chattoraj (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 34-24 Dated 21.03.2024 Arita Sen (পুরাতন নাম) এবং Arita Chattoraj (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Rampada Ghoroi (Old name) S/O Asutosh Ghoroi, Residing at 36 No Hatisur Colony, Prantik Pally, P.S.- Kasba, Kolkata- 700042, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rampada Ghorai (New name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Rampada Ghorai (New name) and Rampada Ghoroi (Old name) both are same identical person.

Name Change

I SHEIKH JOHAR ALI, S/O- SK NIYAMAT ALI, R/O- BAGBERIA, MADANPUR KRISHNAPUR, P S- MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS KOLKATA- 700128, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK JOHAR ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2024, THAT SHEIKH JOHAR AND SK JOHAR ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Swapna Debnath (old name) W/O Tarak Debnath, residing at Vill.- Rudrapur, P.O.- Rudrapur, P.S.- Baduria, Dist- North 24 Pgs, Pin-743401, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Swapna Nath (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Swapna Nath (new name) and Swapna Debnath (old name) both are same identical person.

জনসংযোগ বিভাগ, উত্তর পূর্ব রেল, গোরখপুর

গোরখপুর, ২১ মার্চঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, মিসেস সৌম্য মাথুরের প্রধান আতিথেয়তায়, ১৭ থেকে ২২ মার্চ ২০২৪-এ উত্তর পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস, জেলা ইউনিয়ন-গোরখপুর দ্বারা ৮ তম জেলা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। স্কাউট কুটির, গোরক্ষপুর।। ২১শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে জেলা সমাবেশের সমাপ্তির প্রাক্কালে আয়োজিত মহাশিবরাগ্নি কর্মসূচিতে, প্রধান অতিথি, মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে এবং প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীমতি সৌম্য মাথুর, প্রদীপ জ্বালিয়ে মহাশিবরাগ্নি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এবং ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি ও উত্তর পূর্ব রেলের অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক শ্রী ডি.কে. সিং করেছেন। এ সময় প্রধান বিভাগীয় প্রধান ও রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা ইউনিয়ন গোরক্ষপুর থেকে প্রায় ৩০০ স্কাউট এবং গাইড, রোভার, রেঞ্জার এবং জেলা কর্মকর্তারা এই জেলা সমাবেশে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহাব্যবস্থাপক মিসেস সৌম্য মাথুর এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস সংস্থাই বিশ্বের একমাত্র সংগঠন যা নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ, দেশসেবা এবং নিঃস্বার্থভাবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করে। নেতৃত্বের ক্ষমতার বিকাশের সাথে সাথে, তারা মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকার মাধ্যমে সমাজের সেবা করতে অনুপ্রাণিত করে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে। তিনি বলেন, তাদের সন্তানদের এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে যাতে তারা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে তাদের চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে পারে এবং সমাজের উন্নয়নে অমূল্য অবদান রাখতে পারে। তিনি আরো বলেন, আপনি যে উদ্দেশ্যে এই সংগঠনের সাথে যুক্ত আছেন সেই উদ্দেশ্যে অনুগত

থাকুন, দেশ ও সমাজের সেবা করুন এবং অন্যকে সচেতন করুন। মহাব্যবস্থাপক মিসেস মাথুর স্কাউটস ও গাইডের শিশুদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই উপলক্ষ্যে মুখ্য প্রশাসনিক আধিকারিকপ্রকল্প এবং মুখ্য রাজ্য কমিশনার, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে ভারত স্কাউটস এবং গাইড শ্রী বি. এস. দোহরে বলেন, স্কাউট ও গাইডদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও শৈল্পিক দক্ষতার পাশাপাশি স্কাউট ও গাইডদের দক্ষতা বৃদ্ধি করাই এই সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য। প্রধান জেলা প্রশাসক শ্রী রবিন্দর মেহরা প্রধান অতিথি এবং উপস্থিত সকল অতিথিকে স্বাগত জানান। এই উপলক্ষে, সিনিয়র ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এবং চিফ ভিজিল্যান্স অফিসার মিঃ নীলমণি, সেক্রেটারিজেনারেল ম্যানেজার মিঃ আনন্দ ঋষি শ্রীবাস্তব, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজারজেনারেল মিঃ কৃষ্ণ চন্দ্র সিং, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং সিনিয়র পাবলিক রিলেশন অফিসার জনাব সি.পি. চৌহান, রাজ্য প্রশিক্ষণ কমিশনার (স্কাউট) অনুজ রঞ্জন, সিনিয়র নেতা প্রশিক্ষক অশোক মহর্ষি, জেলা সংগঠন কমিশনার (স্কাউট) অরবিন্দ চন্দ, জেলা সংস্থা কমিশনার (গাইড) সারিকা রাই, জেলা সম্পাদক শৈলেশ কুমার শ্রীবাস্তব এবং প্রধান দফতরের প্রধান বিভাগীয় প্রধান, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এসময় রেলওয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা প্রশাসক (স্কাউট) দিলীপ কুমার।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election-2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Kushmandi-PS" NIQ No: DDED/NIQ- 65 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

Name Change

I SHEIKH SAHIDUL ISLAM, S/O- SK JOHAR ALI, R/O- BAGBERIA, MADANPUR KRISHNAPUR, P S- MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS KOLKATA- 700128, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAHIDUL ISLAM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2024, THAT SHEIKH SAHIDUL ISLAM AND SK SAHIDUL ISLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Amenur Molla (old name) S/O Haten Molla, residing at Gopalpur Dakshin Para, P.S.- Falta, Dist- South 24 Pgs, Pin- 743504, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aminur Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 21/03/2024. Aminur Molla (new name) and Amenur Molla (old name) both are same identical person.

মার্চের শেষ রবিবার ব্যাঙ্ক খোলা রাখার নির্দেশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ ঃ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বলেছে যে ৩১ মার্চ রবিবার সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত সব ব্যাঙ্কের শাখা খোলা থাকবে। যাতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রসিদ এবং অর্থপ্রদান সংক্রান্ত সমস্ত সরকারি লেনদেনের হিসাব রাখা যায়। মার্চের শেষদিনে সব ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে। বিশেষত অর্থবর্ষের শেষদিন হওয়ায় বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলির হিসাবের ক্লোজিং হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ও কিছু বেসরকারি ব্যাঙ্ক সরকারি পেনশন ও বেতনের লেনদেনেরও কাজ করে। তাই সকলের সুবিধার্থে যাতে রবিবার হলেও ব্যাঙ্ক খোলা হয়, সে বিষয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সব ব্যাঙ্কের সব শাখা নয়। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী, যে সকল ব্যাঙ্কের শাখা সরকারি লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত, সেই সকল ব্যাঙ্কের শাখাকে খোলা রাখতে বলা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে, আয়কর বিভাগ জানিয়েছিল যে, ২৯ মার্চ থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহান্তের ছুটি কর-সম্পর্কিত কাজের জন্য বাতিল করা হয়েছে। ২৯ মার্চ গুড ফ্রাইডের ছুটি, ৩০ মার্চ শনিবার, ৩১ মার্চ রবিবার।

এপিএইচএলসি-প্রার্থী জন ইংতি কাথারের নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গে

হাফলং (অসম), ২১ মার্চ ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ডিফু লোকসভা আসনের অন্তর্গত কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলার রাজনৈতিক বাতাবরণ ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে আগামী ২৬ এপ্রিল ডিফু লোকসভা আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এবার ডিফু লোকসভা আসনে কংগ্রেস, বিজেপি, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অটোনমাস স্টেট ডিমান্ড কমিটি (এএসডিসি), অল পার্টি হিলস লিডার্স কনফারেন্স (এপিএইচএলসি), গণ সুরক্ষা পার্টি-র মতো দলের প্রার্থী রয়েছেন। বিজেপির হয়ে ভোট ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন অমরসিং টিসু, কংগ্রেসের জয়রাম ইংলেং, এএসডিসির জৎসন বে, এপিএইচএলসি-র অবসরপ্রাপ্ত আইএএস জন ইংতি কাথার এবং গণ সুরক্ষা পার্টির বার্নাড সাংমাং। ইতিমধ্যে এপিএইচএলসি-প্রার্থী জন ইংতি কাথার নির্বাচনের জন্য জোর প্রচার অভিযান শুরু করেছেন। এবার জন ইংতি কাথার নির্বাচনে জয়ী হলে সিএএ-র বিরুদ্ধো সোচ্চার হবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি ডিফুতে এক নির্বাচনী প্রচারে কার্বি আংলং ও ডিমা হাসাও জেলার জনজাতিদের স্বার্থে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার করে ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের রূপায়ণ সহ স্বশাসিত রাজ্যের দাবির পাশাপাশি সিএএ-র বিরোধিতা করবেন নির্বাচনে জয়ী হলে বলে জানিয়েছেন।

পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে উত্তর পূর্বসীমান্ত রেলওয়েতে ডায়নামিক কিউআর-এর মাধ্যমে ইউটিএস টিকিট প্রক্রিয়া শুরু

মালিগাঁও, ২১মার্চঃ উত্তর পূর্ব সীমান্তরেলওয়েতে প্রথমবারের জন্য গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে ডায়নামিক কিউআর-এর মাধ্যমে আনরিজার্ভড টিকেটিং সিস্টেম (ইউটিএস)-এট্রেন টিকিট উৎপন্ন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি ধীরে ধীরে দেশের সবগুলি জোনেই শুরু করা হচ্ছে এবং যাত্রীরা ইউটিএস-এর মাধ্যমে টিকিট সংগ্রহ করা সুবিধা জনক বলে বিবেচনা করেছেন।

এটি হলো টিকিট বুকিং করার সময় তিনটি ‘সি’ তথা কনট্যাক্ট লেসটি কেটিং (সংস্পর্শহীন টিকিট কাটা), ক্যাশলেস ট্র্যান জেকশন (নগদহীন লেনদেন) ওকাস্টোমার কনভেনিয়েন্স (গ্রাহক সুবিধা) এবং অভিজ্ঞতা প্রচারের লক্ষ্যের সাথে ডিজিটাইজেশন উদ্যোগের একটি অংশ। ডায়নামিক কিউআর-এর মাধ্যমে ইউটিএস টিকিট উৎপন্ন করার লক্ষ্য হলো বর্তমানের ভার্চুয়াল পেমেন্ট অ্যাড্রেস (ভিপিএ)-এর মাধ্যমে ইউপিআই ব্যবহার করার কষ্টকর প্রক্রিয়াটি

নির্মূল করা। এর আগে যাত্রীদের ভিপিএ অ্যাপ্লিকেশনে একটি লিংক উৎপন্ন করার জন্য কর্তব্যরত বুকিং ক্লার্কের সাথে নিজেদের ইউপিআই আইডি শেয়ার করতে হতো। এরপর, ভিপিএ অ্যাপ্লিকেশনে লিংকটি ব্যবহার করে যাত্রীরা টিকিটের টাকা পরিশোধ করতে সক্ষম হতেন।

বুকিং সিস্টেমে পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পর যাত্রীদের জন্য টিকিট উৎপন্ন করা হতো। ডায়নামিক কিউআর- এর মাধ্যমে টিকিট উৎপন্ন করার এই নতুন প্রক্রিয়াটি বুকিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অসংরক্ষিত টিকিট ক্রয় করা, টিকিট কাউন্টারে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন হ্রাসকরা এবং ব্যবহার কারীদের ডিজিটাল বুকিং প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শুরু করা হয়েছিল।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election- 2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Hili-PS" NIQ No: DDED/NIQ-58 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election-2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Gangarampur-PS" NIQ No: DDED/NIQ-57 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

Name Change

I, Girindra Sarkar (old name) S/O Banbihari Sarkar, residing at Vill.- Raghunathpur, P.O.- Raghunathpur, P.S.- Matia, Dist- North 24 Pgs, Pin-743428, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Girindra Nath Sarkar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 18/03/2024. Girindra Nath Sarkar (new name) and Girindra Sarkar (old name) both are same identical person.

Name Change

I MURLI AGARWAL,SON OF PANNALAL AGARWAL, RESIDING AT 122/2 TIRATH RESIDENCY, BLOCK-C, BANGUR AVENUE, NORTH NORTH 24 PARGANAS - 700055, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURLI KUMAR AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2024.THAT MURLI AGARWAL AND MURLI KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ASIFA WAHID, W/O MD KASHIF ANSARI, R/O I - 204, PAHARPUR ROAD,GARDEN REACH,KOLKATA-700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIFA KASHIF ANSARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2024, THAT ASIFA WAHID AND ASIFA KASHIF ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD AHIDUL SAIEKH,SON OF MOHAMMAD ECHA SAIEKH, RESIDING AT VILL & PO - KULESWAR,PS-DIAMOND HARBOUR, SOUTH24PARGANAS - 743375,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHAMMAD AHIDUL SEIKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2024.THAT MOHAMMAD AHIDUL SAIEKH AND MAHAMMAD AHIDUL SEIKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ,THE SPELLING OF NAMES SUBASIS DHAR, SUBHASHIS DHAR AND SUBHASIS DHAR SON OF LT. BISWANATH DHAR RESIDING AT VILL- NIBADHUI GOVT.COLONY (NETAJI NAGAR), PO AND PS - DUTTAPUKUR, NORTH 24 PARGANAS 743248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHASHISH DHAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/03/2024.THAT SUBHASHISH DHAR, SUBHASIS DHAR, SUBHASHIS DHAR AND SUBASIS DHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON .

নাম পরিবর্তন

আমি Anees Alam Sultan Ahmed (পুরাতন নাম) পিতা Sultan Ahmed ঠিকানা 22D, 2nd Floor, Chandra Nath Roy Road, Sapgachhi Auto Stand, Kolkata, Tiljala, 24 Pgs (S), Pin-700039, W.B. কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 21-03-2024 এর Affidavit no. 72/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anees Alam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anees Alam (নতুন নাম) ও Anees Alam Sultan Ahmed (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

বসন্ত বন্দনা শিক্ষাসত্রেঃ সম্ভাবনা নেই বিশ্বভারতীর নিজস্ব বসন্ত বন্দনার

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২১ মার্চ ঃ অতিমারীর পর বসন্ত উৎসব আজও বন্ধ বিশ্বভারতীতে। তবে, অতীতে বসন্ত উৎসব না হলেও ছোট করে বিশ্বভারতীর নিজস্ব বসন্ত বন্দনা হয়েছে। এবার সেই ঘটনারও ব্যতিক্রম ঘটলো। মার্চের প্রথম সপ্তাহে পাঠ ভবনে বসন্ত বন্দনার পর, ২২ মার্চ বসন্ত বন্দনা করতে চলেছে শিক্ষাসত্র। শিক্ষা সত্রের অধ্যক্ষা তমালি মজুমদার জানান, প্রভাত ফেরি হবে না। তবে নাচ, গান, কবিতা পাঠ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। শিক্ষা সত্রের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করবে। তার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। সূত্রের খবর, পৌষমেলা উদ্বোধন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। তারপর পৌষ উৎসব নিয়ে হেলদোল দেখায় নি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৭ সালের 'শ্রীপঞ্চমী' তিথিতে বালক শমীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনে 'বসন্তোৎসব'-এর সূচনা করেছিলেন। সেই সময়ের উৎসবের মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় সুজাতা মিত্রের একটি স্মৃতিচারণায়। তিনি লিখেছেনঃ বসন্তোৎসবের জন্য উত্তরায়ণে 'উদয়ন' বাড়িতে গুরুদেবের নির্দেশনায় অনেক-দিন ধরে মহড়া চলত। --- মাস্টারমশাইরা সুন্দর করে আম্রকুঞ্জ সাজিয়ে দিতেন। মাঝখানের বেদীতে থাকত গুরুদেবের বসার আসন। তার পাশে ক্ষিতিমোহন সেন এবং অন্যান্য আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসতেন। কলাভবনের ছেলেরা অনেকদিন ধরে পরিশ্রম করে সারা আম্রকুঞ্জ আল্পনায় ভরিয়ে দিত।---যে মেয়েরা নাচতে পারত, তারাই নাচে যোগ দিত। নাচের মেয়েদের সাজিয়ে দিতেন কলাভবনের মাস্টারমশাইরা। আমরা হলুদ কাপড় পরে হাতে নিতাম আবির ও ফুল। প্রসেশন করে পুরোনো লাইব্রেরির বারান্দার কাছে এসে নাচ শুরু করতাম, নাচতে নাচতে এগিয়ে যেতাম আম্রকুঞ্জের দিকে। 'খোল্ দ্বার খোল্' গানের সঙ্গে আম্রকুঞ্জের আল্পনাকে কয়েকবার প্রদক্ষিণ করে শেষ হত আমাদের নাচ। ১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ দোল পূর্ণিমার দিনেই বসন্তোৎসব হয়। সদ্যপ্রয়াত (২৮ ফেব্রুয়ারি) কমলা নেহরুর স্মরণে কবি সেদিন সকালে মন্দির-ভাষণে বলেন, 'আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব।--- আমাদের আশ্রমের এই বসন্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিন রূপে গ্রহণ করছি।' বসন্তোৎসবের দিনটিকে প্রয়াতের স্মরণেরও দিন হিসেবে গ্রহণ করে যে বক্তৃতা করেছিলেন কবি, তার মধ্যেই নিহিত ছিল কবির চিরকালীন বসন্তভাবনার অন্তঃসার। রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' উচ্ছ্বাস বা উন্মাদনার ঋতু নয়। তার খুব গভীরে থাকে একরকম সাবলাইম বিরহচেতনাও। সেই বিরহ 'বিশ্বসাথে', প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়ার আত্যন্তিক ব্যাকুলতা-সঞ্জাত!

সীমান্ত কাঁটাতারের ওপারে ভোট প্রচার করলেন বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ মার্চ ঃ সীমান্ত কাঁটাতারের ওপারে ভোট প্রচার করলেন মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।এই কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার। আর কাঁটাতারে ওপারে বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা আজও নিজ ভুমিতে পরবাসী হয়ে রয়েছেন। স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়েও দুই দেশের সীমান্ত কাঁটাতার প্রায় ৩০০টি পরিবারকে পরাধীন করে রেখেছে। কার্যত বন্দী জীবনযাপন করছেন সীমান্ত কাঁটাতারের ওপারে ৩০০ টি পরিবার। মালদা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের কালিয়াচক থানার অন্তগর্ত মহব্বতপুর, হাদিনগর সহ বেশ কয়েকটি কাঁটাতারের ওপারে গ্রাম রয়েছে। এই গ্রামে একসময় বসবাস করতেন প্রায় এক হাজারের বেশী পরিবার। কিন্তু সীমান্তে কাঁটাতার দেওয়ার পর আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবার এপারে চলে এসেছেন। কিন্তু আজও আর্থিকভাবে দুর্বল প্রায় ৩০০টি পরিবার রয়ে গেছে কাঁটাতারের ওপারে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নিয়মমত খোলা হয় সীমান্তের দরজা। আর বন্ধও হয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর নিয়মে। দিনের কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই এলাকার বসবাসকারীদের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সহ রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করতে হয়। সেই সময়ে বাড়িতে খাওয়ার জলটুকুও নিতে হয়। এই এলাকায় ভোট প্রচারে গিয়ে বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন মনোহারা বিবি,সঞ্জয় মন্ডল, নকিমুদ্দিন সহ একাধিক বাসিন্দাদের এমন জীবনের জন্য দায়ী এলাকার সাংসদ তথা কংগ্রেস নেতা আবু হাসেম খান চৌধুরী। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে এই এলাকার সাংসদ একই পরিবারের সদস্যরা। তারা ভোটে জিতে এলাকার খবর রাখেন না। তাই আজকের দিনে এমন করুণ পরিস্থিতে বসবাসকারী বাসিন্দারা রয়েছেন। শুধু তাই নয় তৃণমূল কংগ্রেসকেও একইভাবে কাঠগড়ায় তুলেছেন শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী। তাঁর দাবী এলাকার সাংসদ ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে সরব হয়ে সমস্যা সমাধান করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা নীরবেই থেকেছেন। এলাকায় একটি আইসিডিএস সেন্টার নেই। নূন্যতম পরিসেবা নেই এলাকায়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে মাথার ছাদ হয় নি। প্রধানমন্ত্রী জল মিশনের মাধ্যমে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু তা করা হয় নি।ফলে স্বাধীন ভারতের নাগরিক হয়েও রয়েছে পরাধীনভাবে। এর দায় কেবল এলাকার নির্বাচন শাসকদলের প্রতিনিধি ও কংগ্রেস দলের সাংসদের।

চৈত্রের বৃষ্টিতে মুর্শিদাবাদ জেলার আমের পৌষমাস, আনাজে সর্বনাশ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ মার্চ ঃ চৈত্র মাসে টানা বৃষ্টি। তার জেরেই মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ নিচু জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে গ্রীষ্মকালীন আনাজের সঙ্গে ফুল চাষেও ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। তবে এই বৃষ্টিতে ধান ও আম চাষের লাভ হবে বলে আশাও রয়েছে। বিশেষ করে বৃষ্টিতে আমের মুকুল ঝরে পড়বে না, বরং বোঁটা শক্ত হবে বলে জানাচ্ছেন আমচাষিরা। তাই এ যেন কার্যত আমের পৌষমাস, আনাজের সর্বনাশ! কখনও মাঝারি বৃষ্টি, কখনও হালকা বৃষ্টি নাগাড়ে হয়ে চলেছে। গ্রীষ্মকালীন বেগুন, কুমড়ো, লাউ, পটল, উচ্ছে, ঝিঙে, লঙ্কা-সহ নানা ধরনের আনাজ চাষ হয়। বিস্তীর্ণ এলাকায় আনাজ ও ফুল চাষ হয়। সেই সব এলাকার চাষিরা উদ্বিগ্ন। গ্রামের আনাজ চাষি মজিবর সেখ বলেন, ''মাঠে এই সময়ে আমার এক বিঘা জমিতে ফুলকপি, ১৫ কাঠা জমিতে লঙ্কা ও পটল চাষ করেছি। মাঠে জল দাঁড়িয়ে গেছে। ফুলকপি পচে যাবে, লঙ্কা গাছ মরে যাবে। চাষিরা জানাচ্ছেন, গত বছরও অকালবৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি হয়েছিল। মহাজনের ধারদেনা শোধ করে এ বছর গ্রীষ্মকালীন আনাজের চাষ করেছিলেন। কিন্তু যা পরিস্থিতি খরচের টাকা উঠবে কি না সন্দেহ। তবে উঁচু জমিতে জল না দাঁড়ানোয় সেখানে আনাজের ক্ষতির আশঙ্কা নেই বলে আশ্বাস দিয়েছে কৃষি দফতর। জেলার কৃষি দফতরের আধিকারিকেরা বলেন, মাঠ থেকে জল অবিলম্বে বের করে দিতে হবে। যদি জল দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে আনাজের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে এতে আম চাষের ক্ষেত্রে লাভ হবে বলে ব্লক কৃষি দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে। গত বছর আমের ফলন ভাল হয়নি। আম চাষি কাবিল সেখ বলেন, ৪ টি আম বাগান কিনে গাছ পরিচর্যা করছি। ভাল মুকুল হয়েছে। বৃষ্টি হওয়ায় আমের মুকুল ঝরে পড়বে না। আমের গুটি শক্ত হবে। বাজার ভাল থাকলে এ বার কিছুটা লাভের মুখ দেখব। কৃষি আধিকারিকের পরামর্শ, যদি এই রকম আবহাওয়া চলতে থাকে তা হলে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশে বড়ঞার ফুটপাত থেকে দখলদারি সরাল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২১ মার্চ ঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ফুটপাত থেকে বেআইনি দখলদারি সরাল প্রশাসন। বড়ঞার ডাকবাংলা এলাকায় ফুটপাত উচ্ছেদে পুলিশকে নিয়ে নামে স্থানীয় প্রশাসন। এই দখলদারি উচ্ছেদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই হল যানজটের সমস্যা মোকাবিলা করা। প্রসঙ্গত, বড়ঞার ডাকবাংলা চৌমাথা থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক রোডে দুই ধারে ফুটপাত ও বিভিন্ন দোকানের দৌরাত্ম্যে ব্যাপক যানজটের শিকার হতে হয় সাধারণ নাগরিকদের। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই ওই এলাকার সমস্ত ছোট ব্যবসাযীদের ডেকে ওই স্থান খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও ব্যবসায়ীরা রাস্তার পাশে থেকে উঠতে চাননি। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের ওর ফুটপাত দখলমুক্ত করার অভিযানে নামে প্রশাসন। বড়ঞা থানার ওসি অতনু দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বিডিও গোবিন্দ দাস নিজে উপস্থিতি থেকে আজ এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করেন। এদিকে ওই এলাকার ব্যবসায়ীদের রুটি-রুজির কথা চিন্তা করে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হলেও কেউ রাজি হননি বলে বিডিও জানিয়েছেন। বিডিও জানান, অনেক আগে থেকেই একটা মামলা চলছিল কলকাতা হাইকোর্টে। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে রাস্তার ধারে দোকান খালি করতে হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করা হলেও তাঁরা অন্য জায়গায় সরে যেতে রাজি হননি। মোট ৪৪ টি দোকান ছিল এলাকায়। এদিকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, রাজ্য সড়কের উপর যে দোকান ছিল তা উঠিয়ে দেওয়ার ফলে আগামী দিনে কীভাবে সংসার চালবে বুঝে উঠতে পারছেন না। হঠাৎই নোটিশ জারি করে আমাদের দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে পাল্টা জানান স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

কেতুগ্রামে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আটক ২

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২১ মার্চ ঃ নিঁখোজের প্রায় ৭২ ঘঃটা পর পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামের সুলতানপুরে নাবালিকা পরিচারিকার দেহ উদ্ধার হয় বুধবার রাতে, বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকার মৃতদেহের ময়না তদন্ত হল বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। নাবালিকার পরিবারের অভিযোগ , ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে নাবালিকাকে। অভিযুক্তর বাড়ির সামনে তাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় বাসিন্দারা। নাবালিকা খুনের তদন্তে নেমে এক মহিলা সহ দুই জনকে আটক করে কেতুগ্রাম থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাবা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে আশ্রয় নেয় মেয়েটি। মামারাও গরিব। তাই পেট চালাতে মায়ের পাশাপাশি ১০ বছরের মেয়েটিও পরিচারিকার কাজ করত। কয়েকদিন ধরে গৃহস্থবাড়িতেই থাকতে হচ্ছিল মেয়েটিকে। ফোনে মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হত। কিন্তু গত সোমবার থেকে হঠাৎ ওই বাড়ি থেকে 'নিখোঁজ' হয়ে যায় মেয়েটি। কিছুতেই তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে মনিবের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে চিলেকোঠার ঘর থেকে দশ বছরের নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করেন স্থানীয়রাই। পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানার সুলতানপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হল ওই নাবালিকার দেহ। অভিযোগ, ধর্ষণ করে খুনের পর চিলেকোটার ঘরে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সুযোগ বুঝে কোথাও পাচার করে দেওয়া হত। দেহ উদ্ধারের পরেই গ্রামবাসীরা ওই বাড়ির সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। এই ঘটনায় পুলিশ পিয়েল শেখ নামে এক যুবক এবং তার মা রুবি বিবিকে আটক করেছে। কেতুগ্রামের রাইখাঁ গ্রামে মামাবাড়িতে থাকত ১০ বছরের নাবালিকা। তার জন্মের কয়েকমাসের মধ্যেই মেয়েটির বাবা তার মাকে ছেড়ে চলে যান। শিশুকন্যাকে নিয়ে মহিলা রাইখাঁ গ্রামে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। পরিচারিকার কাজে লাগেন। বছরখানেক আগে থেকেই নাবালিকাও তার মায়ের মতো পরিচারিকার কাজ শুরু করে। সুলতানপুর গ্রামে জালাল শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে নাবালিকাকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। জালাল শেখের বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী ও দুই ছেলে। তার মধ্যে বড় ছেলে জুয়েল বিবাহিত। ছোট ছেলে পিয়েল (২৪) অবিবাহিত। নাবালিকার এক আত্মীয় জানান, আগে সুলতানপুর যাতায়াত করত। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে রুবি বিবি ওকে বাড়িতে আসতে দিত না। ওদের বাড়িতেই থাকতে হত। গত শুক্রবার মেয়েটি রাইখাঁ গ্রামে আসার পর ওকে আবার নিয়ে চলে যায়। এরপর সোমবার থেকে হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না। জালাল শেখের বাড়িতে বারবার জিজ্ঞাসা করলেও ওরা বলছিল, মেয়েটি তো বাড়ি চলে গেছে। বুধবার সন্ধ্যার মুখে রাইখাঁ গ্রাম থেকে বেশকিছু লোকজন জালাল শেখের বাড়িতে যান। তারা জালাল ও রুবি বিবিকে চেপে ধরেন। চেপে ধরা হয় ছোট ছেলে পিয়েল শেখকে। তখন পিয়েল স্বীকার করে মেয়েটিকে শ্বাসরোধ করে খুন করে চিলেকোঠার ঘরে দেহটি রাখা আছে। গ্রামবাসীরা গিয়ে জালাল শেখের চিলেকোঠার ঘর থেকে নাবালিকার নিথর দেহ উদ্ধার করে। এরপর ওই পরিবারের লোকজন পালানোর চেষ্টা করলে পিয়েল শেখ ও রুবি বিবিকে আটক করে ফেলেন গ্রামবাসীরা। তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। যদিও কাটোয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কাশীনাথ মিস্ত্রি বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তারা ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন। ঘটনার তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় এলাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবী জানিয়েছে মৃতার পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

অধীরের বিরুদ্ধে লড়া মানে ব্রেটলির বিরুদ্ধে ব্যাট করা। কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি জালানেল ইউসুফ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২১ মার্চ ঃ ক্রিকেটের বাইশ গজ থেকে সোজা রাজনীতির অন্দরে। দু'বার বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানকে এবার বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে বেছে নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গত ১০ মার্চ ব্রিগেডের সভা থেকেই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি, লোকসভার

দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর দখলে। তবে বহরমপুরের টার্নিং পিচে পাঠানের আসল লড়াই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা এখানকার টানা পাঁচ বারের সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরীর বিরুদ্ধে। সেই লড়াই যে সহজ হবে না, রাজনীতিতে সদ্য অভিষেক হওয়া পাঠান খুব ভাল জানেন। তবে ইউসুফের ভরসা আছে দলের উপর। তাঁর বিশ্বাস, দলগত ভাবে ভাল খেললেই জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। যদিও দলের অন্দরে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর যিনি এর আগে ইউসুফ পাঠানের প্রার্থীতার বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাকে 'বহিরাগত' বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনিই আজকের সভা থেকে ইউসুফের হয়ে তাকে সমর্থন করে বিপুল ভোটে জয় করার আহ্বান জানালেন হুমায়ন কবীর। সাংবাদিক বৈঠকেও ছক্কা হাকালেন পাঠান। এদিন অধীর প্রসঙ্গে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্যকে তুলে ধরে ইউসুফ বলেন, দাদা আগেই বলেছেন, অধীরের বিরুদ্ধে লড়া মানে ব্রেটলির বিরুদ্ধে ব্যাট করা। কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে ইউসুফ পাঠান বলেন আমি তো রাজনীতির লোক নই। কিন্তু একটা সময়ের পর গিয়ে মনে হল কেনই বা রাজনীতিতে যাব না! আব্বা সবসময় বলতেন, যতটা সম্ভব মানুষের সেবা করো। নিঃস্বার্থে মানুষের পাশে থাকো। তাই ভাবলাম, মানুষের জন্য যদি আরও কাজের সুযোগ পাই, তাহলে কেন সেটা নেব না। মুর্শিদাবাদে দিনভর ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে ইউসুফের। তৃণমূল সূত্রে খবর, এর পর বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দুটি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের যোগদান কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারেন পাঠান। জোড়া বিশ্বকাপজয়ী তারকা ব্যাটার ইউসুফকে ঘিরে বহরমপুরবাসীর উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেস প্রার্থীর দাবি নিয়ে অবস্থানে কংগ্রেস কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার , ২১ মার্চ ঃ আলিপুরদুয়ারে কংগ্রেস প্রার্থীর দাবি নিয়ে অবস্থানে কংগ্রেস কর্মীরা। এদিন কংগ্রেসের জেলা দফতরের সামনে কংগ্রেস কর্মীরা অবস্থান শুরু করে। কংগ্রেস কর্মীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন জোট নিয়ে আমরা অন্ধকারে। আর এস পি একজন প্রার্থী দিয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কি জোট হয়েছে আমরা জানিনা। আমরা চাই আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রে হাত চিহ্নে র প্রার্থী। আমরা বিষয় টি জেলা সভাপতি কে জানিয়েছি। কর্মীদের এই অবস্থান কে সমর্থন করেছেন জেলার কার্যকরী সভাপতি শান্তনু দেবনাথ। তিনি বলেন বিষয়টি প্রদেশ নেতৃবৃন্দ কে জানিয়েছি। কংগ্রেস কর্মীদের কংগ্রেস প্রার্থীর দাবি ওঠায় জোটে যে জট তা পরিস্কার।

জেলা-আধিকারিকের বাংলো থেকে উদ্ধার তাঁর নিরাপত্তারক্ষীর মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ মার্চ ঃ বুধবার গভীর রাতে কোচবিহারে সিএমওএইচ বাংলো থেকে আচমকাই গুলি চলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। তারপর কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের বাংলো থেকে উদ্ধার হয় তাঁর নিরাপত্তারক্ষীর মৃতদেহ। সূত্রের খবর, নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকেই নিজের মাথায় গুলি করে করেন তিনি। বাংলোর নিরাপত্তারক্ষীর এই ঘটনায় রীতিমত চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা কোচবিহারে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কোতোয়ালি থানায় পুলিশ। তারপর মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে আচমকা এই গুলি চলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় সিএমওএইচ-এর বাংলো থেকে। তারপরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের বাংলো থেকে তাঁর নিরাপত্তারক্ষীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ''। জানা গেছে, দেহ উদ্ধার করে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিরাপত্তা রক্ষীর এভাবে আত্মহত্যার ঘটনায় ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। কেন বা কী কারণে তিনি এভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন? প্রশ্ন উঠছে একাধিক। কোচবিহার কোতোয়ালি থানার সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম শ্যামসুন্দর নার্জিনারি। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি নিজের সার্ভিস রিভলভার থেকে নিজের মাথায় গুলি চালিয়েছেন। তবে এটা আত্মহত্যা না অন্য কোনও ঘটনা সেই বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

আর্ট এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২১ মার্চ ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিদ্যানগর প্রশান্ত দাশগুপ্ত এডুকেশন অফ কলেজে নেচার অব দ্য ক্যানভাস নামক একটি সংস্থার উদ্যোগে আর্ট এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হলো এদিন বৃহস্পতিবার। এদিন অনুষ্ঠানে হাজির হন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। উদ্যোক্তাদের তরফে এক উদ্যোক্তা এদিন বৃহস্পতিবার তিনি জানান বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে অনেক বিএড কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, শুধুমাত্র বিএড কলেজ একটি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়, এই কলেজে আয়োজিত বিভিন্ন দেশ থেকে এনে শিল্পীদের নিয়েছে শিল্পকলা তারা তুলে ধরছে এটা একটি শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। আর্ট এক্সিবিশন চলবে আগামী ৩ দিন ২৩ তারিখ পর্যন্ত।

বগটুই কাণ্ডের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতেও রাজনীতি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ মার্চ ঃ বগটুই গনহত্যা কান্ডের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তিতে নিহতদের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানালো বিজেপি। দুপুরে পাশেই নিহতদের স্মৃতি উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানায় তৃণমূল কংগ্রেস। এলাকার মৌলবী ও ধর্মগুরুদের সঙ্গে নিয়ে নিহতদের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় রীতি পাঠ করা হলো। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ২১ মার্চ রাত্রি আটটা নাগাদ রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূলের ভাদু শেখকে বোমা মেরে খুন করা হয়। সেই রাতেই উতপ্ত হয়ে ওঠে বগটুই গ্রাম। খুনের বদলা নিতে কুপিয়ে ও আগুন জ্বালিয়ে খুন করা হয় ১০ জন শিশু ও মহিলাকে। এই ঘটনা রাজ্য রাজনীতি সরগরম হয়ে ওঠে। ২০২৩ সালের ২১ মার্চ সেই ঘটনার প্রথম বর্ষ পূর্তিতে বগটুই গ্রামে একই ঘটনায় দুটি শহিদবেদি তৈরি করা হয়। একটি শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। অন্যটিতে মাল্যদান করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। সেবার স্বজনহারাদের বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ফলে এবার আর বগটুই গ্রামেই গেলেন না আশিসবাবু। বৃহস্পতিবার ছিল সেই বগটুই গণহত্যা কান্ডের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্তি। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তারমধ্যে বগটুই ফের রাজনৈতিক দলগুলির নজরে। সকালে বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহার দাবি, স্বজন হারানো পরিবারের সদস্য মহিলাল শেখ সহ তার আত্মীয় স্বজনেরা বিজেপি দলের সঙ্গে যুক্ত। তাই একজন সহযোদ্ধা হিসেবে আমরা তার বাড়িতে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি নিহতদের প্রতি আত্মার শান্তি কামনা করে তাদের শ্রদ্ধা জানালাম। অন্যদিকে দুপুরে বগটুই গ্রামে অপর একটি শহিদবেদিতে মাল্যদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রামপুরহাট শহর সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি, ব্লক সভাপতি নীহার মুখোপাধ্যায়।

বিজেপি বিধায়কের বাড়িতে সভানেত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২১ মার্চ ঃ রাজনৈতিক সৌজন্যের ছবি দেখা গেল শহর শিলিগুড়িতে। রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সৌজন্যে সাক্ষী থাকলো গোটা রাজনৈতিক মহল। সম্প্রতি মাতৃ বিয়োগ হয়েছে শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের। আর বৃহস্পতিবার তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ। এদিন শংকর ঘোষের বাড়িতে গিয়ে তিনি তাকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি তার মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

নির্বাচন কমিটি ঘোষণা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ মার্চ ঃ যখন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারলো না, প্রার্থীর নাম আসায় দেওয়াল লিখনে থমকে আছে, তখন একাধারে প্রার্থীর নাম প্রকাশের সঙ্গে নির্বাচন কমিটি গঠন করে ফেললো বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। বীরভূম জেলায় দুটি লোকসভা কেন্দ্রে বীরভূম ও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কমিটি গঠন করলো সাংবাদিক সম্মেলন করে। বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান ডঃ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করলেন এই তালিকা।

বর্ধমানে হোটেলে আত্মঘাতী কলকাতার ব্যবসায়ী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২১ মার্চ ঃ শহর বর্ধমানের অনিতা সিনেমা লেন এলাকার এক হোটেলে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার তার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মৃত ব্যক্তির নাম পবন কুমার আগরওয়াল। বয়স ৬০ বছর। তার বাড়ি কলকাতার লেকটাউনে। ব্যবসায়িক সূত্রে তিনি বর্ধমানে প্রায় আসা যাওয়া করতেন এবং অনিতা সিনেমা লেন এলাকায় একটি হোটেলে প্রতিবারই তিনি উঠতেন বলে জানা গেছে। ওই হোটেলের কথা পরিবারের সদস্যদেরও জানা ছিল। বুধবারও তিনি ওই হোটেলে ছিলেন। পরে মৃতের পরিবারের সদস্যরা ফোনে তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তাকে ফোনে না পাওয়াতে হোটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা পরে দুর্ঘটনার কথা জানতে পারে। বর্ধমান থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ও ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। তবে কেন এই ধরনের কাজ তিনি করলেন তা বুঝে উঠতে পারছে না পরিবারের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার দুপুর ৩টে নাগাদ মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হলো বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

'অকাল তুষারপাত'

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২১ মার্চ ঃ সান্দাকফুতে 'অকাল তুষারপাত',

বরফে মোড়া চারিপাশ, পোয়া বারো পর্যটকদের। অসময়ে সেজে উঠেছে সান্দাকফু। কোনও আর্টিফিসিয়াল সজ্জা নয়। সাদা বরফের চাদরে এই জায়গাকে সাজিয়েছে প্রকৃতি। আর এতেই কার্যত পোয়া বারো পর্যটকদের। খুশিতে ডগমগ তাঁরা। হোটেল ব্যবসায়ীদের কথা মোতাবেক, এই সময় সান্দাকফুতে বরফপাত নেহাত গতানুগতিক বিষয় নয়। বরং বিস্তর আলাদা। আর এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশিতে ডগমগ পর্যটকরা। চারিপাশে সাদা পুরু আস্তরণ, কয়েক ইঞ্চি বরফে ঢাকল সান্দাকফু। সকাল থেকেই সান্দাকফুতে তুষারপাতের জেরে কিছু এলাকায় গাড়ি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এদিকে পাহাড়ে যখন তুষারপাত হচ্ছে তখন সমতলে শুরু হয়েছে বৃষ্টি।

মনোনয়ন জমা দিলেন নিশীথ প্রামাণিক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২১ মার্চ ঃ কোচবিহার লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। বৃহস্পতিবার মনোনযনপত্র জমা দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে জেলাশাসকের দফতরে দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুকুমার রায়, রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়কে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেন বিজেপি প্রার্থী। এদিন দুপুরে মদনমোহন বাড়ির সামনে প্রচুর বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের ভিড় হয়। ব্যান্ড বাজিয়ে বড় মিছিল জেলাশাসকের দফতরের সামনে পৌঁছায়।

পঞ্চায়েতে কর্মরত চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ মার্চ ঃ বিভিন্ন পঞ্চায়েতে কর্মরত চুক্তি ভিত্তিক জি আর এস, ভি এল ই এবং এসটিপি কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে নলহাটি দুই ব্লকের বিডিওর কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা বিভিন্ন পঞ্চায়েতে কর্মরত কিন্তু তাদের বেতন কাঠামো কিছুই হয় নি। নয় - দশ হাজার টাকা করে তাদের মাসিক ভাতা দেওয়া হয়। পাশাপাশি, সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন তাদের নির্বাচন ডিউটি থেকে তাদের অব্যাহতি দিয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিল। তাই কমিশনের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে তারা সরব হয়।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Construction of temporary sheds / accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom as well as electrification and installation of Electrical Appliances like electric bulb, fans, charging points and water reservoirs and generators etc at the Accommodation centers earmarked for CAPF Coy/SPF coy. in c/w ensuing General Election to Lok Sabha-- 2024 --- Electrical works --- For Accommodation Center under Raiganj PS. " NIQ No: DDED/NIQ- 60 of 2023-24, Bid submission closing date(online): 27.03.2024 up to 14:30 Hrs. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Construction of temporary sheds / accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom as well as electrification and installation of Electrical Appliances like electric bulb, fans, charging points and water reservoirs and generators etc at the Accommodation centers earmarked for CAPF Coy/SPF coy. in c/w ensuing General Election to Lok Sabha-- 2024 --- Electrical works --- For Accommodation Center under Hemtabad PS. " NIQ No: DDED/NIQ- 63 of 2023-24, Bid submission closing date(online): 27.03.2024 up to 14:30 Hrs. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quotation for the work of "Construction of temporary sheds / accommodation such as Kitchen, Dining, Rooms, toilet, bathroom as well as electrification and installation of Electrical Appliances like electric bulb, fans, charging points and water reservoirs and generators etc at the Accommodation centers earmarked for CAPF Coy/SPF coy. in c/w ensuing General Election to Lok Sabha-- 2024 --- Electrical works --- For Accommodation Center under Itahar PS. " NIQ No: DDED/NIQ- 62 of 2023-24, Bid submission closing date(online): 27.03.2024 up to 14:30 Hrs. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites Short Notice Inviting Quatation for the work of "Providing electricity and other logistic support in accommodation centre of CAPF in c/w ensuing Parliament General Election-2024--- Electrical works --- For Accommodation Centre under Tapan-PS" NIQ No: DDED/NIQ- 67 of 2023-24, submission closing date 27.03.2024 up to 14:30 PM. , Corrigendum if any will be published in website only.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

Citation

In the court of the Ld. District Delegate Civil Judge Jr. Div. at Balurghat, Dist - Dakshin Dinajpur

Case No-Misc Succession 49/ 2023

Bulbuli Oraw & others ....petitioners

Whereas the petitioners 1. Bulbuli Oraw, W/O Bhodol Oraw, D/O Lt. Sunil Oraw; 2. Dipali Oraw, D/O Lt. Sunil Oraw; 3. Purnima Oraw, D/O Lt. Sunil Oraw; All of Vill. Madnahar(Bhabanipur), P.O. Telighata, P.S.- Tapan, Dist. Dakshin Dinajpur, the above name Petitioners on 30-09-2023 filed this court the above misc case No.49/2023 (Succession) and the matter has been fixed for hearing on 23-04-2024 against the below schedule property.Therefore it is informed through this citation that if any person having any claim or legal-heirs of the deceased Thumi Oraw, W/O Lt. Sunil Oraw, Of Vill.- Mednahar (Bhabanipur), P.O. - Telighata, P.S. - Tapan, Dist. Dakshin Dinajpur or any person having any objection on the prayer of the petitioners should present in this court himself/ herself or by an agent or legal-practitioners on the date mentioned above and present his/her objection and should also produce documents if any in support of his/her claim.

Schedule:-

Name of the debtors: L.I.C.I. Balurghat Branch,Description:Policy No. 401456987, Amount:Rs.75,000/-

With accrued interest if any thereon till the date.

By Order
Tapas majumder
Shensiadar
Civil Judge (Junior Divn.)
Balurghat, D/Dinajpur
Dt.19-03-2024

রাসেল ম্যান ও নারিন ম্যানিয়ার যুগলবন্দিতে ক্যাবিনেটে তৃতীয় ট্রফি আনতে চায় কেকেআর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ মার্চঃ অপেক্ষার আর একটা রাত। শুক্রবার সন্ধেতে হইহই করে শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। আইপিএল চলাকালীন ক্রিকেট প্রেমীদের বাড়তি আগ্রহ থাকে তাঁদের প্রিয় দলের শক্তি, দুর্বলতা এবং টিমের পরিস্থিতি জানা নিয়ে। কেকেআর এমন একটা টিম যারা টুর্নামেন্টে ২ বার ট্রফি জিতলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে অনেকটাই এগিয়ে। ২২ মার্চ আইপিএল শুরু হচ্ছে। ২৩ মার্চই ইডেনে রয়েছে নাইটদের ম্যাচ। তার আগে দুই নাইট তারকার সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। কথা হচ্ছে নাইট টিমের অন্যতম ভরসা যোগ্য ক্যারিবিয়ান জুটি আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারিনকে নিয়ে। রাসেল ও নারিন কেকেআরের দীর্ঘদিনের সঙ্গী। ভালো এবং খারাপ দুই সময়ই তাঁরা নাইট জার্সিতে কাটিয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে আইপিএলে কেকেআরের হয়ে খেলছেন রাসেল। আর সুনীল নারিন তাঁর থেকেও কেকেআর টিমের পুরনো সদস্য। ২০১২ সাল থেকে নারিনের গায়ে প্রতি আইপিএলে ওঠে কেকেআরের জার্সি। নাইটদের হয়ে নারিনের ২০১২ ও ২০১৪ দু'বার ট্রফি জয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর কেকেআরের হয়ে এক বার আইপিএল জিতেছেন রাসেল, তা নাইট শিবিরে যোগ দেওয়ার বছরই। কেকেআরের ক্যারিবিয়ান জুটির দিকে প্রতি আইপিএলে একটু

বাড়তি নজর থাকে নাইট ভক্তদের। যে কারণে আইপিএল সামনে এলেই কেকেআরের অনুরাগীরা খোঁজ শুরু করে দেন যে এই দুই ক্রিকেটার কী করছেন। কেমন পারফর্ম করছেন। এ বারের আইপিএলের জন্য কেকেআর শিবিরে যোগ দিতে একসঙ্গে এসেছেন সুনীল নারিন ও আন্দ্রে রাসেল। আসার পর থেকেই একসঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। নাইটদের অনুশীলন ম্যাচে মিচেল স্টার্কের সঙ্গে আন্দ্রে রাসেলকে নতুন বলে শুরু করতে দেখা গিয়েছে। কেকেআরের হয়ে সুনীল নারিন ১৬২টি আইপিএল ম্যাচে খেলেছেন। তাতে করেছেন ১০৪৬ রান। এবং নিয়েছেন ১৬৩ টি উইকেট। আর তাঁরই ক্যারিবিয়ান সতীর্থ আন্দ্রে রাসেল কেকেআরের হয়ে এখনও অবধি মোট ১০৫টি ম্যাচে ২২২৪ রান করেছেন। এবং তিনি নিয়েছেন ৯৫টি উইকেট। দু'জনই দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতেও লড়াই করার জন্য তৈরি থাকেন। এ বার দেখার আইপিএলের নতুন মরসুমে এই জুটি কেমন পারফর্ম করে।

ফের সিএসকে-র অধিনায়কত্ব ছাড়লেন ধোনি!

নয়া দায়িত্বে রুতুরাজ

চেন্নাই, ২১ মার্চঃ এবারের আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব করবেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। তাঁর পরিবর্তে সিএসকের নয়া অধিনায়ক হলেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। তাও চেন্নাইয়ের তরফে প্রাথমিকভাবে সেই ঘোষণাটা করা হয়নি। বরং বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে আইপিএলের ট্রফি নিয়ে ১০টি দলের ফোটোশ্যুটের পরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। ন'টি দলের অধিনায়ক এবং পঞ্জাব কিংসের সহ-অধিনায়ককে নিয়ে ফোটোশ্যুটে চেন্নাইয়ের তরফে আসেন রুতুরাজ। ক্যাপ্টেন হিসেবে তিনিই আইপিএল ট্রফির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন। আর তারপর আইপিএলের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়, 'চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কের সঙ্গে দেখা করুন - রুতুরাজ গায়কোয়াড়।' ধোনি যে আর হলুদ ব্রিগেডের অধিনায়কত্ব করবেন না, সে বিষয়ে প্রাথমিকভাবে সিএসকের তরফে কিছু জানানো হয়নি। আইপিএলের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করার পরে তিন লাইনের বিবৃতিতে চেন্নাইয়ের তরফে বলা হয়, '২০২৪ সালের আইপিএল শুরুর আগে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের হাতে চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়কত্ব তুলে দিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ২০১৯ সাল থেকে চেন্নাই সুপার কিংসের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হলেন রুতুরাজ। ওই সময়ের মধ্যে আইপিএলে ৫২টি ম্যাচ খেলেছেন। আসন্ন মরশুমের জন্য উদগ্রীব হয়ে

আছি আমরা।' তবে এই প্রথমবার সিএসকের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন না ধোনি। ২০২২ সালের আইপিএলেও অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। সিএসকের অধিনায়ক হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা। কিন্তু তাঁর অধীনে শোচনীয় পারফরম্যান্স করেছিল চেন্নাই। সেই পরিস্থিতিতে জাদেজার হাত থেকে অধিনায়কত্বের ব্যাটন ফেরত নিয়েছিলেন ধোনি। আর পরের বছরই চেন্নাইকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। কিন্তু অধিনায়ক হিসেবে সেই খেতাব 'ডিফেন্ড' করতে নামছেন না ধোনি। বরং রুতুরাজের অধীনে খেলবেন তিনি। সেই রুতুরাজই যে চেন্নাইয়ের পরবর্তী অধিনায়ক হবেন, তা নিয়ে মোটামুটি একমত ছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু সেটা যে ২০২৪ সালের আইপিএলের আগেই হবে, সেটা প্রত্যাশিত ছিল না। আইপিএল শুরুর ঠিক আগেই সরকারি সম্প্রচারকারী সংস্থা জিয়ো সিনেমায় সিএসকের প্রাক্তন তারকা সুরেশ রায়না বলেছিলেন, ''সবথেকে বড় প্রশ্ন হল যে ওদের পরবর্তী অধিনায়ক কে হবে? ধোনি অধিনায়ক হিসেবে না থাকলেও মানসিক শক্তি বাড়ানোর কোচ হিসেবে ড্রেসিংরুমে থাকবে বা নেহাতই ওর উপস্থিতির জন্য ডাগ-আউটে থাকবে। কিন্তু কার উপর মহেন্দ্র সিং ধোনির চোখ আছে? আমার মনে হয় যে রুতুরাজ গায়কোয়াড় ভালো বিকল্প হতে পারে।''

'ছেলেটার প্রতিভা কাজে লাগাও', কাকে নিয়ে লাখ টাকার পরামর্শ দিলেন সানি?

মুম্বই, ২১ মার্চঃ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী চট করে বিফলে যায় না। বিশেষ করে প্রতিভা চেনার ক্ষেত্রে কখনওই ভুল করেন না সুনীল গাভাসকর। মহেন্দ্র সিং ধোনি হোন আর বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা থেকে ঋষভ পন্থ, গাভাসরকরের প্রশংসা পেয়েছেন সকলেই। এঁরা যে লম্বা রেসের ঘোড়া, তাও ধরে ফেলেছিল সানির অভিজ্ঞ চোখ। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আজও যা বলেন, ক্রিকেট দুনিয়া মানে। সেই সানি এ বার মূল্যবান পরামর্শ দিলেন রাজস্থান রয়্যালসকে। যে ছেলেটি ইদানীং মন জয় করে নিয়েছেন তাঁর, তাঁকে কাজে লাগাতে বললেন। কে বলতে পারে, এই ছেলেই হয়তো এ বারের আইপিএলটা নিজের নামে লিখেবেন না? গত বারের আইপিএলে ভালো পারফর্ম করেছিলেন। কিপিংয়ের সঙ্গে যে

ব্যাটের হাতটাও ভালো তাঁর, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটেও বেশ সফল। দেশের হয়ে টেস্ট খেলতে নেমেও আলাদা করে ছাপ রেখেছেন। রাঁচি টেস্টে ৯০ ও নট আউট ৩৯ রানের ইনিংস খেলেছিলেন। যা টেস্ট জিততে সাহায্য করেছিল ভারতকে। সেই ধ্রুব জুরেলেই মুগ্ধ সানি। ধ্রুবকে গত বছর রাজস্থান ব্যাটিং লাইন আপের নিচের দিকে খেলানো হয়েছে। তাতেও তিনি সফল। কিন্তু যে ধ্রুবের আত্মবিশ্বাস এখন অনেকখানি উঁচুতে, পারফর্ম করার জন্য মুখিয়ে আছেন, তাঁকে ব্যবহার করতে পারলে আখেড়ে লাভ হবে রাজস্থানেরই। কী উপদেশ দিচ্ছেন সানি? গাভাসকরের কথায়, ''গত বছর আইপিএলে ছেলেটা যে ভাবে ব্যাট করেছে, ও নিশ্চিত ভাবেই ধ্রুবকে ব্যাটিং অর্ডারের উপরের দিকে পাঠানো যায়। ধ্রুবকে নজরে রাখতে হবে।'' গত আইপিএলে ধ্রুব ১৫২ রান করেছিলেন। স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭২.৭৩। কতটা বিধ্বংসী ছিলেন, এতেই বোঝা যায়। যদি উপরের দিকে ব্যাট করতে পাঠানো হয় নিয়মিত, নিজেকে মেলে ধরতে পারবেন। এমন মঞ্চই আগামী দিনে তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেটের ধ্রুবতারা করে তুলবে।

মাহির মণিকোঠায় জাড্ডুর 'সেই' সেলিব্রেশন

প্র্যাক্টিসের মাঝে ধোনিও ট্রাই করলেন

চেন্নাই, ২১ মার্চঃ এ বারের আইপিএল খেতাব জিতে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দলের তকমা পেতে চায় সিএসকে। আপাতত মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও চেন্নাই সুপার কিংস আইপিএলে ৫ বার করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ষষ্ঠ ট্রফি জয়ের লক্ষ্য নিয়ে শুক্রবার রাতে মাঠে নামবে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। ২০২৩ সালের আইপিএল ফাইনাল কখনও ভোলার মতো নয়। বৃষ্টির কারণে তিন দিনে নাটকীয় ফাইনাল হয়েছিল। তাতে হার্দিক পান্ডিয়ার গুজরাট টাইটান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস। সে বারের ফাইনালে রবীন্দ্র

জাডেজা যেন অতিমানবিক হয়ে উঠেছিলেন। ওই ফাইনালের জন্য বিশেষ করে জাডেজা পেয়েছিলেন ফিনিশারের তকমা। শেষ দুটো বলে ছয় ও চার মেরে চেন্নাইয়ের ট্রফি জয় নিশ্চিত করেই দৌড়েছিলেন জাডেজা। এ বার তা-ই করলেন ধোনি। কিন্তু কী ভাবে? আইপিএল শুরু হতে আর কয়েক ঘণ্টা বাকি। শুক্রবার (২২ মার্চ) রাত ৮টায় হবে ১৭তম আইপিএলের উদ্বোধন। তার আগে নেটদুনিয়ায় মহেন্দ্র সিং ধোনির এক ভিডিয়ো ভাইরাল। যেখানে দেখা গিয়েছে, সিএসকের অনুশীলনে ধোনি হঠাৎ করেই জাডেজার মতো হুবহু ব্যাট তুলে একটু দৌড়ান। নেটিজেনদের দাবি আইপিএল ২০২৩ ফাইনালে জাডেজা চেন্নাইকে চ্যাম্পিয়ন বানানোর পর যে ভাবে দৌড়েছিলেন, ধোনিও ঠিক একই রকম ভাবে সিএসকের অনুশীলনের মাঝে দৌড়েছেন। তা হলে কোথাও কি ধোনির মনে এখনও রয়েছে জাডেজার সেই সেলিব্রেশন। দিন দুয়েক আগে রবীন্দ্র জাডেজা ইন্সটাগ্রামে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখা গিয়েছে ২০২৩ সালের আইপিএলের ফাইনালে যখন ধোনি তাঁকে কাঁধে তুলেছিলেন সেই ছবিটি বাঁধানো রয়েছে। তাঁর নীচে বসে আছেন জাড্ডু। ছবিটির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'সুপার স্পেশাল মোমেন্ট' (ভীষণ বিশেষ মুহূর্ত)।

আইপিএলে টাকার থলি আটকাতে কড়া হচ্ছে বোর্ড

মুম্বই, ২১ মার্চঃ আইপিএলের নিলামে প্রতি বারই বিভিন্ন নজির হতে দেখা যায়। টাকার অঙ্কে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা চলতেই থাকে। গত নিলামেই আগের সব নজির ভেঙে মিচেল স্টার্ককে প্রায় ২৫ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে কলকাতা। ফলে এক শ্রেণির ক্রিকেটারদের বেতনের সঙ্গে বিরাট ফারাক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এটি আটকাতে আগামী দিনে ব্যবস্থা নিতে পারে বোর্ড। ইঙ্গিত দিয়েছেন আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল। সাধারণত মিনি নিলামে নজির ভাঙার ব্যাপারটি বেশি দেখা যায়। তাই বৈষম্য আটকাতে আগামী দিনে নিয়ম বদল হতে পারে। এক সাক্ষাৎকারে আইপিএলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল বলেছেন, ''নিলামে বেতন নিয়ে যে বৈষম্য তৈরি হয় সেটা আমরা খেয়াল করেছি। আগামী দিনে পর্যবেক্ষণ করে এই সমস্যা মেটানোর জন্য নতুন কোনও নিয়ম আনতে পারে বোর্ড।'' তিনি আরও বলেন, ''অনেকেই মতামত দিয়েছে এ ব্যাপারে। তবে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির সঙ্গে কথা বলা দরকার।'' তবে নিলাম যে আগামী দিনেও চালিয়ে যাওয়া হবে সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। নিলামের নাটককে কোনও ভাবেই বাদ দিতে চায় না বোর্ড। ধুমল বলেছেন, ''নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি এলে তারা দল তৈরি করবে কী করে? আইপিএলের মতো একটা দুর্দান্ত প্রতিযোগিতায় ভাবনাচিন্তার অবকাশ থাকা দরকার। ৩-৪ ক্রিকেটারকে ধরে রাখার যে নিয়ম সেটাও চালু থাকবে। তার বেশি হবে না।''

সরফরাজের বাবার সঙ্গেও ক্রিকেট খেলেছেন রোহিত শর্মা!

মুম্বই, ২১ মার্চঃ ইংল্যান্ড সিরিজে রোহিত শর্মার অধীনে অভিষেক হয়েছিল সরফরাজ খানের। অভিষেক টেস্টের আগে তাঁর বাবা নৌশাদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ কথাও বলেছিলেন রোহিত। আশ্বাস দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলের খেয়াল রাখবেন। আইপিএলের আগে রোহিত ফাঁস করলেন যে, তিনি সরফরাজের বাবার সঙ্গে এক সময়ে ক্রিকেট খেলেছেন। জানালেন, সরফরাজের আগে তাঁর বাবার উচিত ছিল জাতীয় দলের টুপি পাওয়া। একটি সাক্ষাৎকারে রোহিত বলেছেন, ''কাঙ্গা লিগে সরফরাজের বাবার সঙ্গে এক সময় খেলেছি। তখন খুব ছোট ছিলাম। ওর বাবা বাঁহাতি ব্যাটার ছিলেন। প্রচণ্ড আগ্রাসী ক্রিকেটার ছিলেন। সেই সময় মুম্বই সার্কিটে ওর বাবা বড়সড় নাম ছিল। ওঁর এত দিনের প্রচেষ্টা অবশেষে সফল হয়েছে এটা ভেবেই ভাল লাগছে। সরফরাজের অভিষেকের দিন ওঁকে বলেছিলাম, 'এই টেস্ট যতটা না ওর, তার থেকে অনেক বেশি আপনার'।'' বাংলার পেসার আকাশ দীপকে নিয়েও মুখ খুলেছেন রোহিত। রাঁচিতে তাঁর অভিষেক হয়েছিল। রোহিতের কথায়, ''ম্যাচের আগে আকাশ দীপকে নিয়ে রাহুল (দ্রাবিড়) ভাই দারুণ বক্তব্য রেখেছিল। ও যা পরিশ্রম করেছে সেটা ভাবাই যায় না। সাত-আট বছর আগে কোথায় ছিল আর এখন কোথায় রয়েছে সেটা আপনারাই দেখুন। চোখের সামনে এ রকম জিনিস দেখলে আবেগ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়।''

বিলেতেও সফল বাংলার রিচা ঘোষ, সঙ্গী স্মৃতি মান্ধানা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

এ বছর আরসিবিকে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ জিতিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। ওই টিমের গুরুত্বপূর্ণ

সদস্য উইকেট কিপার ব্যাটার রিচা ঘোষ। এই দুই তারকা এ বার পা রাখতে চলেছেন দ্য হান্ড্রেডে। এ বছরের দ্য হান্ড্রেডের জন্য মোট ১৭জন ভারতীয় ক্রিকেটার নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্মৃতি ও রিচাকে দ্য হান্ড্রেডের ড্রাফটে ২টি দল নিয়েছে। ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার স্মৃতি মান্ধানা সাউদার্ন ব্রেভে ফিরেছেন। আর রিচা ঘোষ আগামী মরসুমে বার্মিংহাম ফিনিক্সের হয়ে খেলবেন। রিচা ও স্মৃতি ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় টিমে খেলেন। সম্প্রতি দু'জনই আরসিবির জার্সিতে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন। এ বারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে ১০টি ম্যাচে স্মৃতি করেন ৩০০ রান। রয়েছে ২টি অর্ধশতরান। এবং রিচা ১০ ম্যাচে করেছেন ২৫৭ রান। রয়েছে ২টি হাফসেঞ্চুরি। তাঁর স্ট্রাইকরেট ছিল ১৪২। দ্য হান্ড্রেডে স্মৃতি ও রিচা দু'জনই এর আগেও খেলেছেন। স্মৃতি মান্ধানা সাউদার্ন ব্রেভেই অতীতে খেলেছেন। আর রিচা এর আগে লন্ডন স্পিরিটের হয়ে দ্য হান্ড্রেডে খেলেছেন। ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা, জেমাইমা রডরিগজ, শিখা পান্ডে, শ্রেয়াঙ্কা পাটিলরাও দ্য হান্ড্রেডের জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের জন্য কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি বিড করেনি। শ্রেয়াঙ্কা পাটিল এ বারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের সর্বাধিক উইকেট শিকারী বোলার। কিন্তু তাঁকে কিনতেও আগ্রহ দেখায়নি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি। অবশ্য দ্যা হান্ড্রেডের টিমগুলোর কাছে এখনও একজন করে বিদেশি ক্রিকেটারদের নেওয়ার সুযোগ থাকবে ভাইটালিটি ওয়াইল্ড কার্ডের মাধ্যমে।

২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক ফুটবল ড্র

সহজ গ্রুপে ফ্রান্স, মরক্কো ও ইউক্রেনকে পেল আর্জেন্টিনা

প্যারিস, ২১ মার্চঃ প্যারিসের পালস বিল্ডিংয়ে গতকাল অনুষ্ঠিত হলো ২০২৪ অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে ছেলে ও মেয়েদের দলগুলোর ড্র অনুষ্ঠান। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার তুলনায় নিজেদের গ্রুপে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষই পেয়েছে গত বিশ্বকাপে রানার্সআপ দল ফ্রান্স। 'বি' গ্রুপে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মরক্কো, ইউক্রেন এবং এএফসি থেকে কোয়ালিফাই করা তৃতীয় দল। আর 'এ' গ্রুপে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং এএফসি ও সিএএফের মধ্যে প্লে-অফে জয়ী দল। এশিয়া থেকে কোয়ালিফাই করা তৃতীয় দল এবং এএফসি-সিএএফ প্লে-অফে জয়ী দল এখনো নির্ধারিত হয়নি। অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে এবার টানা তৃতীয়বারের মতো স্বর্ণ জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল ব্রাজিল। কিন্তু গত মাসে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলের হারে প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টের মূল পর্বেই পৌঁছাতে পারেনি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। আর্জেন্টিনার সামনে ফুটবল ইভেন্ট থেকে তৃতীয় স্বর্ণপদক তুলে নেওয়ার সুযোগ। ২০০৪ ও ২০০৮ অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে স্বর্ণ জিতেছে আর্জেন্টিনা। এর মধ্যে সর্বশেষবার লিওনেল মেসিও খেলেছেন। ৩৬ বছর বয়সী মেসিকে নিয়ে এবারও স্বর্ণ জিততে চায় আর্জেন্টিনা এবং দেশের হয়ে এটাই হতে পারে মেসির শেষ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। মেসির অলিম্পিকে খেলার সম্ভাবনা নিয়ে গত ফেব্রুয়ারিতেই কথা বলেছেন আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। জাতীয় দলে একসময় মেসির সতীর্থ ছিলেন প্রাক্তন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। সে সময় তিনি বলেছিলেন,

''লিওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কেমন সেটা সবাই জানে...তার জন্য দরজা খোলা...ব্যাপারটা তার ওপর নির্ভর করছে।'' অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে প্রতিটি দল ২৩ বছরের বেশি বয়সী তিনজন খেলোয়াড় নিতে পারবে। ফ্রান্স তুলনামূলক সহজ গ্রুপে পড়লেও দেশটির কিংবদন্তি ফুটবলার থিয়েরি আঁরি ড্রয়ের পর বলেছেন, ''কোনও কিছুই সহজ না।'' কিন্তু ১৯৮৪ সালের পর অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্ট থেকে দ্বিতীয় স্বর্ণপদক জয়ের খোঁজে থাকা ফ্রান্স এবার ঘরের মাঠে ফেবারিট। জানা গেছে, ফ্রান্সের হয়ে অলিম্পিক ফুটবলে অংশ নিতে চান দেশটির তারকা ফুটবলার কিলিয়ান এমবাপে। কিন্তু ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ শেষ করে অলিম্পিক ফুটবলের জন্য তৈরি হতে খুব বেশি সময় পাবেন না এমবাপে। ১৪ জুন শুরু হয়ে ১৪ জুলাই শেষ হবে ইউরো। প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্ট শুরু হবে ২৪ জুলাই-অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দুই দিন আগে। প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্র। অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টের জন্য ফিফা ক্লাবগুলোকে খেলোয়াড় ছাড়তে বাধ্য করে না। তাই এমবাপের দেশের হয়ে অলিম্পিক ফুটবলে খেলার ব্যাপারটি জটিল হয়ে উঠতে পারে। ফ্রান্সের হয়ে '৯৮ বিশ্বকাপজয়ী আঁরি অবশ্য আশাবাদী। জানেন কাজটা মোটেই সহজ না, সেটা যতই ঘরের মাঠে টুর্নামেন্টটি হোক, ''ঘরের মাঠে টুর্নামেন্ট জেতা কখনোই সহজ না। সম্ভবত ব্রাজিল ও স্পেন (২০১৬ ও ১৯৯২) এটা করতে পেরেছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব বেশি দেখা যায় না। আমরা এটা করার চেষ্টা করব।'' সর্বশেষ টোকিও অলিম্পিকে রৌপ্য পদকজয়ী স্পেন 'সি' গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মিসর, ডমিনিকান প্রজাতন্ত্র এবং এএফসি কোয়ালিফাইয়ে দ্বিতীয় দলের সঙ্গে। 'ডি' গ্রুপে প্যারাগুয়ের প্রতিপক্ষ মালি, ইসরায়েল ও এএফসি কোয়ালিফাইয়ে শীর্ষ দল। ৯ আগস্ট প্যারিসে ফুটবল ইভেন্টের ফাইনাল। প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুই দল কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট পাবে। কাতারে আগামী ১৫ এপ্রিল শুরু হয়ে ৩ মে শেষ হবে এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপ। এই টুর্নামেন্টে দুই ফাইনালিস্ট এবং তৃতীয় হওয়া দল প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে খেলবে। অর্থাৎ অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে চ্যাম্পিয়ন দল ডি গ্রুপে খেলবে, রানার্সআপ দল খেলবে সি গ্রুপে এবং তৃতীয় দলটি খেলবে বি গ্রুপে। এশিয়া মহাদেশ (এএফসি) এবং আফ্রিকা মহাদেশের (সিএএফ) মধ্যকার দুই দলের প্লে-অফ ম্যাচে জয়ী প্যারিস অলিম্পিকের ফুটবল ইভেন্টে অংশ নেওয়ার টিকিট পাবে। এই ম্যাচে সিএএফ থেকে খেলবে গিনি। এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ এশিয়ান কাপে চতুর্থ হওয়া দল গিনির প্রতিপক্ষ। প্যারিস অলিম্পিকে মেয়েদের ফুটবল ইভেন্টেরও ড্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। চারবার করে স্বর্ণপদকজয়ী যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়া একই গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। গতবার স্বর্ণপদকজয়ী কানাডার গ্রুপে পড়েছে আয়োজক ফ্রান্স। ২৬ জুলাই শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com